কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

⁂

খণ্ড
৪

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том IV

На языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101-176}{016(01)-79}$ 740-79 0101020000

সূচি

কার্ল মার্কস। লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৭
    দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা ৭
    তৃতীয় জার্মান সংস্করণে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা ১০
লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ১২
    ১ ১২
    ২ . . . . ২০
    ৩ ৩৪
    ৪ ৫৭
    ৫ ৬৯
    ৬ ৯২
    ৭ . . . ১১৫
কার্ল মার্কস। 'জনগণের সংবাদপত্রের' বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ১৩৪
কার্ল মার্কস। 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের ভূমিকা . ১৩৭
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' ১৪৪
    ১ ১৪৪
    ২ ১৪৯
কার্ল মার্কস। পত্রাবলি . ১৫৭
    ইয়ো. ভেইডেমেয়ের সমীপে মার্কস। লন্ডন, ৫ মার্চ, ১৮৫২ ১৫৭
    এঙ্গেলস সমীপে মার্কস। লন্ডন, ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৬ . ১৫৮
    এঙ্গেলস সমীপে মার্কস। লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ ১৬০
টীকা . . . ১৬২
নামের সূচি ১৭২

কার্ল মার্কস

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার (১)

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা

এত অকালে যাঁর মৃত্যু ঘটল, আমার সেই বন্ধুবর **ইয়োজেফ ভেইডেমেয়ার*** ১৮৫২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নিউ ইয়র্কে একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিলেন। কুদেতার একটি ইতিহাস এই সাপ্তাহিকের জন্যে দিতে তিনি আমাকে আহ্বান জানান। সেইমতো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অবধি আমি সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ তাঁর জন্যে লিখেছিলাম 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' শিরোনামায়। ইতিমধ্যে ভেইডেমেয়ারের আদি পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। তার পরিবর্তে ১৮৫২ সালের বসন্তকালে তিনি Die Revolution নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, আর তার প্রথম সংখ্যা জুড়ে রইল আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'। সেই সময়ে এর কয়েকশত কপি জার্মানিতে পৌঁছে যায়, যদিও আসল বইয়ের বাজারে সেটা ঢোকে নি। চরম বামপন্থার ভান করে থাকেন এমন একজন জার্মান প্রকাশককে আমি আমার বইখানি বিক্রয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু 'যুগবিরুদ্ধ' এহেন 'ঔদ্ধত্য' দেখে তিনি ঘোর নীতিবাদীর মতোই স্তম্ভিত হয়ে যান।

উপরের তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে তৎকালীন ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ চাপেই বর্তমান রচনাটি রূপ নেয়, এবং এর ঐতিহাসিক মালমশলাতে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরবর্তী কিছু নেই। বর্তমানে এর পুনর্মুদ্রণের

---

* আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সেণ্ট লুই অঞ্চলের সামরিক অধ্যক্ষ। (মার্কসের টীকা।)

জন্যে দায়ী অংশত বইয়ের বাজারের চাহিদা, আর কিছু পরিমাণে জার্মানিতে আমার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

এই বিষয়ে এবং আমার রচনা প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখা আর দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা আছে — ভিক্তর হুগোর 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' এবং প্রুধোঁর 'কুদেতা'।

ভিক্তর হুগো 'কুদেতা'র দায়িত্বসম্পন্ন প্রকাশকের বিরুদ্ধে তিক্ত ও শ্লেষাত্মক কটূক্তি করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর রচনায় ঘটনাটা দেখা দিয়েছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। একটিমাত্র মানুষের প্রচণ্ড কাজমাত্র তিনি এর মধ্যে দেখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে তার ফলে সেই লোকটিকে তিনি ক্ষুদ্র নয়, মহানই করে তুললেন , কারণ যে কর্মোদ্যোগ একটি ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে তার প্রতি তিনি আরোপ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। অপর পক্ষে, প্রুধোঁ অবশ্য এই কুদেতাকে একটা পূর্বতন ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণাম রূপে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু কুদেতা সম্পর্কে তাঁর অংকিত ইতিহাসের ছবিটুকু অলক্ষিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে এর নায়কের ইতিহাস-সম্মত পক্ষসমর্থন। এতে করে আমাদের তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের ভুলটা তিনিও করে বসেছেন। তার বিপরীতে আমি দেখিয়েছি কীভাবে ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম এমন অবস্থা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করল যার ফলে একটি সামান্যবুদ্ধি অদ্ভুত হাস্যকর জীবের পক্ষে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হল।

এই রচনার সংস্কারসাধন করতে গেলে এর বিশিষ্ট রসটি নষ্ট হয়ে যেত। তাই আমি কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদগুলি সংশোধন করে এবং আজকের দিনে যা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই নিবৃত্ত হয়েছি।

'কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের বেশে লুই বোনাপার্ট সজ্জিত হবেন, সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের (২) উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে।' আমার রচনার এই শেষ কথাগুলি ইতিমধ্যেই যথার্থ প্রমাণ হয়েছে।*

১৮১৫ সালের অভিযান সম্পর্কে তাঁর লেখাতে কর্নেল শারাস

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ৯৯ দ্রঃ — সম্পাঃ

নেপোলিয়ন পূজার বিরুদ্ধে আক্রমণের সূত্রপাত করলেন। তারপরে এবং বিশেষত বিগত কয়েক বৎসরে ঐতিহাসিক গবেষণা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের হাতিয়ার চালিয়ে ফরাসী সাহিত্য নেপোলিয়ন কিংবদন্তীটাকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছে। সাধারণ্যে রেওয়াজী এই ধারণাটার এই প্রচণ্ড প্রত্যাখ্যান, এই বিরাট মানসিক বিপ্লব কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে দৃষ্টি আকর্ষণ কমই করেছে এবং বোধগম্য হয়েছে আরও কম।

পরিশেষে, আমার আশা আছে যে, তথাকথিত **সিজারবাদের** যে ইস্কুলে শেখান বুলি বিশেষত জার্মানিতে এখন খুব চালু আছে সেটার মূলোৎপাটনে আমার এই রচনা সহায়ক হবে। অগভীর এই ঐতিহাসিক উপমায় এই মূলকথাটা মনে রাখা হয় না যে, প্রাচীন রোমে শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছিল শুধু বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু জনসমষ্টির ভিতরে -- স্বাধীন ধনী ও স্বাধীন গরিবদের মধ্যে -- আর জনসমষ্টির উৎপাদনরত বিশাল অংশটা দাসবৃন্দ ছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিষ্ক্রিয় পাদভূমি মাত্র। **সিস্‌মন্দির** এই অর্থপূর্ণ কথাটি লোকে মনে রাখে না: রোমক প্রলেতারিয়েতের চলত সমাজের ঘাড়ে চেপে, আর আধুনিক সমাজের চলে প্রলেতারিয়েতের ঘাড়ে চেপে (৩)। প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে এত পরিপূর্ণ প্রভেদ থাকার দরুন ঐ দুইয়ের পয়দা করা রাজনৈতিক চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে মিলও যাজকশিরোমণি স্যামুয়েলের সঙ্গে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের মিলের চেয়ে বেশি হতে পারে না।

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৩ জুন, ১৮৬৯

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই
ব্রুমেয়ার'-এর দ্বিতীয়
সংস্করণের জন্যে মার্কস
কর্তৃক লিখিত, হামবুর্গ, জুলাই, ১৮৬৯

১৮৬৯ সালের
সংস্করণের পাঠ
অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে
ইংরেজী অনুবাদের
ভাষান্তর

তৃতীয় জার্মান সংস্করণে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের তেত্রিশ বৎসর পরেও যে 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হল, এর থেকে প্রমাণ হয় যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মূল্য আজও একটুও হ্রাস পায় নি।

রচনাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র রাজনৈতিক জগতের উপরে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো যে ঘটনাটি এসে পড়ে, যে ঘটনাকে কিছু লোক নৈতিক ক্রোধভরে উচ্চরবে নিন্দা করল, আবার অনেকে মেনে নিল বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ ও সেটার ভুলগুলোর জন্যে দন্ড হিসেবে, অথচ যে ঘটনা সকলকেই আশ্চর্য করল এবং কারও বোধগম্য হল না, সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এমন একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুরধার ব্যাখ্যান মার্কস উপস্থিত করলেন যাতে ফেব্রুয়ারির সেই দিনগুলির পর থেকে ফরাসী ইতিহাসের সমগ্র ধারাটি সেটার অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সংযোগের মধ্যে উদঘাটিত হল, ২ ডিসেম্বর তারিখের (৪) অলৌকিক কান্ডটি এইসব অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সংযোগের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পর্যবসিত হল, এবং তাতে করে কুদেতার নায়ককে তার যথোচিত প্রাপ্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ছাড়া অন্যভাবে দেখার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত থাকল না। তাছাড়া, মার্কস এমন নিপুণ হাতে এই চিত্রটি আঁকলেন যে, পরবর্তী কালের প্রতিটি নতুন তথ্যের প্রকটন ছবিটির বাস্তবানুগতাই নতুন করে প্রমাণ করেছে। বর্তমানের জীবন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে এমন উন্নত ধরনের উপলব্ধি, ঘটার মুহূর্তেই ঘটনা সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছদৃষ্টি বিচার সত্যসত্যই তুলনাহীন।

কিন্তু এই কাজের জন্যে ফ্রান্সের ইতিহাস সম্বন্ধে মার্কসের মতো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ফ্রান্সেই ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রামে লড়াই প্রতিবারই একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছে, কাজেই যে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রূপের ভিতরে এই সংগ্রাম চলেছে এবং যার মধ্যে এর ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ফুটে উঠেছে সেই রূপটা স্পষ্টতম রেখায় ক্ষোদিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং রেনেসাঁসের (৫) পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক উপরে উপরে প্রতিষ্ঠিত একীভূত রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ এই ফ্রান্স মহাবিপ্লবে সামন্ততন্ত্র বিধ্বস্ত ক'রে প্রতিষ্ঠা করেছে

অবিমিশ্র বুর্জোয়া শাসন, যেটার ক্ল্যাসিকাল বিশুদ্ধতার জুড়ি মেলে না ইউরোপের অন্য কোন দেশে। তেমনি এখানে শাসক বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বাভিমুখী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম যে তীব্র রূপে দেখা দেয় তা অন্যত্র অজানা। এইজন্যেই মার্কস বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ফ্রান্সের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের চলতি ইতিহাসেরও প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন ও ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য মালমশলা মজুত করে রাখতেন, তাই ঘটনাবলি তাঁকে কখনো হতচকিত করে দিতে পারে নি।

এছাড়া ছিল কিন্তু আরও একটি পরিস্থিতি। প্রথম মার্কসই ইতিহাসের গতির এই প্রধান নিয়মটি আবিষ্কার করেন যে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, অথবা ভাবাদর্শের অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই চলুক না কেন, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণীগুলির সংগ্রামের অল্পবিস্তর স্পষ্ট অভিব্যক্তি; আর এইসব শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং একই সঙ্গে এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘর্ষকেও আবার নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিরই অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের মাত্রা, উৎপাদনের চরিত্র ও প্রণালী সেটা দিয়ে নির্ধারিত বিনিময়-প্রণালী। প্রকৃতি বিজ্ঞানের রাজ্যে শক্তির রূপান্তরের নিয়ম যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটিও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, এবং দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস (৬) বোঝার চাবিকাঠিও তাঁকে যুগিয়েছিল এই নিয়মটি। এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিয়মটিকে যাচাই করে দেখেছিলেন, এবং তেত্রিশ বৎসর পরে আজও আমাদের বলতে হবে পরীক্ষায় চমৎকার উত্তীর্ণ হয়েছে নিয়মটি।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

মার্কসের 'লুই বোনাপার্টের
আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের
তৃতীয় সংস্করণের
জন্যে এঙ্গেলস কর্তৃক
লিখিত, হামবুর্গ, ১৮৮৫

'লুই বোনাপার্টের
আঠারোই ব্রুমেয়ার'
গ্রন্থের পাঠ অনুসারে
মুদ্রিত
জার্মান থেকে
ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার

১

হেগেল একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ও ব্যক্তি যেন দুবার হাজির হয়। সেইসঙ্গে একথাটা বলতে তাঁর ভুল হয়েছিল: প্রথম বার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয় বারে প্রহসন হিসেবে। দাঁতোঁ-র পরিবর্তে কসিদিয়ের; রবেস্পিয়েরের বদলে লুই ব্লাঁ; ১৭৯৩-১৭৯৫ সালের 'পর্বতের' (৭) জায়গায় ১৮৪৮-১৮৫১ সালের 'পর্বত'; খুড়োর বদলে ভাইপো। আঠারোই ব্রুমেয়ারের (৮) দ্বিতীয় সংস্করণটির পরিস্থিতিতেও সেই একই ব্যঙ্গচিত্র!

স্বীয় ইতিহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্তু ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবর্তী, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পরিস্থিতিতে। মৃত পূর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে। ঠিক যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনে, তথা অভূতপূর্ব কোন সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেইসব বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণেই তারা অতীতের ভূত নামিয়ে এনে নিজেদের কাজে লাগবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধ্বনি ও সাজসজ্জা ধার নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসপটে নতুন দৃশ্যটিকে ঐ কালপূজ্য ছদ্মবেশে ও ধার করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়। এইভাবেই লুথার আদিপ্রচারক পল-এর মুখাবরণ ধারণ করলেন; ১৭৮৯ থেকে ১৮১৪ সাল অবধি বিপ্লব কখনো রোম প্রজাতন্ত্র, আবার কখনো-বা রোম সাম্রাজ্যের বেশে সজ্জিত হয়ে দাঁড়াল; এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লব কখনো ১৭৮৯-এর, কখনো-বা ১৭৯৩-১৭৯৫ সালের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অনুকরণ ছাড়া বেশি কিছু জানত না। এইভাবেই কেউ কোন নতুন ভাষা শিখলে সে সর্বদাই ভাষাটাকে মাতৃভাষায় মনে মনে অনুবাদ করে নেয়, কিন্তু যখন সে মাতৃভাষা স্মরণ না করেও নতুন ভাষার রাজ্যে বিচরণ করতে পারে, নতুন ভাষাপ্রয়োগের

সময় আপন ভাষা ভুলে থাকতে পারে, শুধু তখনই বলা চলে সে নতুন ভাষার মূলভাবটাকে হজম করেছে, সেটার মাধ্যমে অবাধে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে।

বিশ্ব ইতিহাসের বিগতদের ডেকে আনার এই কথা নিয়ে চিন্তা করলে সঙ্গে-সঙ্গে একটি লক্ষণীয় প্রভেদ প্রকাশ পায় তাদের মধ্যে। কামিল দেমুলাঁ, দাঁতোঁ, রবেস্‌পিয়ের, সাঁ-জুস্ত, নেপোলিয়ন, প্রাচীন ফরাসী বিপ্লবের নায়কেরা এবং বিভিন্ন তরফ ও জনগণও রোমক বেশে ও রোমক উক্তি দিয়ে তাঁদের যুগোচিত কাজ সম্পাদন করেছিলেন; কাজটা হল আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের শৃঙ্খলমোচন ও প্রতিষ্ঠা। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই জমিতে গজিয়ে ওঠা সামন্ত মস্তকগুলিকে ছেদন করেছিলেন। অন্যজন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সেই অবস্থার সৃষ্টি করলেন একমাত্র যে অবস্থাতেই স্বাধীন প্রতিযোগিতার বিকাশ, টুকরা-টুকরা করা ভূমিসম্পত্তির উপযোগ এবং জাতির অবারিত শিল্পোৎপাদন শক্তির বিনিয়োগ সম্ভব ছিল; ফ্রান্সের সীমাও পার হয়ে তিনি সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন, অবশ্য ইউরোপ মহাদেশে ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে একটা উপযুক্ত আধুনিক পরিবেশ যোগানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণে। নতুন সামাজিক বিন্যাস যেইমাত্র প্রতিষ্ঠিত হল অমনি প্রলয়পূর্বের অতিকায়েরা অদৃশ্য হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেল পুনরুজ্জীবিত রোম-সাম্রাজ্যিক গৌরব -- ব্রুটাসেরা, গ্রাকাস ভ্রাতৃদ্বয়, পুবলিকোলার গোষ্ঠী, ট্রিবিউন এবং সেনেটের সদস্যরা, এমনকি সিজার স্বয়ং। বুর্জোয়া সমাজ সেটার সংযমী বাস্তবতার মাঝে পয়দা করল সেটার প্রকৃত ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্রদের — সে, কুজাঁ, রুআয়ে-কলার, বেঞ্জামিন কঁস্তাঁ এবং গিজো-দের; সেটার আসল সমরনায়কেরা গিয়ে বসলেন অফিসের কামরায়, আর মাথামোটা অষ্টাদশ লুই হলেন সেটার রাজনৈতিক সর্দার। ধনোৎপাদন ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিমগ্ন এই সমাজ আর উপলব্ধি করল না যে, রোমান যুগের প্রেতাত্মারা তার শৈশব শয্যার পাশে পাহারা দিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ বীরসদৃশ না হলেও সেটাকে জন্মদান করতে প্রয়োজন হয়েছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ ও গণসংগ্রামের। রোম প্রজাতন্ত্রের ক্লাসিক কঠোর ঐতিহ্যের মধ্যে এই সমাজের গ্ল্যাডিয়েটার মল্লরা তাদের আদর্শ, তাদের শিল্প-রূপ খুঁজে পেয়েছিল; পেয়েছিল সেই আত্মপ্রবঞ্চনাগুলি যা

তাদের সংগ্রামের অন্তর্বস্তুর বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতাটাকে নিজেদের কাছেই গোপন রাখতে ও ঐতিহাসিক মহা ট্র্যাজেডির চড়া তারে নিজেদের উৎসাহকে বেঁধে নেবার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল। তেমনি, এর শতাব্দীকাল পূর্বে, বিকাশের অন্য এক পর্যায়ে ক্রমওয়েল ও ইংরেজরা তাঁদের বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষা, ভাবাবেগ আর মায়ামোহের অনুকরণ করেছিলেন। যখন আসল লক্ষ্য সিদ্ধ হল, ইংরেজদের সমাজের বুর্জোয়া রূপান্তর সম্পন্ন হল, তখন হ্যাবেকুক্-এর স্থান নিলেন লক্।

অতএব এইসব বিপ্লবের সময়ে বিগতদের পুনরুজ্জীবন যে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল সেটা পুরাতনের প্যারডি নয়, নতুন সংগ্রামের মহিমাকীর্তন; নির্দিষ্ট কাজটিকে কল্পনায় বড়ো করে তোলা, বাস্তবে সেটার সমাধান থেকে পলায়ন নয়; আর একবার বিপ্লবের মর্মবস্তুটিকে আয়ত্ত করা, আবার সেটার প্রেতাত্মার বিহার করানো নয়।

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত পুরনো বিপ্লবের প্রেতাত্মাই শুধু ঘুরে বেড়াল পুরনো বায়ি-র ছদ্মবেশধারী **républicain en gants jaunes*** মারাস্ত থেকে শুরু করে সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি পর্যন্ত, যে তার মামুলী ঘৃণ্য মুখাবয়ব লুকিয়ে রাখে নেপোলিয়নের লৌহ মৃত্যু-মুখোসের অন্তরালে। সমগ্র একটি জাতি ভেবেছিল বিপ্লবের সাহায্যে সেটা নিজের মধ্যে ত্বরিত গতিশক্তি সঞ্চারিত করেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা দেখল ফিরে গিয়ে পড়েছে অধুনালুপ্ত এক যুগে, আর এই প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে তার জন্যেই যেন আবার দেখা দিল সেই বিগত যুগের সন তারিখ, পুরনো কালনির্ঘণ্ট, পুরনো সব নাম, পুরনো সব অনুশাসন, যা বহু আগেই হয়ে পড়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যাবত্তার বিষয়বস্তু আর সেইসব খুদে আইনবাজ, যারা বহুপূর্বেই ক্ষয়প্রাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। জাতির মনের ভাবটা দাঁড়াল বেড্‌লাম্-এর (৯) সেই ইংরেজটির মতো, যার ধারণা সে প্রাচীন মিশরীয় ফেয়ারোদের আমলে বাস করে, এবং যার প্রাত্যহিক বিলাপ এই যে, ইথিয়োপীয় স্বর্ণখনির ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাতে আটক অবস্থায় তাকে সোনা খুঁড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, তার মাথায় বাঁধা স্তিমিতপ্রায় দীপ, পিছনে লম্বা চাবুক হাতে দাস শ্রমিকদের সর্দার, ফটকে বর্বর ভাড়াটে সৈন্যদের তালগোল পাকান ভিড়,

---

* হলুদ দস্তানা পরিহিত প্রজাতন্ত্রী। — সম্পাঃ

কোনো সাধারণ ভাষা না থাকায় তারা খনিতে বাধ্যতামূলক শ্রমরত শ্রমিকদের কথাও বোঝে না, পরস্পরের কথাও বোঝে না। উন্মাদ ইংরেজটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি একজন জন্ম-স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, আর আমার কাছে কিনা এইসব কাজ দাবি করা হচ্ছে প্রাচীন ফেয়ারোদের জন্যে সোনা উৎপাদন করতে।' 'বোনাপার্ট পরিবারের ঋণশোধের জন্যে,' ফরাসী জাতি আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে। ইংরেজটি যতদিন সুস্থমস্তিষ্কে ছিল ততদিন সে সোনা উৎপাদনের বদ্ধমূল ধারণাটা ছাড়তে পারে নি। ফরাসী জাতি যতদিন বিপ্লব করেছে, ততদিন নেপোলিয়নের স্মৃতি ভুলতে পারে নি, তার প্রমাণ ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচন (১০)। বিপ্লবের বিপদ-আপদ থেকে মিশরের মাংসের হাঁড়িতে (১১) প্রত্যাবর্তনের জন্যে তারা লোলুপ হয়ে উঠেছিল, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর আনল তার প্রত্যুত্তর। আদি নেপোলিয়নের ব্যঙ্গচিত্রমাত্র নয়, আদি নেপোলিয়নকেই যেন তারা ফিরে পেল, যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগে যার চেহারাটা ব্যঙ্গচিত্রের মতোই দেখাতে বাধ্য।

উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতীত থেকে নয়, আসতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ থেকেই। অতীত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে সেটার নিজের কাজ আরম্ভ করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবগুলির পক্ষে বিশ্বের অতীত ইতিহাস স্মরণ করার প্রয়োজন ছিল নিজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্যে; নিজের সারবস্তুতে পৌঁছনোর জন্যে উনিশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধিস্থই রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে উক্তিটা সারবস্তুকে ছাপিয়ে উঠত; এক্ষেত্রে সারবস্তু উক্তিটাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১২) ছিল অতর্কিত আক্রমণ, পুরাতন সমাজকে **আচম্বিতে দখল**, এবং লোকে এই অপ্রত্যাশিত **আঘাতটাকে** পৃথিবীজোড়া গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি, নতুন-যুগপ্রবর্তক ঘটনা বলে ঘোষণা করল। ২ ডিসেম্বর তারিখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যেন জাদুবলে মিলিয়ে গেল এক তাসের জুয়াড়ির ভেলকি চালে; যা উচ্ছেদ হল বলে মনে হল সেটা আর রাজতন্ত্র নয়, সেটা হল শতাব্দীর পর শতাব্দীর সংগ্রামে রাজতন্ত্রের হাত থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া উদারনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো। **সমাজ** কর্তৃক নতুন সারবস্তু লাভের বদলে **রাষ্ট্র** যেন ফিরে গেল তার আদিমতম রূপে, অর্থাৎ তরবারি ও যাজকের নির্লজ্জ

রকমের অবিমিশ্র আধিপত্যে। এইভাবে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির অভাবিত আঘাতের (coup de main) উত্তর দিল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের হঠকারিতা (coup de tête)। সহজে এল, সহজেই গেল। মাঝের সময়টুকু কিন্তু বৃথায় যায় নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মৃদু বায়ু হিল্লোলের চেয়ে বেশি কিছু হতে হলে নিয়মিত, বলা যেতে পারে পাঠ্যপুস্তকের মতো বিকাশধারার যেসব পাঠ আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আগেই যেতে হত, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে ফরাসী সমাজ সেগুলির অভাব পূরণ করেছে একটি সংক্ষেপিত, কারণ বৈপ্লবিক প্রণালীতে। সমাজ এখন যেন যাত্রারম্ভস্থল থেকে পিছিয়ে পড়েছে; আসলে সেটাকে এখন প্রথমে তৈরী করে নিতে হবে বিপ্লবের যাত্রারম্ভস্থলটা, অর্থাৎ একমাত্র যে পরিস্থিতি, সম্পর্ক ও পরিবেশে আধুনিক বিপ্লব গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

যেমনটা ছিল আঠারো শতকে তেমনি বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি প্রচন্ড বেগে ধেয়ে চলে সাফল্য থেকে সাফল্যের দিকে, সেগুলির নাটকীয় চমক একটা অন্যটাকে পিছনে ফেলে যায়; ব্যক্তি ও বিষয় যেন তখন উজ্জ্বল রত্নে খচিত হয়ে ওঠে; প্রতিটি দিনেই তখন পরম উল্লাসের মেজাজ; কিন্তু সে-বিপ্লব স্বল্পায়ু, অচিরেই শীর্ষবিন্দুতে উঠে যায় এবং তারপরে ঝঞ্ঝা পর্বের ফলাফল ঠান্ডা মাথায় আত্তীকরণ শেখার আগেই সমাজ যেন অতি পান-ভোজন জনিত অসুস্থতার সুদীর্ঘ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যেমনটা ছিল উনিশ শতকে তেমনি সব প্রলেতারীয় বিপ্লব অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে; আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়; আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্যে ফিরে আসে; নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মমভাবে সম্যক; শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন শুধু যাতে পরক্ষণেই সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চয় ক'রে আরও প্রকান্ড রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে; নিজেদেরই লক্ষ্যের অনির্দিষ্ট বিশালত্ব দেখে বারবার পিছিয়ে যায়, যতক্ষণ না এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে যে কোন ফিরে-যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতিটাই চিৎকার করে ডাক দেয়:

Hic Rhodus, hic salta!

এই তো গোলাপফুল, এখানে নৃত্য করো! (১৩)

উপরন্তু, ফ্রান্সের ঘটনাক্রম প্রতিপদে অনুধাবন না করে থাকলেও, বিপ্লবের ভাগ্যে অভাবনীয় এক বিপর্যয়ের অশুভ পূর্বাভাস মোটামুটি দক্ষ পর্যবেক্ষক মাত্রেরই উপলব্ধি করার কথা। ১৮৫২ সালের মে মাসে দ্বিতীয় রবিবারের (১৪) সুফল প্রত্যাশায় গণতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা যেভাবে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তাঁদের আত্মসন্তুষ্ট সেই জয়হুঙ্কার কানে শোনাই যথেষ্ট ছিল। তাঁদের মনে ১৮৫২ সালের মে মাসের ঐ দ্বিতীয় রবিবারটি একটি বদ্ধমূল ধারণা, একটি অন্ধ বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চিলিয়াস্টদের (১৫) কল্পিত সেই তারিখটির মতো যেদিন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের (millennium) প্রতিষ্ঠা হবে। বরাবরের মতো, দুর্বলতা আশ্রয় নিয়েছিল অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশ্বাসে; শুধু কল্পনায় শত্রুকে উড়িয়ে দিয়ে ধরে নেওয়া হল শত্রু বিজিত হয়েছে; এবং ভবিষ্যৎ জীবনে চিত্তের গহনে (in petto) যেসব কীর্তি বিরাজ করছে, যদিও এখনই তা কার্যকরী করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এই মাত্র, সেই সবের নিষ্ক্রিয় প্রশস্তি করতে বসে বর্তমানকে বোঝার শক্তি হারিয়ে গেল। যে বীরের দল নিজেদের প্রমাণিত অক্ষমতা অস্বীকারের চেষ্টায় পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে একত্রে ভিড় জমান, তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, জয়মাল্যগুলি আগেভাগে সংগ্রহ করে ঠিক সেই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন ফটকাবাজারে in partibus (১৬) প্রজাতন্ত্ররাজ্যগুলি নিয়ে অগ্রিম হিসাবনিকাশ করতে; সুবিবেচকের মতো তাঁদের বিনয়ী স্বভাবের উপযুক্ত প্রশান্তির সঙ্গেই আগে থাকতে তাঁরা সেখানকার সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলেন। নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো তাঁদের আঘাত করল ২ ডিসেম্বর, এবং যেসব জাতি কাপুরুষোচিত হতাশার দিনে সর্বাধিক সরব ব্যক্তিদের চীৎকারে অন্তরের ভয়-ভাবনা ডুবিয়ে দিয়ে খুশি থাকে, তারা সম্ভবত উপলব্ধি করল যে হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি দিয়ে ক্যাপিটোল (১৭) রক্ষার দিন আর নেই।

সংবিধান, জাতীয় সভা, রাজবংশ-সমর্থক তরফগুলি, নীল ও লাল রং-এর প্রজাতন্ত্রীরা, আফ্রিকার বীরেরা (১৮), বক্তৃতামঞ্চের বজ্রনির্ঘোষ, দৈনিক পত্রিকার বিজলীঝলক, সমগ্র সাহিত্য, রাজনৈতিক নামডাক ও বুদ্ধিজীবী খ্যাতি, দেওয়ানী আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি, মুক্তি, সাম্য,

সৌভ্রাত্র এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার — কুহকের মতো সব মিলিয়ে গেল এমন এক ব্যক্তির মায়ামন্ত্রে যাকে তার শত্রুপক্ষ পর্যন্ত যাদুকর বলবে না। সর্বজনীন ভোটাধিকার যেন ক্ষণকাল মাত্র টিকে থাকল যাতে নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সর্বসমক্ষে স্বহস্তে রচনা ক'রে জনগণেরই নামে ঘোষণা করে যেতে পারে: যাকিছু বিদ্যমান বিনাশ তার প্রাপ্য।*

ফরাসীদের মতো এইটুকু বললেই হবে না যে, তাদের জাতি আচম্বিতে ফেঁসে গিয়েছিল। যে অসতর্ক মুহূর্তটিতে যে কোন দুর্বৃত্ত এসে শ্লীলতাহানি করে যেতে পারে, তার জন্যে কোন জাতি বা কোন নারী মার্জনা পায় না। এই ধরনের কথার মারপ্যাঁচে ধাঁধার সমাধান মেলে না, সেটাকে অন্যভাবে উপস্থিত করা হয় মাত্র। তিন কোটি ষাট লক্ষ লোকের জাতিকে তিনজন জুয়াচোর কেমন করে অতর্কিতে কাবু ক'রে প্রতিরোধবিহীন অবস্থায় বন্দী করে ফেলতে পারে তার ব্যাখ্যা এখনও বাকি রয়েছে।

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে, সাধারণ রূপরেখায় তার চুম্বক করা যাক:

তিনটি প্রধান পর্ব সম্বন্ধে কোনো ভুলের অবকাশ নেই: **ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়**; ১৮৪৮-এর ৪ মে থেকে ১৮৪৯-এর ২৮ মে — **প্রজাতন্ত্র গঠনের** বা **জাতীয় সংবিধান-সভার কালপর্যায়**; ১৮৪৯-এর ২৮ মে থেকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর — **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** বা **জাতীয় বিধান-সভার কালপর্যায়**।

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ বা লুই ফিলিপের পতনের দিন থেকে ৪ মে তারিখে সংবিধান-সভার অধিবেশন পর্যন্ত এই **প্রথম কালপর্যায়**, প্রকৃত **ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়কে** বলা চলে বিপ্লবের **প্রস্তাবনা**। এই কালপর্যায়ে উপস্থিতমতো গড়া সরকার নিজেকে **অস্থায়ী** বলে ঘোষণা করল, তাতে সরকারীভাবে ব্যক্ত হল এই কালপর্যায়ের চরিত্র, আর এটার প্রস্তাবিত, চেষ্টিত ও ব্যাখ্যাত সবকিছু সেই সরকারের মতোই **অস্থায়ী** বলে জাহির হল।

---

* গেটের 'ফাউস্ট' এ মেফিস্টোফিলিসের উক্তি। — **সম্পাঃ**

কিছুই এবং কেউই অস্তিত্বের এবং সত্যকার কর্মের অধিকার দাবি করার সাহস করল না। বিপ্লবের প্রস্তুতি অথবা সংঘটন করেছিল যেসব উপাদান, যথা রাজবংশবিরোধী তরফ (১৯), প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী, গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকেরা, সকলেই ফেব্রুয়ারি **সরকারে** স্থান পায় অস্থায়িভাবে।

অন্য কিছু তখন সম্ভব ছিল না। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে গোড়ায় নির্বাচন প্রথার এমন সংস্কার-সাধন মনস্থ করা হয়েছিল যার ফলে অস্তিমান শ্রেণীর ভিতরে রাজনৈতিক বিশেষ-সুবিধাভোগীদের মহলটা সম্প্রসারিত হবে এবং ফিনান্স অভিজাতবর্গের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা উচ্ছেদ হবে। কিন্তু বাস্তব সংঘাতের সময় যখন এল, যখন জনসাধারণ ব্যারিকেড খাড়া করল, জাতীয় রক্ষিদল নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করল, সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের কোনো গুরুতর চেষ্টা করল না এবং রাজতন্ত্র পলায়ন করল, তখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হল। প্রতিটি তরফ এর ব্যাখ্যা করল নিজের মতো করে। অস্ত্রহাতে প্রজাতন্ত্র অর্জন করে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তার উপরে নিজেদের ছাপ মেরে সেটাকে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলে** ঘোষণা করল। আধুনিক বিপ্লবের সাধারণ মর্মবস্তুটা এইভাবে নির্দেশিত হল, কিন্তু লভ্য উপকরণ, জনগণের শিক্ষার মান এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সম্পর্ক যা ছিল তাতে তখন অবিলম্বে বাস্তবে যা হাসিল করা যেত তার সবকিছুর সঙ্গে ঐ মর্মবস্তুটার একান্ত বিশিষ্ট বৈপরীত্য। পক্ষান্তরে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে সহযোগীদের অবশিষ্ট অংশ সরকারী ক্ষমতার বৃহত্তম ভাগ পেল, তাতে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হল। সাড়ম্বর বাক্যজালের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা আর আনাড়ীপনা, নতুনত্বের জন্যে সোৎসাহ প্রচেষ্টার সঙ্গে পুরাতন বাঁধিগতের দৃঢ়মূল আধিপত্য, সমগ্র সমাজের আপাত সামঞ্জস্য এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ির এত বেশি তালগোল পাকান মিশ্রণ তাই আর কোন কালপর্যায়ে চোখে পড়ে না। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যখন উন্মোচিত ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের স্বপ্নে তখনও মত্ত এবং সাধ মিটিয়ে সামাজিক সমস্যাবলি নিয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনায় নিমগ্ন, ততক্ষণে সমাজের পুরাতন শক্তিগুলি দলবদ্ধ, সমবেত হয়ে গেছে, ভেবে দেখেছে এবং অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়েছে জাতির যারা অধিকাংশ সেই কৃষক আর

পেটি বুর্জোয়াদের, যারা জুলাই রাজতন্ত্রের (২০) প্রতিবন্ধকগুলো ধূলিসাৎ হবার পরে হঠাৎ রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে ঝড়ের মতন প্রবেশ করেছিল।

১৮৪৮-এর ৪ মে তারিখ থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের শেষ পর্যন্ত **দ্বিতীয় কালপর্যায়** হল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠনের, প্রতিষ্ঠার কালপর্যায়।** ফেব্রুয়ারির দিনগুলির ঠিক পরেই প্রজাতন্ত্রীরা রাজবংশবিরোধী তরফকে এবং সমাজতন্ত্রীরা প্রজাতন্ত্রীদের আচমকা কাবু করে ফেলল শুধু তাই নয়, সারা ফ্রান্সকে আচমকা কাবু করে ফেলল প্যারিস নগরী। ১৮৪৮-এর ৪ মে তারিখে জাতীয় সভার অধিবেশন বসে, এই সভা জাতীয় নির্বাচনে গঠিত হয়ে জাতির প্রতিনিধি হিসেবে দেখা দিল। ফেব্রুয়ারির দিনগুলোর দুরহঙ্কারের জীবন্ত প্রতিবাদরূপী এই সভা বুর্জোয়া পরিসরে সঙ্কুচিত করে আনতে চেয়েছিল বিপ্লবের ফলাফলকে। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অবিলম্বে এই জাতীয় সভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে সেটার উদ্বোধনের অল্প কয়েক দিন পরেই ১৫ মে তারিখে (২১) বৃথাই চেষ্টা করল বলপ্রয়োগে সেটার অস্তিত্ব নাকচ করতে, সেটাকে লোপ করতে, সেটার যে সংগঠিত রূপের মাধ্যমে জাতির সক্রিয় মানস দিয়ে প্রলেতারিয়েত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তাকে ফের তার অঙ্গ-উপাদানগুলিতে খন্ডখন্ড করে ফেলতে। সকলেই জানে, ১৫ মে-র একমাত্র পরিণাম হল ব্লাঙ্কি ও তাঁর সঙ্গীদের অর্থাৎ প্রলেতারিয়ান তরফের সত্যকার নেতাদের আলোচ্য পর্বের সমগ্র সময়ের জন্যে জন-রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারণ।

লুই ফিলিপের **বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের** পরে আসতে পারে শুধু **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**, অর্থাৎ কিনা, যেখানে রাজার তরফে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি সংকীর্ণ অংশ শাসন করছিল সেখানে এখন জনগণের তরফে শাসন চালাবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের দাবিগুলি অবাস্তব প্রলাপ, সেগুলোর অবসান ঘটাতে হবে। জাতীয় সংবিধান-সভার এই ঘোষণায় প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের প্রত্যুত্তর হল **জুন অভ্যুত্থান** — এই অভ্যুত্থান ইউরোপে গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে বৃহত্তম ঘটনা। জয় হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। সেটার পক্ষে ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ, শিল্প বুর্জোয়ারা, মধ্যশ্রেণী, পেটি বুর্জোয়ারা, ফৌজ, সচল রক্ষিদল হিসেবে সংগঠিত

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত*, বুদ্ধিজীবীরা, যাজকমণ্ডলী এবং গ্রামীণ জনসমষ্টি। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ রইল না। জয়লাভের পরে তিন হাজারের বেশি বিদ্রোহীকে জবাই করা হয়, আর পনের হাজার নির্বাসিত হয় বিনা বিচারে। এই পরাজয়ের পরে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চের একেবারে **পশ্চাদ্‌ভূমিতে** গিয়ে পড়ল। এরপরে যখনই আন্দোলন নতুন করে শুরু হল বলে প্রতীয়মান হয়েছে তখনই তারা আবার অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তাদের শক্তিপ্রয়োগ, আর সর্বদাই ফলাফল হয়েছে আরও সামান্য। যখনই তাদের ঊর্ধ্বতন কোন সামাজিক স্তরে বৈপ্লবিক চঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তখনই শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে; এবং সেইজন্যে তাদের ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন তরফের পরাজয়ের অংশীদার হতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের এইসব আঘাত সমাজের যত বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সেই অনুপাতে সেগুলো আরও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সভায় এবং সংবাদপত্রের জগতে প্রলেতারিয়েতের প্রধান নেতারা একে একে আদালতের শিকার হয়েছেন, আর নেতৃত্বে এসেছে ক্রমশ অধিকতর সন্দেহজনক ব্যক্তিরা। অংশিকভাবে প্রলেতারিয়েত নেমে পড়েছে **বিভিন্ন অত্ত্ববাগীশ পরীক্ষায়, বিনিময়-ব্যাঙ্ক এবং শ্রমিক-সংঘে, এইভাবে এমন এক আন্দোলনে যাতে তারা প্রাচীন পৃথিবীরই বিপুল সম্মিলিত সহায়-সংগতির সাহায্যে সেটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবার পথ বর্জন করে, এবং সমাজের অগোচরে একান্তে নিজেদের জীবনযাত্রার গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশের ভিতরে কোনরকমে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে, আর তার অনিবার্য ফল হিসেবেই তাদের ভরাডুবি হয়।** জুন মাসে যাদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের লড়াই হয় সেই **সবকটা শ্রেণী** সেটার পাশাপাশি ধূলিশায়ী হবার আগে পর্যন্ত সেটা যেন নিজের মধ্যে বৈপ্লবিক মহত্ত্ব পুনরাবিষ্কার করতে কিংবা নবস্থাপিত কোন সম্পর্ক থেকে নতুন উদ্দাম লাভে অসমর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কথা অন্তত বলা চলে যে, সেই সুমহান, বিশ্ব-ঐতিহাসিক সংগ্রামের সম্মান নিয়েই তারা পরাজয়বরণ করল; জুন মাসের ভূকম্পনে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ কম্পিত হয়েছিল। অথচ উচ্চতর

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১১০-১১১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

শ্রেণীগুলির পরবর্তী সমস্ত পরাজয় এত সস্তায় পাওয়া গেছে যে, সেগুলোকে আদৌ ঘটনা বলে চালাতে বিজয়ীদের নির্লজ্জ অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয়েছে, আর পর্যুদস্ত পক্ষটি প্রলেতারিয়ান পক্ষ থেকে যতদূরে অবস্থিত ততই বেশি কলঙ্কর হয়েছে ঐ পরাজয়।

জুন মাসের বিদ্রোহীদের পরাজয় অবশ্য বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন এবং সেটা নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল, জমি সমান করে দিল, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে দেখা গেল যে, ইউরোপের বিচার্য বিষয় হল 'প্রজাতন্ত্র না রাজতন্ত্র' এই প্রশ্ন ছাড়া অন্যকিছু। সেটা খুলে দেখিয়ে দিল যে, এখানে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** তাৎপর্য হল অন্যান্য শ্রেণীর উপর একশ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার। সেটা প্রমাণ করল যে, যেসব দেশে আছে প্রাচীন সভ্যতা, যেখানে শ্রেণীগুলির গঠন সুপরিণত, আছে উৎপাদনের আধুনিক পরিবেশ এবং যেখানে মানসিক চেতনায় শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাজের ফলে সমস্ত সনাতনী ধারণা লুপ্ত, এমনসব দেশে প্রজাতন্ত্র বলতে বোঝায় **সাধারণত বুর্জোয়া সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শুধু রাজনৈতিক রূপ,** উদাহরণস্বরূপ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো বুর্জোয়া সমাজের **জীবনযাত্রার রক্ষণশীল রূপ** নয়, -- সেখানে ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী থাকলেও সুনির্দিষ্ট রূপধারণ করে নি, অবিরাম পরিবর্তনের টানে তাদের মূল উপাদানগুলির মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং পারস্পরিক বিনিময় চলছে, উৎপাদনের আধুনিক উপকরণগুলি বদ্ধতাগ্রস্ত উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির সঙ্গে মানানসই না হয়ে বরং মগজ আর কর্মীর আপেক্ষিক ঘাটতিটাকে পূরণ করছে, এবং যেখানে, শেষত, বৈষয়িক উৎপাদনের উদ্দাম যৌবনচঞ্চল গতি একটা নতুন দুনিয়াকে নিজস্ব করে নিতে চাইছে, সেটা সেকেলে প্রেত জগৎ লোপের সময়ও রাখে নি, সুযোগও রাখে নি।

জুনের দিনগুলিতে সমস্ত শ্রেণী আর তরফ **শৃঙ্খলার তরফে** সম্মিলিত হয়েছিল **নৈরাজ্যের তরফ**, সমাজতন্ত্রের, কমিউনিজমের তরফ হিসেবে প্রলেতারিয়ান শ্রেণীর বিরুদ্ধে। **'সমাজের শত্রুদের'** কবল থেকে তারা সমাজের 'পরিত্রাণ' ঘটাল। **'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা'** -- পুরনো সমাজের এই মূলমন্ত্রটাকে তাদের সৈন্যবাহিনীর সংকেতশব্দে পরিণত ক'রে তারা প্রতিবিপ্লবী ধর্মযোদ্ধাদের কাছে ঘোষণা করল, 'এই প্রতীক দ্বারা তোমরা

জয়ী হইবে' (২২)। জুন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই প্রতীকের আওতায় সমবেত বহু তরফের কোনটা সেই মুহূর্ত থেকে যখনই নিজের শ্রেণী-স্বার্থে বিপ্লবের রণাঙ্গন দখলে রাখতে চেয়েছে তখনই এই 'সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা' জিগিরে সেটার পতন ঘটেছে। শাসক গোষ্ঠীর পরিধি যতবার সংকুচিত হয়েছে, যখনই কোন ব্যাপকতর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ একচেটে স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে, ঠিক ততবারই সমাজের পরিত্রাণ ঘটেছে। সরলতম বুর্জোয়া আর্থিক সংস্কার, অতি মামুলী উদারনীতি, অতি আনুষ্ঠানিক প্রজাতান্ত্রিকতা, অতি ভাসাভাসা গণতন্ত্রের প্রতিটি দাবিই একসঙ্গে 'সমাজের উপর হামলা' হিসেবে ধিক্কৃত এবং 'সমাজতন্ত্র' বলে কলঙ্কচিহ্নিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'শৃঙ্খলা আর ধর্মের' পান্ডা পুরোহিতেরাই পদাঘাতে তাদের পিথীয় তেপায়া (Pythian tripods) (২৩) থেকে বিতাড়িত হয়, রাত্রির অন্ধকারে শয্যা থেকে টেনে তুলে কয়েদী গাড়িতে উঠিয়ে তাদের ভূগর্ভস্থ জেলখানায় পোরা হয় অথবা পাঠান হয় নির্বাসনে; তাদের দেবদেউল ধূলিসাৎ করে, তাদের মুখ বেঁধে, কলম ভেঙ্গে, তাদের আইনকানুন ছিঁড়ে ফেলা হয় ধর্মের নামে, সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, শৃঙ্খলার নামে। শৃঙ্খলার গোঁড়া সমর্থক বুর্জোয়াদের তাদেরই ঝুলবারান্দার উপরে গুলি করে হত্যা করে মাতাল সৈন্যের জনতা, তাদেরই পবিত্র গৃহাশ্রম কলুষিত করা হয়, আমোদ করার জন্যে তাদের গৃহের উপর চলে গোলাবর্ষণ — সম্পত্তির নামে, পরিবারের নামে, ধর্মের নামে, শৃঙ্খলার নামে। অবশেষে বুর্জোয়া সমাজের ঘৃণ্যতম জীবদের নিয়ে গঠিত হয় **শৃঙ্খলার পবিত্র বাহিনী** এবং **'সমাজের ত্রাণকর্তা'** রূপে টুইলেরিসে অধিষ্ঠিত হয় বীর ক্রাপুলিনস্কি*।

২

ঘটনাধারার সূত্র ধরে আবার চলা যাক।

জুন মাসের দিনগুলি থেকে পরবর্তী কালে জাতীয় সংবিধান-সভার ইতিহাস হল **বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রবাদী উপদলের প্রাধান্য এবং ভাঙনের**

---

* লুই বোনাপার্ট। — সম্পাঃ

ইতিহাস — সেই উপদল যারা ত্রিবর্ণ প্রজাতন্ত্রী, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী, রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রী, আনুষ্ঠানিক প্রজাতন্ত্রী, ইত্যাদি নামে পরিচিত।

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আমলে এরা ছিল **সরকারীভাবে** স্বীকৃত প্রজাতন্ত্রবাদী **বিরোধী দল**, কাজেই সমসাময়িক রাজনৈতিক জগতের একটি স্বীকৃত অঙ্গবিশেষ। এদের প্রতিনিধিরা ছিল বিধান-সভার কক্ষদ্বয়ে; সংবাদপত্রের জগতে এদের বেশকিছুটা প্রভাবাধীন ক্ষেত্র ছিল। প্যারিসে প্রকাশিত এদের মুখপত্র *National* পত্রিকা সেটার নিজস্ব ধাঁচে *Journal des Débats*-এরই (২৪) মতো সম্মানিত বলে গণ্য হত। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের যুগে এদের এই প্রতিষ্ঠার উপযোগীই ছিল এদের চরিত্র। এরা বুর্জোয়াদের এমন উপদল নয় যাদের কোন বৃহৎ সাধারণ স্বার্থ ঐক্যবদ্ধ করে এবং উৎপাদনের বিশিষ্ট অবস্থায় যারা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এরা ছিল প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বুর্জোয়া, লেখক, আইনজীবী, সামরিক অফিসার আর রাজকর্মচারীদের নিয়ে গড়া এমন একটি চক্র, যাদের প্রতিপত্তির কারণ হল লুই ফিলিপের প্রতি দেশের ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রথম প্রজাতন্ত্রের (২৫) স্মৃতি, প্রজাতন্ত্রের আদর্শে কিছু উৎসাহী লোকের বিশ্বাস, কিন্তু সর্বোপরি **ফরাসী জাতীয়তাবাদ** — ভিয়েনা সন্ধিচুক্তি (২৬) এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রতি এই জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষে এরা অবিরাম ইন্ধন যোগাত। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে যারা *National* পত্রিকার অনুগামী ছিল তাদের একটা বৃহদংশ এসেছিল এই প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের জন্যে, সেইজন্যেই পরে প্রজাতন্ত্রের আমলে এই সাম্রাজ্যবাদই লুই বোনাপার্টরূপী মরাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাদের সম্মুখে হাজির করতে পারে। বাদবাকি বুর্জোয়া প্রতিপক্ষের মতো এরাও ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ফ্রান্সে ফিনান্স অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বাজেটের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ, এই তর্কযুদ্ধ থেকে এত সুলভ জনপ্রিয়তা এবং গোঁড়া নীতিবাগীশী সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এত প্রচুর মালমশলা পাওয়া যেত যে, তার ব্যবহার না করা অসম্ভব। শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা ফরাসী সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি দাসোচিত সমর্থনের জন্যে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল, যদিও ব্যবস্থাটাকে তারা গ্রহণ করেছিল জাতীয় অর্থনীতির যুক্তির চেয়ে জাতীয়তাবাদের যুক্তি অনুসারেই বেশি পরিমাণে; আর গোটা

বুর্জোয়া শ্রেণী এদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গিরণের জন্যে। এছাড়া অন্য সব দিক থেকে *National*- এর তরফ ছিল **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রবাদী**, অর্থাৎ এরা চেয়েছিল বুর্জোয়া শাসনের রাজতান্ত্রিক রূপের বদলে প্রজাতান্ত্রিক রূপ এবং, সর্বোপরি, নিজেদের জন্যে, এই শাসন-ক্ষমতার বৃহত্তম বখরা। এই রাজনৈতিক রূপান্তরের পরিবেশ সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা অবশ্য এদের ছিল না। পক্ষান্তরে, এদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল এবং লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষের দিকে সংস্কারের ভোজসভাগুলিতে যা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হত সেটা হল এই যে, এরা ছিল গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের এবং বিশেষত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরাগভাজন। বাস্তবিকপক্ষে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের যা রীতি সেইভাবেই এই বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা প্রথমটায় অর্লিয়ান্সের ডাচেসকে রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে তুষ্ট থাকার উপক্রম করেছিল, এমন সময়ে ফেটে পড়ল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং এদের সর্বাধিক পরিচিত প্রতিনিধিদের স্থান নির্দিষ্ট করল অস্থায়ী সরকারে। শুরু থেকে স্বভাবতই এরা বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্থাভাজন ছিল, আর জাতীয় সংবিধান-সভায় এদের ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জাতীয় সভার উদ্বোধনের সময়ে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিশন থেকে অস্থায়ী সরকারের **সমাজতন্ত্রী** সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেওয়া হয়, তারপর জুন অভ্যুত্থান লেগে যাবার সুযোগ নিয়ে *National*- এর তরফ **কার্যনির্বাহক কমিশনকেও** বরখাস্ত করে এবং তদুপরি তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী **পেটি-বুর্জোয়া** বা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের** (লেদ্রু-রলাঁ প্রভৃতি) হাত থেকে অব্যাহতি পায়। জুনের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নায়ক, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক তরফের জেনারেল কাভেনিয়াক একনায়কতান্ত্রিক গোছের ক্ষমতা নিয়ে কার্যনির্বাহক কমিশনের স্থান গ্রহণ করেন। *National*- এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক মারাস্ত জাতীয় সংবিধান-সভার স্থায়ী সভাপতি হয়ে বসেন এবং মন্ত্রিত্বগুলো এবং অন্যান্য সব উচ্চপদও পড়ে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের ভাগে।

প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া উপদলটি বহুকাল যাবৎ নিজেদের জুলাই রাজতন্ত্রের আসল উত্তরাধিকারী বলে মনে করে আসছিল, তারা এইভাবে দেখল তাদের অতি বড় আশাও ছাপিয়ে পেল। তারা কিন্তু লুই ফিলিপের

আমলে যেমনটা স্বপ্ন দেখত সেইভাবে রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের উদারপন্থী বিদ্রোহের মারফত ক্ষমতা পেল না, পেল পুঁজির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থান মারফত, যে-অভ্যুত্থানকে দমন করা হয় গ্রেপ-শট্ চালিয়ে। তারা যেটাকে **সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক** ঘটনা হিসেবে নিজেদের কাছে চিত্রিত করত, সেটা বাস্তবে হয়ে দাঁড়াল **সর্বাপেক্ষা প্রতিবৈপ্লবিক** ঘটনা। ফলটি তাদের কোলে এসে পড়ল বটে, কিন্তু সেটা পড়ল জ্ঞানবৃক্ষ থেকে, জীবন-তরু থেকে নয়।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একচ্ছত্র শাসন টিকেছিল শুধু ১৮৪৮ সালের ২৪ জুন থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই শাসনের সংক্ষিপ্তসার হল **প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া-রচনা** এবং **প্যারিসে অবরোধের অবস্থা চাপান**।

ঐ নতুন **সংবিধান** মূলত ছিল ১৮৩০ সালের নিয়মতান্ত্রিক সনদের (২৭) প্রজাতান্ত্রিক সংস্করণ মাত্র। জুলাই রাজতন্ত্রের অধীনে ভোটাধিকারের যে বিশেষ সীমাবদ্ধতা বুর্জোয়া শ্রেণীরও একটি বৃহৎ অংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছিল, সেটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সেটার পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করেছিল। সে ঘটনাটাকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা বাতিল করে দিতে পারল না। নির্বাচনী এলাকায় ছয় মাস বসবাসের একটি সীমাবদ্ধতা শর্ত যোগ করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রশাসন-ব্যবস্থা, পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিচার-ব্যবস্থা, ফৌজ, প্রভৃতির পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন অক্ষুণ্ণই রইল; অথবা যেখানে সংবিধান সেগুলোকে বদলাল সেখানে পরিবর্তনটুকু হল সূচিপত্রে, পাঠ্যাংশে নয় -- নামে পরিবর্তন, বিষয়বস্তুতে নয়।

১৮৪৮ সালের স্বাধীনতাগুলির মধ্যে যেগুলি অপরিহার্য রূপেই মুখ্যস্থানীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা, সংগঠন আর সমাবেশের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং ধর্মমতের স্বাধীনতা, প্রভৃতি, সেগুলি এখন যেন একটি সাংবিধানিক উর্দি পেয়ে অভেদ্য হল। কারণ এই সমস্ত স্বাধীনতার প্রত্যেকটিকেই ফরাসী নাগরিকের **শর্তহীন নিরঙ্কুশ** অধিকার বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সর্বত্রই এই পার্শ্বটীকা রইল যে, এই অধিকার সেই পরিমাণে অবাধ যে-পরিমাণে তা **'অন্যান্যের সমান অধিকার**

এবং **জন-নিরাপত্তা'** দিয়ে কিংবা ঠিক এইসব পৃথক পৃথক স্বাধীনতার পরস্পরের মধ্যে এবং জন-নিরাপত্তার সঙ্গে ঠিক এই সঙ্গতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রণীত 'আইনগুলি' দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। যথা: 'সংগঠনের, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশের, দরখাস্ত প্রেরণের এবং সংবাদপত্রে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকদের আছে। **অন্যান্যের সমান অধিকার এবং জন-নিরাপত্তা ব্যতীত কোন চৌহদ্দি নাই এই সকল অধিকার প্রয়োগে।'** (ফরাসী সংবিধানের ২য় পরিচ্ছেদের ৮ম ধারা।) — 'শিক্ষা অবাধ। আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার স্বাধীনতা **প্রয়োগ করা** যাইবে।' (ঐ, ৯ম ধারা।) — 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে **ছাড়া** প্রত্যেকটি নাগরিকের গৃহ অলঙ্ঘনীয়।' (২য় পরিচ্ছেদের ৩য় ধারা।) ইত্যাদি, ইত্যাদি। — অতএব সংবিধান অবিরাম ভবিষ্য **বুনিয়াদী** আইনসমূহের উল্লেখ করছে, যা এই পার্শ্বটীকাগুলিকে বলবৎ করবে এবং এইসব অবাধ অধিকারের প্রয়োগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে পরস্পরের মধ্যে কিংবা জন-নিরাপত্তার সঙ্গে সেগুলির সংঘাত না ঘটে। পরবর্তীকালে শৃঙ্খলার বান্ধবেরা এইসব বুনিয়াদী আইন প্রণয়ন করে এবং ঐসব স্বাধীনতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে সেগুলি প্রয়োগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে অন্যান্য শ্রেণীর সমান অধিকার দিয়ে ব্যাহত হতে না হয়। যেসব ক্ষেত্রে এইসব স্বাধীনতা 'অন্যান্যের' বেলায় একেবারেই নিষিদ্ধ, কিংবা পুলিসের ফাঁদের মতোই কয়েকটি শর্তাধীনে সেগুলির প্রয়োগ অনুমত, তেমন সবকটি ক্ষেত্রেই সেটা, সংবিধানে যা নির্দিষ্ট, একমাত্র **'জন-নিরাপত্তা,'** অর্থাৎ বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত তাই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই সংবিধানের নিকট আবেদন করে উভয় পক্ষই: এই সমস্ত স্বাধীনতা যারা বাতিল করল সেই শৃঙ্খলার বান্ধবেরা, তেমনি গণতন্ত্রীরাও, যারা এর প্রত্যেকটি অধিকারই দাবি করেছিল। কারণ সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে রয়েছে সেটার বিপরীত বক্তব্য, রয়েছে সেটার ঊর্ধ্বতন আর নিম্নতন কক্ষ, অর্থাৎ সাধারণ কথায় স্বাধীনতা, আর পার্শ্বটীকায় স্বাধীনতার উচ্ছেদ। সুতরাং যতকাল স্বাধীনতার **নামটা** শ্রদ্ধেয়, শুধু তার বাস্তব রূপায়ণটা ব্যাহত রইল — অবশ্য বৈধ উপায়ে — ততকাল স্বাধীনতার অস্তিত্বের উপর **বাস্তব জীবনে** যত মারাত্মক আঘাতই পড়ুক, স্বাধীনতার সংবিধানগত অস্তিত্বটা রইল অক্ষুণ্ণ ও অলঙ্ঘিত।

এই সংবিধানটিকে এত সুদক্ষ উপায়ে অলঙ্ঘ্য করে তোলা সত্ত্বেও একিলিসের মতো এরও একটি দুর্বলতা থেকে যায় — গোড়ালিতে নয়, মাথায়, বরং বলা ভাল, যাতে সেটা গুটিয়ে এসেছিল সেই দুটো মাথায় — একদিকে **বিধান-সভা** এবং অন্যদিকে **রাষ্ট্রপতি**। সংবিধানের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেই দেখা যাবে, যেসব অনুচ্ছেদে বিধান-সভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল সেইগুলিই শর্তহীন, স্পষ্ট-নির্দিষ্ট, আত্মবিরোধবর্জিত এবং বিকৃতির অসাধ্য। কারণ এখানে ছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের নিজেদের নিরাপদ করার ব্যাপার। সংবিধানের ৪৫-৭০ ধারায় শব্দপ্রয়োগ এমন যাতে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে সংবিধানসম্মত উপায়ে, অথচ রাষ্ট্রপতি জাতীয় সভাকে অপসারণ করতে পারে কেবল সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়েই, সংবিধানটাকেই একপাশে ঠেলে রেখেই শুধু। অতএব সংবিধান এখানে সেটার বলপূর্বক বিনাশের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ১৮৩০ সালের সনদের মতো ক্ষমতা-বিভাগের অনুমোদন মাত্র নয়, সেটাকে বাড়িয়ে অসহনীয় বৈপরীত্যে পরিণত করা হয়েছে এতে। বিধানিক আর নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে পার্লামেন্টারী কোন্দলকে গিজো বলেছিলেন **সাংবিধানিক ক্ষমতার জুয়া খেলা**, সেটা ১৮৪৮-এর সংবিধানে অনবরত খেলা হয় va-banque *। একদিকে রইল সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত পুনঃনির্বাচনযোগ্য সাত-শ' পঞ্চাশ জন জন-প্রতিনিধি; তাদের নিয়ে হল একটি নিয়ন্ত্রণাতীত অলঙ্ঘ্য অবিভাজ্য জাতীয় সভা, যে-সভার রইল বিধানিক সর্বশক্তিমত্তা, যেটা যুদ্ধ, শান্তি এবং বাণিজ্যিক সন্ধিচুক্তির শেষ কথা বলার অধিকারী, রাজক্ষমার একমাত্র অধিকারী এবং অধিবেশনের স্থায়িত্বগুণে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ বরাবর যেটার দখলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি, তিনি রাজক্ষমতার সমস্ত বিশেষক উপাদানের অধিকারী; জাতীয় সভার মুখাপেক্ষী না হয়েই তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং অপসারণ করতে পারেন; নির্বাহী ক্ষমতার সমস্ত উপায়াদি তাঁর হস্তগত; তিনি সমস্ত পদে নিয়োগের অধিকারী এবং তার ফলে তিনি ফ্রান্সের অন্তত পনের লক্ষ লোকের জীবিকার

---

* সর্বস্ব পণ করে। — সম্পাঃ

বিলিবন্দেজ করেন, যেহেতু অত লোকই সমস্ত পর্যায়ের পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারী এবং সামরিক অফিসারদের উপর নির্ভরশীল। তাঁর পিছনে রইল সমগ্র সশস্ত্র শক্তি। অপরাধী ব্যক্তিবিশেষকে মার্জনা করা, জাতীয় রক্ষিদলকে বরখাস্ত করা, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সঙ্গে ঐকমত্য অনুসারে নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ, ক্যান্টনের পরিষদ এবং পৌর পরিষদগুলিকে খারিজ করার অধিকারী তিনি। পরদেশের সঙ্গে সমস্ত সন্ধিচুক্তির ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই এখতিয়ারে। জাতীয় সভা অবিরাম অনুষ্ঠান করে রঙ্গভূমিতে এবং প্রত্যহ জন-সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তিনি কিন্তু থাকেন ইলিজে-র নিরালায়, আর তাঁর চোখের সামনে এবং বুকের ভিতরে সংবিধানের ৪৫ ধারা প্রত্যহ তাঁকে শোনায়, 'Frère, il faut mourir!'* তোমার নির্বাচনের পরে চতুর্থ বৎসরে রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে তোমার ক্ষমতার অবসান ঘটবে! তখন তোমার গৌরবের শেষ, একই সুর দ্বিতীয় বার বাজে না, আর যদি ঋণ করে থাক তবে দেখো যেন সংবিধানে তোমার জন্যে মঞ্জুর করা ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে সময়োচিতভাবে সেই ঋণ শোধ কোরো -- অবশ্য যদি না রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় সোমবারে ক্লিশি (২৮) যাত্রা তোমার মনঃপূত হয়! সুতরাং সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বাস্তব ক্ষমতা দিলেও নৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে চেয়েছে জাতীয় সভার জন্য। আইনের অনুচ্ছেদ দিয়ে নৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করা তো অসম্ভব, সেটা বাদ দিলেও, ফ্রান্সের সমস্ত মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সংবিধান আর-একবার আত্মবিলোপ করেছে। জাতীয় সভার সাত-শ' পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে ফরাসীদের সমস্ত ভোট ভাগ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তা উল্টে কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটিমাত্র ব্যক্তির জন্যে। এক-একজন জন-প্রতিনিধি যেখানে শুধু এক-একটা তরফের কিংবা এক-একটা শহরের কিংবা এক-একটা সেতুমুখের, এমনকি, সাত-শ' পঞ্চাশের একজনকে নির্বাচন করতে হবে শুধু এই প্রয়োজনটুকুর প্রতিনিধি, তাতে উদ্দেশ্য কিংবা মানুষটি কাউকে খুঁটিয়ে দেখা হয় না, কিন্তু তিনি হলেন সমগ্র জাতিরই নির্বাচিত

---

* 'ভ্রাতঃ, মরণের জন্যে প্রস্তুত হও!' — ট্রাপিস্ট মতের ক্যাথলিক সন্ন্যাসিদলের সভ্যরা পরস্পর দেখা হলে এই বলে সম্বোধন করত। — সম্পাঃ

ব্যক্তি এবং তাঁর নির্বাচন ব্যাপারটা হল সার্বভৌম জনগণের হাতে প্রতি চার বৎসরে একবার খেলার তুরুপের তাস। জাতির সঙ্গে নির্বাচিত জাতীয় সভার সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, কিন্তু জাতির সঙ্গে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ব্যক্তিগত: বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতীয় সভা অবশ্য জাতির মানসের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির মধ্যে জাতির এই জাতীয় মানস মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় সভার তুলনায় তাঁর অধিকারটা দিব্যস্বত্ব গোছের; তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন জনগণের আশীর্বাদে।

সমুদ্রের দেবী থেটিস একিলিসের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুকুলিত যৌবনেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। একিলিসের মতো দুর্বল স্থল ছিল সংবিধানের, তেমনি একিলিসের মতোই সংবিধানেরও ছিল নিশ্চিত অকাল-মৃত্যুর পূর্ববোধ। সংবিধান-রচয়িতা বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা তাদের আদর্শ প্রজাতন্ত্রের দিব্যশিখর থেকে ইহলোকের দিকে একবারটি তাকালেই উপলব্ধি করতে পারত তাদের বিধানিক মহা শিল্পকর্মসৃষ্টি যতই শেষ হয়ে আসছিল ততই প্রতিদিন রাজতন্ত্রী, বোনাপার্টপন্থী, গণতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের ঔদ্ধত্য, আর তাদের নিজেদের অপযশও কতখানি বেড়ে চলল, সে-বিষয়ে গুপ্তকথা তাদের জানাতে সমুদ্রশয্যা ত্যাগ করে থেটিসকে উঠে আসতে হত না। তারা নিয়তিকে ঠকাতে চেয়েছিল সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ দিয়ে, তাতে একটা ধূর্ত শর্তের সাহায্যে, যাতে **সংবিধান সংশোধনের** যে কোন প্রস্তাবের পক্ষে অন্ততপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের সমর্থন থাকতে হবে, আর এই ভোট পড়া চাই পর পর তিনটি বিতর্কে এবং সেইসব বিতর্কের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে গোটা এক মাস, অধিকন্তু আরও একটি শর্ত ছিল এই যে, জাতীয় সভার অন্তত পাঁচ-শ’ সদস্যের ভোট দেওয়া চাই। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার মতো যা তারা তখনই মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল সেরকম একটা পার্লামেণ্টী সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেও ক্ষমতাটা তারা যাতে খাটাতে পারে, যে-ক্ষমতা তখন পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য এবং সরকারী কর্তৃত্বের সমস্ত উপায়-সংগতি দখলে থাকা সত্ত্বেও তাদের দুর্বল হাত থেকে দিন দিন ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে খসে পড়ছিল, তারই একটা অক্ষম চেষ্টা মাত্র করা হয়েছিল ঐভাবে।

পরিশেষে এই সংবিধান একটা ভাবকল্পনার নাটকীয় অনুচ্ছেদে ‘সমগ্র ফরাসী জাতি এবং প্রত্যেকটি ফরাসীর সতর্কতা এবং দেশপ্রেমের নিকট’

নিজের ভার সঁপে দেয়, যদিও আগেই আর-একটি অনুচ্ছেদে 'সতর্কদের' এবং 'দেশপ্রেমিকদের' তুলে দিয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবিত 'উচ্চ আদালতের' ('haute cour') সস্নেহ ও অতি সযত্ন তদারকে।

এমনই ছিল ১৮৪৮ সালের সংবিধান — যেটা ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর কোন মাথা দিয়ে ভূপাতিত হয় নি, সেটার পতন ঘটেছিল শুধু একটি টুপির ছোঁয়ায়; অবশ্য সেটা ছিল নেপোলিয়ন-মার্কা ত্রিকোণ টুপি।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যতক্ষণ সভায় এই সংবিধান রচনা, সেটা নিয়ে আলোচনা এবং ভোটগ্রহণে ব্যস্ত ছিল, সভাগৃহের বাইরে সেই সময়ে কাভেনিয়াক **প্যারিসে অবরোধের অবস্থা** বজায় রেখেছিলেন। সংবিধান-সভার প্রজাতান্ত্রিক সৃষ্টির প্রসববেদনায় প্যারিসে অবরোধের অবস্থা ধাত্রীর কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে যদি-বা সঙ্গিনের খোঁচায় সংবিধানের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে থাকে, এই কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে, তেমনি সঙ্গিনেরই সাহায্যে, উপরন্তু জনগণের বিরুদ্ধে তা চালিয়েই, সেটাকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করতে হয়েছিল এবং সেটাকে ভূমিষ্ঠ করাতেও হয়েছিল সঙ্গিনেরই সাহায্যে। 'গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রীদের' পূর্বপুরুষরা তাদের প্রতীক তেরঙা পতাকাকে ইউরোপ সফরে পাঠিয়েছিল। এখন এরা নিজেরাও উদ্ভাবন করল এমন এক বস্তু, যা নিজে থেকেই সারা মহাদেশে নিজের পথ করে নিয়েছিল, কিন্তু সর্বদাই নব অনুরাগে আবার ফ্রান্সে ফিরে এসে এতদিনে ফ্রান্সের অর্ধেক জেলাতে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে — সেটা হল **অবরোধের অবস্থা।** অপূর্ব এই উদ্ভাবনটি ফরাসী বিপ্লবের সময়ে উদ্ভূত প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে বারবার প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যারাক আর ময়দানের ছাউনি, যা থেকে থেকে এইভাবে ফরাসী সমাজের কপালে জলপট্টির মতো চাপিয়ে মাথা ঠাণ্ডা এবং চুপ করিয়ে রাখা হত; তরবারি আর বন্দুক, যেগুলোকে থেকে থেকে বিচারক আর শাসক, অভিভাবক আর সেন্সর, পুলিস আর রাত-চৌকির কাজ করতে দেওয়া হত; গোঁফ আর উর্দি, যেটাকে থেকে থেকে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর আচার্য বলে তূর্যনিনাদ করা হত — সেই ব্যারাক আর ছাউনি, সেই তরবারি আর বন্দুক, সেই গোঁফ আর উর্দির মাথায় অবশেষে এই ধারণার উদয় কি অবশ্যম্ভাবী ছিল না যে, নিজেদের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ রাজ বলে ঘোষণা করে, স্বশাসনের হাঙ্গাম থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়ে একেবারে বরাবরের

মতই সমাজকে ত্রাণ করাই তো বরং ভাল? ব্যারাক আর ময়দানের ছাউনি, তরবারি আর বন্দুক, গোঁফ আর উর্দির পক্ষে এই ধারণার উদয় অবশ্যম্ভাবী ছিল আরও এই কারণে যে, সেক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আরও বেশি নগদ পাওনা তারা আশা করতে পারে, অথচ অমুক কিংবা তমুক বুর্জোয়া উপদলের নির্দেশক্রমে মাঝে মাঝে অবরোধের অবস্থা এবং সমাজের স্বল্পকালস্থায়ী পরিত্রাণ থেকে জনকয়েক হতাহত এবং কিছুটা সপ্রশংস বুর্জোয়া মুখভঙ্গি ছাড়া আসল মাল কমই জোটে। সৈন্যবাহিনী অবশেষে একদিন নিজ স্বার্থে এবং নিজের লাভের খাতিরে অবরোধের অবস্থার খেলা খেলতে এবং সেইসঙ্গে বুর্জোয়াদের তহবিলটাকে অবরোধ করতে পারে তো? তদুপরি, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় এই যে, কাভেনিয়াকের অধীনে যিনি ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সামরিক কমিশনের সভাপতি সেই **কর্নেল বার্নার্ড** ঠিক এখনই প্যারিসে সক্রিয় সামরিক কমিশনগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন আবার।

গণ্যমান্য, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা একদিকে যেমন প্যারিসের অবরোধের অবস্থার মধ্যে, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের প্রীটোরীয় (pretorians) বাহিনীর (২৯) লালনক্ষেত্র গড়েছিল, অন্যদিকে তারা প্রশংসাভাজন এই কারণে যে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো জাতীয় ভাবপ্রবণতার আতিশয্য না করে তারা এখন জাতীয় ক্ষমতার কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে হীনতাস্বীকার করল এবং ইতালিকে মুক্ত করার বদলে অস্ট্রিয়া আর নেপল্‌স্‌-কে দ্বিতীয় বার ইতালি জয় করতে দিল (৩০)। ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি পদে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কাভেনিয়াকের একনায়কত্ব এবং সংবিধান-সভার অবসান হয়।

সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পক্ষে কখনও ফরাসী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা খুইয়ে বসা চলবে না।' ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা খুইয়েছিলেন শুধু তাই নয়, একদা তিনি ইংলন্ডে স্পেশ্যাল কন্‌স্টেব্‌ল ছিলেন শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি সুইস নাগরিকও হয়েছিলেন (৩১)।

১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের তাৎপর্য আমি অন্যত্র বিবৃত করেছি।* সেই প্রসঙ্গে এখন আবার ফিরে যাব না। এই কথা বলাই এখানে যথেষ্ট যে, ঘটনাটা ছিল দেশের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মূল্য যাদের দিতে হয়েছিল সেই **কৃষক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া, শহরের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের প্রতিক্রিয়া**। এই ঘটনা বিপুল সমর্থন পেল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, কারণ *National*-এর প্রজাতন্ত্রীরা তাদের জন্যে গৌরব অথবা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক কোনটারই ব্যবস্থা রাখে নি; সমর্থন পেল বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে, রাজতন্ত্রের সেতুরূপে বোনাপার্টকে তারা অভ্যর্থনা করল; সমর্থন পেল প্রলেতারিয়ানদের এবং পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে, যেহেতু তারা তাঁকে সংবর্ধনা করল কাভেনিয়াককে শায়েস্তা করার কশা হিসেবে। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে আরও খুঁটিয়ে আলোচনার সুযোগ পরে পাওয়া যাবে।

১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংবিধান-সভা ভেঙে যাওয়া অবধি কালপর্যায়টা নিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পতনের ইতিহাস। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে রঙ্গভূমি থেকে বিতাড়িত এবং গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের তখনকার মতো স্তব্ধ করবার পর তারা নিজেরাই বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহত্তম অংশের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে — এরা প্রায়শই প্রজাতন্ত্রকে **আপন সম্পত্তি** হিসেবে দখল করে নিল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর এই বিরাট অংশ ছিল **রাজতন্ত্রী**। রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনার (৩২) শাসনের আমলে এদের একটা অংশ, বৃহৎ জমিদারের দল, শাসন চালিয়েছিল, তাই এরা ছিল **লেজিটিমিস্ট**। অন্য অংশটি — ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ শিল্পপতিরা — জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে রাজ্যশাসন করেছিল, অতএব তারা ছিল **অর্লিয়ান্সী** (৩৩)। সৈন্যবাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, আইনজীবী সম্প্রদায়, অ্যাকাডেমি এবং সংবাদপত্র জগতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখা গেল উভয় পক্ষেই, যদিও বিভিন্ন অনুপাতে। এই যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, যা বুরবোঁ বা অর্লিয়ান্স কারও নয়, কেবল পুঁজির নামাঙ্কিত, সেটার মধ্যে তারা এমন একটা রাষ্ট্ররূপ

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৩৩-১৩৬ দ্রঃ। — সম্পাঃ

পেল যেখানে তারা মিলিতভাবে শাসন চালাতে পারে। জুন অভ্যুত্থান ইতিপূর্বেই তাদের শৃঙ্খলা পার্টিতে এক করেছিল। তখন প্রয়োজন হল, প্রথমত, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের যে চক্র তখনও জাতীয় সভার আসনগুলি দখল করে ছিল, তাদের অপসারণ। জনগণের বিরুদ্ধে দৈহিক শক্তির অপব্যবহারের সময়ে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা যেমন নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, এখন পশ্চাদপসারণের মুহূর্তে, যখন নির্বাহী ক্ষমতা এবং রাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রজাতান্ত্রিকতা আর আইন প্রণয়নের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল, তখন তারা যেন ঠিক সেই অনুপাতেই কাপুরুষ, মিনমিনে, ভগ্নচিত্ত এবং সংগ্রামে অপারক হয়ে পড়ল। তাদের অবলুপ্তির কলঙ্ককর ইতিহাসের বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তারা বশীভূত হল না, তাদের অস্তিত্বই মুছে গেল। তাদের ইতিহাসের চিরসমাপ্তি ঘটল; পরবর্তী কালপর্যায়ে সভার ভিতরেও এবং বাইরেও তারা রইল শুধু স্মৃতিরূপেই; আবার যখন প্রজাতন্ত্রের শুধু নামটুকু বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে, আর যখনই বৈপ্লবিক সংঘাত নিম্নতম মাত্রায় নেমে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই সময়ে ঐসব স্মৃতিতে প্রাণ ফিরে আসে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে *National* পত্রিকার নামে এই দলটির নামকরণ হয়েছিল, সেই পত্রিকা পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

এই কালপর্যায় সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের সেই দুটি শক্তির দিকে একবার পিছনের দিকে তাকাতে হবে, যাদের একটি অন্যটিকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বিনাশ করে, যদিও ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান-সভার নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত তাদের ছিল দাম্পত্যসম্পর্কই। একদিকে লুই বোনাপার্ট, অন্যদিকে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের দল, শৃঙ্খলা পার্টি অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টির কথাই আমি বলছি। রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হয়েই লুই বোনাপার্ট তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠন করে সেটার নেতৃত্ব দিলেন অদিলোঁ বারোর হাতে — বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইনিই পার্লামেন্টীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে উদারপন্থী উপদলের পুরান নেতা। মন্ত্রিত্বের যে ছায়ামূর্তি ১৮৩০ সাল থেকেই তাঁর উপর ভর করে ছিল, শ্রীযুক্ত বারো অবশেষে সেই কার্যভার পেলেন, অধিকন্তু তিনি পেলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব; কিন্তু লুই ফিলিপের আমলে যেমনটি তিনি কল্পনা করেছিলেন সেইভাবে

পার্লামেণ্টীয় প্রতিপক্ষের সবচেয়ে অগ্রসর নেতারূপে নয়, বরং একটা পার্লামেণ্টের প্রাণনাশের দায়িত্ব নিয়ে, তাঁর প্রধানতম শত্রু জেশুইট এবং লেজিটিমিস্টদের সহযোগীরূপে। নববধূকে তিনি অবশেষে ঘরে আনলেন, কিন্তু তার আগে সে বারবধূতে পরিণত হয়েছে। বোনাপার্ট যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেললেন, শৃঙ্খলা পার্টি তাঁর হয়ে কাজ করতে লাগল।

মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই রোম অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, ঠিক হল জাতীয় সভার অজ্ঞাতসারে এই অভিযান পাঠান হবে, আর জাতীয় সভার কাছ থেকে সেটার জন্যে আর্থিক সংস্থান ছিনিয়ে নিতে হবে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে। এইভাবে জাতীয় সভাকে প্রতারণা করে এবং রোমের বৈপ্লবিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদেশের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তিগুলির সঙ্গে গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে এদের কার্যারম্ভ হল। ঠিক একই প্রণালীতে এবং একই কৌশলে রাজতান্ত্রিক বিধান-সভা এবং সেটার নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বোনাপার্ট তাঁর ২ ডিসেম্বরের কুদেতার আয়োজন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা যারা গঠন করেছিল সেই পার্টিই ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর জাতীয় বিধান-সভায় সংখ্যাধিক ছিল, এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

অগস্ট মাসে সংবিধান-সভা স্থির করেছিল সংবিধানের পরিপূরক একগোছা বুনিয়াদী আইন রচনা এবং বলবৎ জারি করার পরেই মাত্র সেটা ভেঙে যাবে। ১৮৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি শৃঙ্খলা পার্টি রাতো নামে একজন ডেপুটিকে দিয়ে প্রস্তাব আনাল যে, বুনিয়াদী আইন ছেড়ে দিয়ে সভা বরং **আত্মলোপের** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। আদিলোঁ বারোর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাই কেবল নয়, জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সদস্যরা সকলেই তখন ধমকের ভঙ্গিতে সভাকে জানিয়ে দিল যে, ক্রেডিট ফিরিয়ে আনার জন্যে, শৃঙ্খলার সংহতির জন্যে, অনির্দিষ্ট অস্থায়ী বন্দোবস্ত শেষ করে দিয়ে স্পষ্ট-নিশ্চিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সভার বিলুপ্তি প্রয়োজন; সভার অস্তিত্ব নতুন সরকারের ফলপ্রসূতায় বিঘ্নস্বরূপ; কেবল বিদ্বেষবশতই সেটা নিজ অস্তিত্ব চালিয়ে যেতে চায়; সেটা সম্বন্ধে দেশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। বিধানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব কটূক্তি বোনাপার্ট লক্ষ্য করে গেলেন, মুখস্থ করে রাখলেন, এবং ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে পার্লামেণ্টীয় রাজতন্ত্রীদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন

যে, তাদের কাছেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাদেরই ধরতাই বুলিগুলিকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা পার্টি আরও এগিয়ে গেল। ফ্রান্সের সর্বত্র তারা জাতীয় সভার কাছে আবেদনপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করল, সেগুলি ভদ্র ভাষায় সভাকে পিট্টান দিতে অনুরোধ জানায়। এইভাবে তারা জনগণের আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে সংগঠিত অভিব্যক্তিস্বরূপ জাতীয় সভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুনে টেনে আনল অসংগঠিত জনসাধারণকে। পার্লামেণ্টীয় পরিষদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতি আবেদনের শিক্ষা তারাই দিল বোনাপার্টকে। অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি — সংবিধান-সভার আত্মলোপ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার দিন। জাতীয় সভা দেখল যে-ইমারতে সেটার অধিবেশন বসত সেটা সৈন্যদলের দখলে; জাতীয় রক্ষিদলের এবং লাইন সৈন্যদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যাঁর হাতে একত্র হয়েছিল, শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি সেই শাঙ্গার্নিয়ে প্যারিসে একটি বিরাট সামরিক পরিদর্শন অনুষ্ঠান করলেন, যেন একটা যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন, আর সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা সংবিধান-সভাকে ভয় দেখাল যে, সেটা অনিচ্ছুক প্রতিপন্ন হলে বলপ্রয়োগ করা হবে। সংবিধান-সভা ইচ্ছুকই ছিল, দর কষাকষি করে পেল অতি স্বল্পকালের একটু আয়ুবৃদ্ধি। ২৯ জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখের সেই কুদেতা ছাড়া আর কী? তবে এটা হল প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সহযোগিতায় রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতাদখল। রাজতন্ত্রী ভদ্রলোকেরা লক্ষ্য করলেন না অথবা লক্ষ্য করতে চাইলেন না যে, ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারির সুযোগ নিয়ে বোনাপার্ট টুইলেরিস-এর সামনে তাঁর সমক্ষে সৈন্যবাহিনীর একাংশের সম্মানপ্রদর্শনের কুচকাওয়াজ করিয়েছিলেন এবং পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতার এই প্রথম প্রকাশ্য তলব সাগ্রহে ব্যবহার করে কালিগুলার (৩৪) পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকেরা অবশ্য দেখছিলেন একমাত্র তাঁদের শাঙ্গার্নিয়েকে।

শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক বলপ্রয়োগে সংবিধান-সভার জীবনসংক্ষেপের একটি বিশেষ কারণ হল সংবিধানের পরিপূরক বুনিয়াদী আইনগুলি, যথা শিক্ষা আর ধর্মাচার সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের পক্ষে সবিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছিল এইসব আইন প্রণয়ন নিজেদের হাতে

রাখা, যারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সেই প্রজাতন্ত্রীদের হাতে নয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সংক্রান্ত একটি আইনও ছিল এইসব বুনিয়াদী আইনের মধ্যে। ১৮৫১ সালে বিধান-সভা যখন ঠিক এই আইনের খসড়া রচনায় ব্যাপৃত, তখনই বোনাপার্ট সেই আঘাতটাকে (coup) আগে থেকে বিকল করে দিলেন ২ ডিসেম্বরের আঘাত দিয়ে। ১৮৫১ সালে তাদের পার্লামেণ্টীয় শীতকালীন অভিযানে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা এই 'দায়িত্ব আইন', তদুপরি সন্দিগ্ধ, শত্রুভাবাপন্ন, প্রজাতান্ত্রিক সভা কর্তৃক রচিত সেই আইন হাতে পেলে কী মূল্যই তারা না দিত!

১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে সংবিধান-সভা স্বহস্তে সেটার শেষ অস্ত্র চূর্ণ করার পরে বারো মন্ত্রিসভা এবং শৃঙ্খলা-বান্ধবেরা সেটাকে তাড়া করে হত্যা করল, সেটাকে অপদস্থ করার কিছুই বাকি রাখল না, এবং সেটার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা যেটুকু বাকি ছিল তাও নিঃশেষ হয় এমন কয়েকটি আইন এই অথর্ব আত্মবিশ্বাসহীন সভার কাছ থেকে আদায় করে নিল। বোনাপার্ট ছিলেন তাঁর নেপোলিয়নীয় বদ্ধ ধারণায় মগ্ন; পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার এই অবমাননার প্রকাশ্যে সুযোগ নেবার মতো যথেষ্ট নির্লজ্জতা তাঁর ছিল। কেননা ১৮৪৯ সালের ৮ মে যখন জাতীয় সভা উদিনোর চিভিতা-ভেকিয়া* দখলের দরুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, রোম অভিযানকে সেটার কথিত লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সেই সন্ধ্যাতেই বোনাপার্ট উদিনোকে লেখা তাঁর একটি চিঠি *Moniteur* পত্রিকায় (৩৫) প্রকাশ ক'রে বীরোচিত কীর্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং পার্লামেণ্টী মসীযোদ্ধাদের থেকে বিপরীত ধরনে তিনি তখনই সৈন্যবাহিনীর মহৎ রক্ষকরূপে নিজেকে জাহির করেন। রাজতন্ত্রীরা এতে মৃদু হেসেছিল। তারা তাঁকে নিজেদের নিতান্তই নির্বোধ শিকার রূপেই দেখেছিল। অবশেষে যখন বিধান-সভার অধ্যক্ষ মারাস্ত সভার নিরাপত্তা সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যে সন্দিহান হয়ে সংবিধানের উপর নির্ভর করে একটি কর্নেল এবং তার সৈন্যদলের পাহারা তলব করলেন, তখন এই কর্নেলটি আপত্তি ক'রে নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দেয় এবং মারাস্তকে

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৮-১৫১

শাঙ্গার্নিয়ের কাছে যেতে বলে, আর শাঙ্গার্নিয়ে মারাস্তের অনুরোধ ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য ক'রে বলেন, baïonnettes intelligentes* তাঁর পছন্দ নয়। ১৮৫১ সালের নভেম্বরে সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা যখন বোনাপার্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই শুরু করতে চেয়েছিল, তখন তাদের কুখ্যাত **কোয়েস্টর বিল্**-এ (৩৬) জাতীয় সভার অধ্যক্ষের সরাসরি সৈন্য তলবের নীতি তারা বলবৎ করতে চেয়েছিল। তাদের একজন জেনারেল ল্য ফ্লো এই বিল্-এ স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বৃথাই শাঙ্গার্নিয়ে এ'র পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, প্রাক্তন সংবিধান-সভার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতার প্রতি তিয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন বৃথাই। শাঙ্গার্নিয়ে মারাস্তকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, এখন **যুদ্ধমন্ত্রী সাঁত-আর্নো** তাঁকে সেইভাবেই উত্তর দিলেন — 'পর্বতের' সপ্রশংস অভিনন্দনও তাতে লাভ করলেন!

শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় পরিণত হবার আগে কেবল মন্ত্রিসভা থাকার সময়টুকুতেই এইভাবে **পার্লামেণ্টীয় শাসনতন্ত্রকে** নিজেরাই কলঙ্কিত করেছিল। অথচ ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর দিনটি যখন ফ্রান্স থেকে এই শাসনতন্ত্রকে নির্বাসিত করে তখন এরাই করে উঠল হৈচৈ!

এই শাসনতন্ত্রের শুভযাত্রা কামনা করি আমরা।

●

১৮৪৯ সালের ২৮ মে জাতীয় বিধান-সভা বসে। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেটা মিলিয়ে যায়। এই সময়টা হল **নিয়মতান্ত্রিক বা পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের** জীবনকাল।

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে **নিয়মতন্ত্রীদের** শাসনের পর এসেছিল **জিরণ্ডিনদের** শাসন এবং **জিরণ্ডিনদের** পরে এসেছিল **জ্যাকোবিনদের** শাসন (৩৭)। এগুলির প্রত্যেকটা পার্টি নির্ভর করেছে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পার্টির সমর্থনের উপর। যখনই কোন পার্টি বিপ্লবকে এতটা এগিয়ে নিয়েছে যাতে সেটার অগ্রগামী হওয়া দূরে থাক, সেটাকে আর অনুসরণ করতেও পার্টিটি অপারক

---

* বুদ্ধিজীবী সঙ্গিন। -- সম্পাঃ

হয়েছে, তখন তার পিছনের অপেক্ষাকৃত সাহসী মিত্র পার্টিটি তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছে গিলোটিনে। এইভাবে বিপ্লব এগিয়েছে ঊর্ধ্বগামী পথে।

১৮৪৮ সালের বিপ্লবে এর ঠিক বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। প্রলেতারিয়ান পার্টি দেখা দেয় পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টির লেজুড় হিসেবে। ১৬ এপ্রিল (৩৮), ১৫ মে এবং জুনের দিনগুলিতে শেষোক্ত পার্টি সেটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বর্জন করে। গণতান্ত্রিক পার্টিটি আবার বুর্জোয়া-প্রজাতান্ত্রিক পার্টির কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করা মাত্রই তাদের এই বিরক্তিকর সঙ্গীটিকে ঝেড়ে ফেলে নিজেরাই ভর করে শৃঙ্খলা পার্টির কাঁধে। শৃঙ্খলা পার্টি তখন কাঁধঝাড়া দিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উল্টে পড়তে দিয়ে নিজেরা চ'ড়ে বসে সামরিক শক্তির ঘাড়ে। তারা ভাবছিল কাঁধেই বসে আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তারা দেখে কাঁধ সঙ্গিনে পরিণত হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা পার্টি পশ্চাতে যে পার্টিটি ঠেলে আসছে তাকে পদাঘাত করে এবং সম্মুখস্থ যে পার্টির উপর ভর করতে যায় সেটার ঠেলা খায়। এহেন হাস্যকর অবস্থানে সেটা ভারসাম্য রাখতে পারে না এবং অনিবার্য কয়েকটি মুখভঙ্গি সহকারে বিচিত্র অঙ্গসঞ্চালন ক'রে ধরাশায়ী হয়, তাতে আর আশ্চর্য কী! অতএব বিপ্লবের পথ এখানে অধোগামী। বিপ্লবের এই পশ্চাদ্‌গতি আরম্ভ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ব্যারিকেড অপসারিত এবং প্রথম বৈপ্লবিক কর্তৃত্ব গঠিত হবার আগে।

আমাদের আলোচ্য পর্বটি হল বিভিন্ন উৎকট বৈপরীত্যের অতি জগাখিচুড়ি সংমিশ্রণ: সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নিয়মতন্ত্রীরা; বিপ্লবীরা, যারা নিজেদের কথামতেই নিয়মতন্ত্রী; সর্বশক্তিমত্তালিপ্সু, অথচ সর্বদাই পার্লামেণ্টীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ জাতীয় সভা; এক 'পর্বত' দল, ধৈর্যধারণই যেটার ব্রত, আর বর্তমান পরাজয়কে যেটা খণ্ডন করতে চায় আগামী জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে; এমনসব রাজতন্ত্রী যারা প্রজাতন্ত্রের patres conscripti,* তারা যাদের অনুগামী সেই

---

* সেনেটর। — সম্পাঃ

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশদুটিকে বিদেশে রাখতে এবং ঘৃণার পাত্র প্রজাতন্ত্রকে ফ্রান্সে বজায় রাখতে তারা ঘটনাচক্রে বাধ্য; এমন এক নির্বাহী ক্ষমতা যেটা নিজ দুর্বলতায়ই বল এবং নিজের পয়দা-করা অবজ্ঞাকে মান্যতা হিসেবে দেখে; এমন এক প্রজাতন্ত্র যা সাম্রাজিক লেবেল-মারা দুটি রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ পুনঃস্থাপিত এবং জুলাই রাজতন্ত্রের সংযুক্ত জঘন্যতা মাত্র; এমনসব মৈত্রী যেগুলির প্রথম শর্ত হল বিচ্ছেদ; এমনসব সংগ্রাম যেগুলির প্রথম নিয়ম হল অনিষ্পত্তি; শান্তির নামে উদ্দাম উন্মত্ত শূন্যগর্ভ আলোড়ন, আর বিপ্লবের নামে শান্তির সুগম্ভীর প্রচার; সত্যলেশহীন আবেগ এবং আবেগহীন সত্য; কীর্তিহীন বীর, আর ঘটনাবর্জিত ইতিহাস; এমন বিকাশ, যেটার একমাত্র চালিকাশক্তি যেন দিন-পঞ্জিকা, আর যা একই উত্তেজনা এবং একই প্রশমনের অবিরাম পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর; এমনসব বিরুদ্ধতা, যেগুলি কিছুদিন পরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে যেন তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে কেবল ফয়সালায় পৌঁছতে না পেরে সরে যাবার জন্যেই; সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত প্রচেষ্টা, আর পৃথিবীর অবসানের আশঙ্কায় কূপমণ্ডূক ভীতি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বত্রাতাদের হীনতম ঘোঁট আর দরবারী প্রহসনের অভিনয় — এদের laisser-aller* নীতি দেখে 'শেষ বিচারের দিনের' চেয়ে বেশি মনে পড়ে ফ্রোন্দের (৩৯) কথা; ফ্রান্সের প্রাধিকারী সমষ্টিগত প্রতিভা একটিমাত্র ব্যক্তির ধূর্ত নির্বুদ্ধিতা দিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত; সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফত ব্যক্ত জাতির যৌথ ইচ্ছা প্রতিবারেই জনস্বার্থের ঝানু শত্রুদের মধ্যেই যথাযোগ্য আত্মপ্রকাশের সন্ধান করে এবং অবশেষে এক বোম্বেটের স্বৈর-ইচ্ছার মধ্যেই তার অভিব্যক্তি। ইতিহাসের কোন অধ্যায় যদি ধূসরের উপর ধূসর বর্ণে চিত্রিত হয়ে থাকে তবে সে হল এই অধ্যায়। মানুষ আর ঘটনা যেন ওল্টান শ্লেমিল-এর রূপে অর্থাৎ কায়াহীন ছায়ারূপে দেখা দিচ্ছে। বিপ্লব আপনিই সেটার বাহকদের পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং উদগ্র বলবত্তায় সমৃদ্ধ করছে শুধু নিজ শত্রুদেরই। যে 'লাল ভূত'কে প্রতিবিপ্লবীরা ক্রমাগত নামায় আর তাড়ায়, সেটার আবির্ভাব অবশেষে হল, কিন্তু নৈরাজ্যের ফ্রিজীয় (Phrygian) উষ্ণীষে (৪০) নয়, শৃঙ্খলার উর্দিতে, লাল পায়জামায়।

---

* ঘটনা তার নিজের গতিতে চলুক। — সম্পাঃ

আমরা দেখেছি ১৮৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁর 'আরোহণ দিনে' বোনাপার্ট যে মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেছিলেন সেটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা, লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী জোটের মন্ত্রিসভা। এই বারো-ফলু মন্ত্রিসভা মোটের উপরে বলপ্রয়োগেই প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার জীবন সংক্ষেপ করে তার পরেও জীবিত ছিল এবং হাল ধরে ছিল। সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের সেনাপতি শাঙ্গার্নিয়ে তখনও প্রথম সামরিক ডিভিশন এবং প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের নেতৃত্ব স্বহস্তে সংযুক্ত রেখেছিলেন। পরিশেষে সাধারণ নির্বাচনে শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করল। এইবারে লুই ফিলিপের ডেপুটি আর ওমরাহরা লেজিটিমিস্টদের সেই পবিত্রকৃত বাহিনীর সম্মুখীন হল যাদের জন্যে দেশবাসীর বহু ভোটপত্র রাজনৈতিক রঙ্গভূমির প্রবেশপত্রে পরিণত হয়েছিল। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা একটি স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। তারা এল শৃঙ্খলা পার্টির শুধু mauvaise queue* হয়ে। অতএব শৃঙ্খলা পার্টির হাতে রইল শাসন-ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী এবং বিধানিক সংস্থা, এককথায় সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যাতে এদের শাসনটা প্রতীয়মান হল জনগণের অভিপ্রায় রূপে সেই সাধারণ নির্বাচন এবং ইউরোপের সমগ্র মূলভূমিতে প্রতিবিপ্লবের যুগপৎ জয়লাভের ফলে তাদের নৈতিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটল।

ইতিপূর্বে কোন পার্টি এর চেয়ে বেশি শক্তিসামর্থ্য নিয়ে কিংবা অধিকতর অনুকূল পরিবেশে অভিযান আরম্ভ করে নি।

নৌকাডুবির পর **বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা** দেখল তারা জাতীয় বিধান-সভায় মাত্র পঞ্চাশ জনের একটি চক্রে পর্যবসিত হয়েছে; তাদের নেতৃত্বে রইলেন আফ্রিকাখ্যাত সেনাপতিগণ কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের এবং বেদো। 'পর্বত' এইবারে কিন্তু বিরাট বিরোধী দল গঠন করল। **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টি নিজেদের এই পার্লামেণ্টীয় দীক্ষানাম গ্রহণ করেছিল। জাতীয় সভার সাত-শ' পঞ্চাশ ভোটের মধ্যে দু'শ'র বেশি ভোট হাতে থাকার ফলে তারা শৃঙ্খলা পার্টির তিনটি উপদলের যে কোন একটির অন্তত সমান শক্তিশালী

---

* অমঙ্গলে লেজুড়। — সম্পাঃ

হল। রাজতন্ত্রীদের গোটা সম্মিলনীর তুলনায় এদের সংখ্যাল্পতার যেন ক্ষতিপূরণ করেছিল কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতি। বিভিন্ন জেলার নির্বাচনে দেখা গেল, গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে তাদের বেশ কিছু অনুগামী জুটল, শুধু তাই নয়। প্যারিসের প্রায় সমস্ত ডেপুটিই এই দলভুক্ত ছিল; সৈন্যবাহিনী তিনজন নন-কমিশণ্ড অফিসারকে নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থা প্রকাশ করল; আর শৃঙ্খলা পার্টির কোন ডেপুটির বেলায় যা ঘটে নি, 'পর্বতের' নেতা লেদ্রু-রলাঁ পাঁচ-পাঁচটি জেলার মিলিত ভোটে পার্লামেণ্টীয় আভিজাত্যে উন্নীত হলেন। তাই, রাজতন্ত্রীদের অনিবার্য অন্তর্বিরোধ এবং বোনাপার্টের সঙ্গে সমগ্র শৃঙ্খলা পার্টির বিরোধের অবস্থা দেখে মনে হল ১৮৪৯ সালের ২৮ মে তারিখে সাফল্যের সমস্ত উপকরণই 'পর্বতের' সম্মুখে ছিল। পক্ষকাল পরে তারা খুইয়ে বসল সব কিছু, সম্মান সমেত।

পার্লামেণ্টীয় ইতিহাস নিয়ে আরও আলোচনার আগে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন আলোচ্য যুগের সমগ্র চরিত্র সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো এড়াবার জন্যে। গণতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, জাতীয় বিধান-সভার কালপর্যায়ে এবং সংবিধান-সভার কালপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ছিল একই: প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে সাধারণ সংগ্রাম। গণতন্ত্রীরা এই সময়কার ঘটনার গতিকে চুম্বকে প্রকাশ করে একটিমাত্র বুলিতে: **'প্রতিক্রিয়া'** — রাত্রি, যখন বিড়ালমাত্রকেই ধূসর বর্ণ দেখায় — এবং এতে চৌকিদারের মামুলী বাঁধাগৎ তাদের সমানে আউড়ে যাওয়া চলে। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে শৃঙ্খলা পার্টিকে বিভিন্ন রাজতান্ত্রিক উপচক্রের একটা গোলকধাঁধা বলে মনে হয় — তার প্রত্যেকটা বিপক্ষদলের দাবিদারকে বাদ দিয়ে নিজস্ব দাবিদারকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটছিল শুধু তাই নয়, 'প্রজাতন্ত্রের' বিরুদ্ধে একই বিদ্বেষ এবং মিলিত আক্রমণে তারা আবার সবাই ছিল একজোট। এই রাজতান্ত্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'পর্বত' দেখা দেয় 'প্রজাতন্ত্রের' প্রতিনিধি রূপে। শৃঙ্খলা পার্টি যেন মুদ্রণ, সংগঠন, প্রভৃতির বিরুদ্ধে এমন এক 'প্রতিক্রিয়ায়' অবিরত লিপ্ত, যা প্রাশিয়ার তুলনায় কমও নয় বেশিও নয়, আর প্রাশিয়ার মতোই তা চালান হয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র পুলিস (gendarmerie) এবং আদালতের বর্বর পুলিসী হস্তক্ষেপের আকারে। 'পর্বত' যেন আবার

সমানেই অবিরত এইসব আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং, তাতে করে, দেড়-শ' বছর ধরে সমস্ত তথাকথিত জনগণের পার্টি মোটামুটি যা করেছে সেইভাবে 'মানুষের শাশ্বত অধিকার' রক্ষায় ব্যাপৃত। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পার্টিগুলিকে আরও খুঁটিয়ে দেখলে মিলিয়ে যায় এই বাহ্য রূপটি, যা ঢাকা দিয়ে রেখেছে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং এই কালপর্যায়ের বিশিষ্ট চেহারাটাকে।

আমরা বলেছি, লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা ছিল শৃঙ্খলা পার্টির দুই বৃহৎ উপদল। এই দুটি উপদলকে যা সিংহাসনে নিজ-নিজ দাবিদারের সঙ্গে এঁটে ধরে রেখেছিল, এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তা কি শুধু পদ্মফুল (৪১) আর তেরঙা পতাকা, বুরবোঁ আর অর্লিয়ান্স বংশ, রাজতান্ত্রিকতার বিভিন্ন ছোপ, কিংবা আদৌ রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য? বুরবোঁদের আমলে যাজক আর অনুচরবৃন্দ সমেত বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি শাসন চালিয়েছে; অর্লিয়ান্স বংশের আমলে শাসন চালিয়েছে ফিনান্স অভিজাতবর্গ, বৃহদায়তনের শিল্প, বৃহদায়তনের বাণিজ্য, অর্থাৎ পুঁজি, সেটার সঙ্গে আইনজীবী, অধ্যাপক এবং সুভাষী বাগ্মী অনুচরবৃন্দ। লেজিটিমেট রাজতন্ত্র ছিল ভূমিসম্পত্তির মালিকদের বংশানুক্রমিক শাসনের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র, যখন জুলাই রাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া ভুঁইফোঁড়দের বেদখল-করা ক্ষমতার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং এই দুটি উপদলকে যা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সেটা কোন তথাকথিত নীতি নয়, সেটা হল তাদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক পরিবেশ, দুই ভিন্ন রকমের মালিকানা, শহর আর গ্রামের মধ্যে সেই সাবেকী বৈসাদৃশ্য, পুঁজি আর ভূমিসম্পত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেইসঙ্গে, অতীতের স্মৃতি, ব্যক্তিগত শত্রুতা, আশঙ্কা আর আশা, সংস্কার আর মোহ, অনুরাগ আর বিরাগ, প্রত্যয়, ধর্মীয় আর নীতির বিধি তাদের অমুক কিংবা তমুক রাজবংশের সঙ্গে গ্রথিত রেখেছিল, এ কথা কে অস্বীকার করবে? বিভিন্ন ধরনের মালিকানার উপর, জীবনযাত্রার সামাজিক পরিবেশের উপর বিভিন্ন স্পষ্ট-পৃথক আর বিশিষ্ট অনুভূতি, মোহ, চিন্তনপ্রণালী এবং জীবনদর্শ নিয়ে গড়ে ওঠে একটা গোটা উপরিকাঠাম। সমগ্র শ্রেণী সেটার বৈষয়িক ভিত্তি এবং তদনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক থেকে সেগুলোকে সৃষ্টি করে এবং রূপদান করে। ঐতিহ্য আর শিক্ষাদীক্ষা থেকে সেগুলোকে আহরণ ক'রে ব্যক্তিবিশেষ মনে করতে পারে তার কর্মের আসল প্রেরণা এবং

আরম্ভস্থল সেগুলোই। অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্ট দুটি উপদলের প্রত্যেকে যদিও নিজেকে এবং অন্যটাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, এক-একটা রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্যই তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, পরবর্তীকালের ঘটনা কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে বরং তাদের স্বার্থের বিভিন্নতাই ছিল দুটি রাজপরিবারের মিলনের প্রতিবন্ধক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কেউ নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে এবং বলে, আর সে আসলে কী এবং কী করে এই দুইয়ের মধ্যে তফাত করতে হয়, তেমনি ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলিতেও বিভিন্ন পার্টির প্রকৃত গঠন আর আসল স্বার্থ থেকে সেগুলির কথা আর খোশখেয়ালের পার্থক্য, সেগুলির বাস্তবতা থেকে নিজেদের সম্বন্ধে সেগুলির ধারণার পার্থক্য নির্ণয় করা দরকার আরও বেশি পরিমাণে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টরা পাশাপাশি পড়ল সমান-সমান দাবি নিয়ে। প্রত্যেকটা পক্ষ অন্যটির বিরুদ্ধে **নিজস্ব** রাজবংশের **পুনঃস্থাপনা** ঘটানোর অভিলাষী ছিল তার অর্থ শুধু এই যে, **বুর্জোয়ারা যে-দুটি বৃহৎ স্বার্থে** দ্বিধাবিভক্ত — ভূমিসম্পত্তি এবং পুঁজি — তার প্রত্যেকটা আপন আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে অন্যটিকে অধীন করতে চাইছিল। দুটি বুর্জোয়া স্বার্থের কথা বলছি, তার কারণ সামন্ততান্ত্রিক ছিনালি আর বংশাভিমান সত্ত্বেও বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া হয়ে পড়েছে আধুনিক সমাজের বিকাশের ফলে। এইভাবে ইংলণ্ডের টোরিরা বহুকাল যাবৎ কল্পনা করে আসছিল তারা রাজতন্ত্র, ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং পুরনো ইংরেজী সংবিধানের চমৎকারিত্বে উৎসাহী, শেষ পর্যন্ত বিপদের দিন এসে তাদের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল যে, তারা উৎসাহী শুধু **মালগুজারি** নিয়ে।

সম্মিলিত রাজতন্ত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে লাগল পত্র-পত্রিকায়, এম্‌স্‌-এ, ক্লারমণ্টে (৪২), পার্লামেণ্টের বাইরে। যবনিকার অন্তরালে তারা পুনর্বার তাদের পুরনো অর্লিয়ান্সী অথবা লেজিটিমিস্ট উর্দি পরে আর একবার পুরনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হল আবার। কিন্তু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে, মহা জাঁকজমকের অনুষ্ঠানে, বৃহৎ পার্লামেণ্টীয় পার্টি হিসেবে তারা নিজ-নিজ রাজপরিবারকে প্রণতি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল এবং রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনা অনন্তকালের মতো মুলতবি রাখল। আসল কাজ তারা করে গেল **শৃঙ্খলা পার্টি** রূপে, অর্থাৎ **রাজনৈতিক** নামের বদলে একটি **সামাজিক**

নাম নিয়ে; রোমান্সের উদ্দেশে অভিযাত্রী রাজকুমারীদের রূপে নয় — বুর্জোয়া বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে; প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীরূপে নয় — অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে। আর শৃঙ্খলা পার্টি হিসেবে তারা এমনকি পুনঃস্থাপিত অথবা জুলাই রাজতন্ত্রের আমলের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপর অবাধ এবং কঠোর আধিপত্য খাটাল; এই আধিপত্য সাধারণভাবে সম্ভব ছিল কেবল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের রূপেই, কারণ একমাত্র এই রূপের মাধ্যমেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ দুটি বিভাগ ঐক্যবদ্ধ হতে এবং এইভাবে তাদের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত কোন চক্রের বদলে সমগ্র শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠাকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারত। তৎসত্ত্বেও যদি তারা শৃঙ্খলা পার্টি হিসেবে আবার প্রজাতন্ত্রের অবমাননা এবং সেটা সম্পর্কে বীতরাগ প্রকাশ করে থাকে, সেটা ঘটেছিল রাজতান্ত্রিক স্মৃতি থেকেই শুধু নয়। সহজজ্ঞানেই তারা বুঝেছিল প্রজাতন্ত্র তাদের রাজনৈতিক শাসনকে পূর্ণতা দেয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে সেই শাসনের সামাজিক ভিত্তিটাকে ক্ষুণ্ণ করে, কারণ তখন তাদের অধীন শ্রেণীগুলির সম্মুখীন হতে এবং তাদের সঙ্গে লড়তে হবে মধ্যস্থ ছাড়াই, রাজমুকুট থেকে যোগান আড়াল ছাড়াই, আর নিজেদের মধ্যে এবং রাজতন্ত্রের সঙ্গে গৌণ সংঘর্ষগুলি দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ভিন্নমুখ করতে অপারক হলেও। একটা দুর্বলতাবোধের দরুনই তারা নিজেদের শ্রেণীগত শাসনের বিশুদ্ধ পরিবেশ থেকে ছিটকে সরে আসে এবং সেই শাসনের অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ, অপেক্ষাকৃত অপরিণত, আর ঠিক সেই কারণেই কম বিপজ্জনক পূর্ববর্তী রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে. সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের যতবার তাদের বৈর-অবস্থানে দাঁড়ান সিংহাসনের দাবিদারের সঙ্গে, বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘাত বাধে, যতবারই তারা মনে করে নির্বাহী ক্ষমতাটা তাদের পার্লামেণ্টীয় সর্বশক্তিমত্তাকে বিপন্ন করেছে, এবং কাজেই যতবার তাদের শাসনের সমর্থনে রাজনৈতিক স্বত্ব পেশ করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, ততবারই তারা এগিয়ে গেছে **রাজতন্ত্রী** হিসেবে নয়, **প্রজাতন্ত্রী** রূপে, এগিয়েছেন অর্লিয়ান্সী তিয়ের, যিনি জাতীয় সভাকে হুঁশিয়ারি জানান এই বলে যে, প্রজাতন্ত্র তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটায় সবচেয়ে কম, আর এগিয়েছেন তাঁর থেকে শুরু করে লেজিটিমিস্ট বেরিয়ের পর্যন্ত, যিনি ১৮৫১ সালের

২ ডিসেম্বর তেরঙা কটিবন্ধনী জড়িয়ে জন-প্রতিনিধিরূপে দশম ওয়ার্ডের টাউন-হলের সামনে সমবেত জনতাকে প্রজাতন্ত্রের নামে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শোনান। সন্দেহ নেই যে, প্রতিধ্বনিতে টিটকারি ছিল: পঞ্চম হেনরি! পঞ্চম হেনরি!

মিলিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে গঠিত হয়েছিল পেটি বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের জোট — তথাকথিত **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টি। পেটি বুর্জোয়ারা দেখল, ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলির পরে তারা যোগ্য পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের বৈষয়িক স্বার্থ হয়েছে বিপন্ন, এবং এই স্বার্থসিদ্ধি ঘটাবার জন্য আবশ্যক গণতান্ত্রিক গ্যারান্টি সম্বন্ধে প্রতিবিপ্লব প্রশ্ন তুলেছে। সুতরাং তারা শ্রমিকদের আরও কাছে ঘেঁষল। পক্ষান্তরে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একনায়কত্বের দিনে ঠেলা খেয়ে একপাশে পড়া তাদের পার্লামেন্টীয় প্রতিনিধি 'পর্বত' সংবিধান-সভার জীবনকালের শেষার্ধে বোনাপার্ট এবং রাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নষ্ট জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে তারা মৈত্রীজোট বাঁধে। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনর্মিলনের উৎসব চলেছিল ভোজসভাগুলিতে। খসড়া হয়েছিল যুক্ত কার্যসূচির, বিভিন্ন যুক্ত নির্বাচন-কমিটি গড়া হয়েছিল এবং সম্মিলিতভাবে প্রার্থী-তালিকা পেশ করা হয়েছিল। প্রলেতারিয়েতের সামাজিক দাবিগুলির বৈপ্লবিক সূচিমুখটাকে ভেঙে ফেলে সেগুলিকে মুচড়ে গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়েছিল, আর পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপটি খসিয়ে এগিয়ে ধরা হয়েছিল সেগুলির সমাজতান্ত্রিক সূচিমুখটাকে। এইভাবে উদয় হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি। এই সংযুক্তির ফলস্বরূপ উদ্ভূত নতুন 'পর্বতে' রইল শ্রমিক শ্রেণীর কিছু ফালতু লোক এবং কিছু কিছু সংকীর্ণতাবাদী সমাজতন্ত্রী ছাড়া পুরনো 'পর্বতের' সেই একই লোকেরা, শুধু সংখ্যায় হল প্রবলতর। কিন্তু সেটা যে-শ্রেণীর প্রতিনিধি, বিবর্তনের ধারায় তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিশিষ্ট চরিত্রটা চুম্বকে এই যে, গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি দাবি করা হয় পুঁজি আর মজুরি-শ্রম এই দুই চরম বিপরীতের অবসানের উপায় হিসেবে নয় — এই দুইয়ের বিরুদ্ধতা লাঘব করে সেটাকে সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করার উপায়

হিসেবে। এই লক্ষ্য সাধনের প্রস্তাবিত উপায় যতই বিভিন্ন হোক, অল্প-বিস্তর বৈপ্লবিক ধারণা দিয়ে তা যতই সজ্জিত থাক, মর্মবস্তুটা থেকে যায় একই। সে মর্মবস্তু হল গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজের রূপান্তর, কিন্তু সে-রূপান্তর পেটি বুর্জোয়াদের চৌহদ্দির ভিতরেই। এমন সঙ্কীর্ণ ধারণা কিন্তু করা চলে না যে, পেটি বুর্জোয়ারা নীতিগতভাবেই আত্মসর্বস্ব শ্রেণী-স্বার্থ বলবৎ করতে চায়। তারা বরং বিশ্বাস করে যে, তাদের নিজেদের মুক্তির **বিশেষ** পরিবেশই হল সেই **সাধারণ** পরিবেশ, একমাত্র যেটার কাঠামের ভিতরেই আধুনিক সমাজের পরিত্রাণ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সকলকে আসলে দোকানদার বা তাদের উৎসাহী সমর্থক মনে করাও সমানই অনুচিত। শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে এদের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। এরা পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এই কারণে যে, পেটি বুর্জোয়ারা জীবনের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা অতিক্রম করে না, এরা মানস ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অতিক্রম করে না, কাজেই বৈষয়িক স্বার্থ আর সামাজিক অবস্থার চাপ যেসব সমস্যা আর সমাধানের দিকে পেটি বুর্জোয়াদের কার্যত যেতে বাধ্য করে, এরা তত্ত্বগতভাবে সেইসব সমস্যা আর সমাধানেই পৌঁছয়। সাধারণভাবে, কোন শ্রেণীর সঙ্গে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কটা এইরকমই হয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'পর্বত' ক্রমাগত শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র এবং তথাকথিত মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে লড়াই করেছে বটে, কিন্তু সেটার আখেরী লক্ষ্য প্রজাতন্ত্র অথবা মানবিক অধিকার কোনটাই নয়, ঠিক যেমন কোন সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিরোধের অর্থ এই নয় যে, অস্ত্রগুলি দখল করে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

জাতীয় সভার অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলা পার্টি 'পর্বতকে' প্ররোচিত করল। বুর্জোয়া শ্রেণী বৎসরকাল আগে যেমন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হিসাবনিকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল, ঠিক সেইভাবেই এখন তারা গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করল। শুধু বিপক্ষের অবস্থাটা ছিল পৃথক। প্রলেতারীয়

পার্টির শক্তি ছিল রাস্তায়, পেটি বুর্জোয়ার শক্তি জাতীয় সভারই ভিতরে। অতএব তাদের ভুলিয়ে জাতীয় সভার বাইরে রাস্তায় টেনে এনে, কালপ্রবাহে এবং ঘটনাক্রমে তাদের পার্লামেণ্টীয় শক্তি সুসংহত হবার আগেই তাদেরই হাত দিয়ে সে শক্তিকে চূর্ণ করান নিয়েই হল প্রশ্নটা। আর 'পর্বত' হঠকারী হয়ে ফাঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফরাসী সৈন্যদের* রোমে গোলাবর্ষণের ঘটনাটিকে চেপে করা হল। এই ব্যাপারে সংবিধানের ৫ ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছিল; কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সৈন্য লাগান সেই ধারায় ছিল নিষিদ্ধ। উপরন্তু, জাতীয় সভার অনুমতি ছাড়া নির্বাহী কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ ছিল ৫৪ ধারায়, আর ৮ মে তারিখের সিদ্ধান্তে সংবিধান-সভা রোম অভিযানের নিন্দা করেছিল। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে লেদ্রু-রলাঁ ১৮৪৯ সালের ১১ জুন বোনাপার্ট এবং তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব আনলেন। তিয়ের-এর হুল-ফোটান কথায় উত্যক্ত হয়ে তিনি সত্যিসত্যিই বেসামাল হয়ে সর্বপ্রকারে, এমনকি অস্ত্রধারণ করেও সংবিধান রক্ষা করবেন বলে হুমকি দিলেন। 'পর্বতের' একেবারে সবাই একযোগে উঠে এই অস্ত্রধারণের আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করল। ১২ জুন জাতীয় সভা অভিশংসন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এবং 'পর্বত' পার্লামেণ্ট থেকে বেরিয়ে যায়। ১৩ জুনের ঘটনাবলি সবার জানা: বোনাপার্ট এবং তাঁর মন্ত্রীদের 'সংবিধান-বহির্ভূত' ঘোষণা করে 'পর্বতের' একাংশের বিবৃতি; গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদলের রাস্তায় মিছিল, নিরস্ত্র থাকায় শাঙ্গার্নিয়ের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'পর্বতের' একটি অংশ বিদেশে পলায়ন করল; অন্য একাংশ বুর্জে শহরে (৪৩) উচ্চ আদালতে অভিযুক্ত হল, এবং একটি পার্লামেণ্টীয় প্রবিধান অনুসারে বাদবাকিদের দেওয়া হল জাতীয় সভার অধ্যক্ষের শিক্ষকসুলভ কড়া হেপাজতে। প্যারিসে আবার অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হল এবং ভেঙে দেওয়া হল প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের গণতান্ত্রিক অংশটিকে। এইভাবে পার্লামেণ্টে 'পর্বতের' এবং প্যারিসে পেটি বুর্জোয়াদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে গেল।

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৮-১৫১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

১৩ জুন দিনটি লিয়োঁ শহরে শ্রমিকদের একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের সংকেত দিয়েছিল: চারপাশের পাঁচটি জেলা সমেত সেখানেও অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, আর তখন অবধি সেই অবস্থা চালু থাকে।

'পর্বতের' বেশির ভাগ বিবৃতির শরিক হতে নারাজ হয়ে সেটার সেনামুখকে বিপদের মুখে পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়ায়। খবরের কাগজগুলিও সরে পড়েছিল, দুটি মাত্র পত্রিকা pronunciamento* টা প্রকাশ করতে সাহস করেছিল। জাতীয় রক্ষিদল হয় সরে রইল, কিংবা যেখানে এগিয়ে গেল সেখানে ব্যারিকেড নির্মাণে বাধা দিল, এইভাবে পেটি বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। ঐ প্রতিনিধিরা আবার পেটি বুর্জোয়াদের বোকা বানিয়েছিল: সৈন্যবাহিনী থেকে তাদের কথিত মিত্রদের কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। পরিশেষে, গণতান্ত্রিক পার্টি প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের বদলে বরং নিজেদের দুর্বলতাই তাদের মধ্যে সংক্রামিত করে বসল এবং গণতন্ত্রীদের মহৎ কীর্তিকলাপের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, সেইভাবে নেতারা তাদের 'জনগণ' সম্পর্কে দলত্যাগের অভিযোগ, আর জনগণ তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ আনতে পেরে পরিতৃপ্তি লাভ করল।

'পর্বতের' আসন্ন অভিযানের মতো এত সোরগোল তুলে সংগ্রামের ঘোষণা খুব কমই হয়েছে; গণতন্ত্রের অনিবার্য জয়লাভ সম্বন্ধে যেমনটা এত নিশ্চয়তার সঙ্গে বা এত আগে থাকতে কোন ঘটনার এমন তূর্যনিনাদ কমই ঘটেছে। সন্দেহ নেই যে, তূর্যনিনাদে গণতন্ত্রীদের খুবই বিশ্বাস, তারই ঝাপটায় তো জেরিকোর (৪৪) প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল। আর যখনই স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ-প্রাচীরের সামনে তাদের দাঁড়াতে হয় তখনই তারা ঐ অলৌকিক কাণ্ডটার অনুকরণ করতে চায়। পার্লামেণ্টে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে 'পর্বতের' পক্ষে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানান উচিত হয় নি। পার্লামেণ্টে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানাবার পরে উচিত হয় নি রাস্তায় পার্লামেণ্টীয় রীতি অনুসরণ। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলটাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরা হয়ে থাকলে, সেটা সামরিক অভ্যর্থনা পাবে তা আগে না

---

* বিদ্রোহীদের ঘোষণাপত্র। — সম্পাঃ

বোঝানো হয়েছিল চরম নির্বুদ্ধিতা। প্রকৃত সংগ্রামই যদি মনস্থ করা হয়ে থাকে তাহলে যা দিয়ে লড়াইটা চালাতে হত সেই অস্ত্রশস্ত্র বর্জনের ধারণাটা ছিল উদ্ভট। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াদের এবং তাদের গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের বৈপ্লবিক হুমকি বিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার চেষ্টা মাত্র। আর যখন তারা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে, এমনভাবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে যাতে হুমকি কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তখন সেটা করা হল এমন দ্ব্যর্থকভাবে যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়গুলিকেই সর্বাগ্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়, আর খোঁজ পড়ে আত্মসমর্পণের ওজরের জন্যে। যে তূর্যনিনাদে লড়াইয়ের ঘোষণা হয়েছিল সেটা সংগ্রাম শুরু হতে-না-হতেই ভীরু খেঁকুনিতে পর্যবসিত হল, অভিনেতারা নিজেদের ভূমিকায় আর গুরুত্ব দিল না, ঘটনাপ্রবাহ একেবারে চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো।

কোন পার্টিই নিজেদের উপায়াদিকে গণতন্ত্রীদের মতো এত অতিরঞ্জিত করে দেখে না; বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এত লঘুচেতা আত্মপ্রবঞ্চনা করে না কেউই। যেহেতু সৈন্যদের একাংশ ওদের ভোট দিয়েছিল, তাই 'পর্বত' নিশ্চিত ছিল তাদের পক্ষে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে। সেটা কোন্ উপলক্ষে? সৈন্যদের দৃষ্টিতে যে উপলক্ষের একমাত্র তাৎপর্য হল — বিপ্লবপন্থীরা ফরাসী সৈন্যদের বিপক্ষে রোমক সৈন্যদের সমর্থন করেছে। অন্যদিকে, ১৮৪৮-এর জুন মাসের স্মৃতি তখনও এত জাগ্রত যে, জাতীয় রক্ষিদলের প্রতি প্রলেতারিয়েতের সুগভীর বিতৃষ্ণা এবং গণতন্ত্রী সর্দারদের সম্পর্কে গুপ্ত সমিতির সর্দারদের চরম অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এইসব পার্থক্য দূর করতে হলে কোন মহৎ সাধারণী স্বার্থ বিপন্ন হওয়া চাই। সংবিধানের একটি বিমূর্ত অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের ফলে তেমন কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে পারে নি। গণতন্ত্রীদের নিজেদের নিশ্চিত উক্তি অনুসারেই, সংবিধান বারবার লঙ্ঘিত হয় নি কি? সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাগুলি কি সেটাকে প্রতিবৈপ্লবিক জোড়াতালি বলে দেগে দেয় নি? কিন্তু গণতন্ত্রীরা যেহেতু পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, অর্থাৎ এমন একটি পরিবৃত্তিশীল শ্রেণীর প্রতিনিধি যেটার ভিতরে দুটি শ্রেণীর স্বার্থ যুগপৎ পরস্পরের ধার ভোঁতা করে দেয়, তাই তারা নিজেদের সাধারণভাবে শ্রেণীবৈরের ঊর্ধ্বে

অবস্থিত বলে কল্পনা করে থাকে। গণতন্ত্রীরা একথা স্বীকার করে যে, বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত একটি শ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখীন, কিন্তু জাতির বাকি সমগ্র অংশের সঙ্গে মিলে তারাই জনগণ। তারা প্রতিনিধিত্ব করে জনগণের অধিকারেরই, জনস্বার্থের সঙ্গেই তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তাই যখন সংগ্রাম আসন্ন তখন বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থিতি এবং স্বার্থ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন তাদের হয় না। নিজেদের উপায়-উপকরণ খুঁটিয়ে বিচার করাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। তারা শুধু সঙ্কেতটা দিলেই অমনি জনগণ অফুরন্ত উপায়-উপকরণ নিয়ে অত্যাচারীদের আক্রমণ করবে। তাই কার্যক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাদের স্বার্থ আগ্রহ জাগাবার মতো নয়, এবং তাদের ক্ষমতা ক্লীবতামাত্র, তবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছে হয় সেই অপকারী কূটতার্কিকেরা যারা অবিভাজ্য জনগণকে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত করে, নয়ত সৈন্যবাহিনী, যাদের এতই বর্বর আর অন্ধ করে ফেলা হয়েছে যাতে তারা বুঝতেই পারে নি যে, গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ লক্ষ্যগুলি তাদের নিজেদেরই পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, কিংবা কার্যকালে কোন খুঁটিনাটি ভুলের জন্যেই সমস্ত পন্ড হল, অথবা অভাবিত কোন আপতিকতার ফলেই এবারের খেলটা মাটি হয়ে গেল। যা-ই হোক, চরম লজ্জাকর পরাজয় থেকেও গণতন্ত্রীরা বেরিয়ে আসে প্রবেশকালে যেমন অপাপবিদ্ধ ছিল ঠিক তেমনি নিষ্কলঙ্কভাবে; উপরন্তু, এই নবার্জিত বিশ্বাস তারা জুটিয়ে আনে যে, তাদের জয় হবেই, সেইজন্যে তাদের নিজেদের এবং তাদের পার্টিকে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে তা নয়, বরং উল্টে পরিস্থিতিকেই তাদের পক্ষে উপযোগী হয়ে সুপরিণত হয়ে উঠতে হবে।

অতএব, 'পর্বত' অবক্ষয় আর ভগ্নদশায় পড়লেও এবং নতুন পার্লামেণ্টীয় প্রবিধানে লাঞ্ছিত হলেও ভাবার কারণ নেই যে, সেটা খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। ১৩ জুন সেটার সর্দাররা অপসৃত হলেও তাতে করে অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম মেকদারের কিছু লোকের স্থান হল, যারা নতুন পদে কৃতার্থ বোধ করল। পার্লামেণ্টে তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে যদি বা আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না, নৈতিক ক্রোধ প্রদর্শনে এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ গলাবাজিতে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার তারা পেয়ে গেল। শৃঙ্খলা পার্টি যদি বিপ্লবের সর্বশেষ স্বীকৃত প্রতিনিধিরূপ এই দলের মধ্যে নৈরাজ্যের সমস্ত

বিভীষিকার মূর্তরূপ দেখার ভান করে, তবে আসলে এরা আরও জোলো, আরও নম্র হয়ে থাকতেই তো পারত। ১৩ জুনের পরাজয়ের জন্যে অবশ্য তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল এই গভীর উক্তি দিয়ে: সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের দুঃসাহস যদি ওদের হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব আমরা কোন্ ধাতুতে তৈরি! Nous verrons!*

'পর্বতের' যেসব সদস্য বিদেশে পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, লেদ্রু-রলাঁ মাত্র একপক্ষকালের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী পার্টিটির প্রতিকারহীন সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন বলে তখন তিনি এক প্রবাসী ফরাসী সরকার গঠনের জন্যে তাঁর উদ্দেশে ডাক এসেছে বলে অনুভব করলেন, আর বিপ্লবে যে-পরিমাণে ভাটার টান পড়ল এবং সরকারী ফ্রান্সের সরকারী হোমরা-চোমরারা যতই বামনের রূপ ধারণ করতে থাকল, ঘটনাক্ষেত্র থেকে দূরে অপসারিত তাঁর মূর্তি ততই যেন বাড়তে লাগল, ১৮৫২ সালে তিনি প্রজাতন্ত্রী দাবিদার রূপে দাঁড়াতে পারলেন, ভালোকিয়া এবং অন্যান্য জাতির উদ্দেশে নিয়মিত প্রকাশিত পরিপত্রে তিনি মহাদেশের স্বৈরাচারী শাসকদের ভয় দেখাতে লাগলেন নিজের এবং সহযোগীদের নানাবিধ কৃতির কথা তুলে। প্রুধোঁ যখন এই ভদ্রলোকদের বলে ওঠেন: 'Vous n'êtes que des blagueurs!'** তাঁর কি একেবারে ভুল হয়েছিল?

১৩ জুন শৃঙ্খলা পার্টি 'পর্বতকে' চূর্ণ করল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু **জাতীয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের অধীনতা** ঘটাল। প্রজাতন্ত্রকে তারা দেখল এইভাবে: এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন করে, রাজতন্ত্রে যেমন নির্বাহী ক্ষমতার প্রতিষেধ (veto) অথবা পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার ক্ষমতা থাকে তেমন কোন বাধা তাদের এখানে নেই। এই হল তিয়েরের অভিধায় **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র**। কিন্তু ১৩ জুন বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লামেণ্টের কক্ষমধ্যে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলেও, সর্বাধিক জনপ্রিয় অংশটিকে পার্লামেণ্ট থেকে বহিষ্কৃত করে

---

* আমরা দেখে নেব। — সম্পাঃ

** 'তোমরা বাকবাগীশ ছাড়া কিছু নও!' — সম্পাঃ

নির্বাহী ক্ষমতা এবং জনগণের সামনে পার্লামেন্টকেই তারা সেইসঙ্গে দুরারোগ্য দুর্বলতাগ্রস্ত করল না কি? আদালত দাবি করা মাত্র নির্বিবাদে বহু ডেপুটিকে সমর্পণ করে তারা নিজেদের পার্লামেণ্টীয় রেহাই লোপ করল। 'পর্বতকে' যেসব অপমানজনক বাধা-নিষেধের অধীন করা হল তাতে আলাদা আলাদা জন-প্রতিনিধিদের যে পরিমাণ মর্যাদাহানি ঘটল, সেই অনুপাতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বাড়ল। সংবিধানিক সনদ সংরক্ষণের লক্ষ্য অনুযায়ী অভ্যুত্থানকে সমাজ উচ্ছেদকল্পে অরাজকতা বলে কলঙ্কচিহ্নিত করা হল — নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন করলে সেক্ষেত্রে তাদের অভ্যুত্থানের শরণ নেবার সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেল তাতে করে। আর ইতিহাসের এমনই পরিহাস, বোনাপার্টের নির্দেশে যে সেনাপতি রোমে গোলাবর্ষণ ক'রে ১৩ জুনের নিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য যুগিয়েছিল, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেই **উদিনো-কেই** বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের তরফে সেনাপতিরূপে জনগণের কাছে উপস্থিত করার সকাতর এবং ব্যর্থ চেষ্টা শৃঙ্খলা পার্টিকে করতে হয়েছিল। জাতীয় রক্ষিদলের একটা দঙ্গল, যেটা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের অধীন, সেটার সর্দার হয়ে যিনি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের দপ্তরে বর্বর হামলা চালিয়ে জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে প্রশংসিত হয়েছিলেন —১৩ জুনের আর একজন বীরনায়ক **ভিয়েরা** — সেই ভিয়েরাই বোনাপার্টের ষড়যন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতীয় সভার অন্তিম মুহূর্তে জাতীয় রক্ষিদলের সাহায্য থেকে সেটাকে বঞ্চিত করার ঘটনায় বিশিষ্ট ভূমিকা নেন।

১৩ জুনের আরও একটি অর্থ ছিল। 'পর্বত' জোর করে বোনাপার্টকে অভিশংসিত করতে চেয়েছিল। সুতরাং এদের পরাজয়ের অর্থ হল বোনাপার্টের প্রত্যক্ষ জয়, গণতন্ত্রী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জয়। শৃঙ্খলা পার্টি জয়লাভ করল, বোনাপার্টের পক্ষে সেটাকে ভাঙিয়ে খাওয়াই যথেষ্ট ছিল। তিনি তাই করলেন। ১৪ জুন প্যারিসের প্রাচীরগাত্রে একটি ঘোষণাপত্র দেখা গেল, এতে বলা হল, রাষ্ট্রপতি যেন বড়ই কুণ্ঠায়, যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল ঘটনার চাপেই বাধ্য হয়ে নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং তাঁর সততা সম্পর্কে অন্যায় সন্দেহ করা হয়েছে এমনি ভঙ্গি ধরে নালিশ জানালেন যে, প্রতিপক্ষীয়রা অকারণে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে, আর শৃঙ্খলার

আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধের ভাব দেখিয়ে আসলে শৃঙ্খলার আদর্শকেই নিজের থেকে অভিন্ন করে দেখালেন। তাছাড়া, জাতীয় সভা পরবর্তীকালে রোম অভিযান অনুমোদন করেছিল তা সত্য, কিন্তু বোনাপার্টই এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভ্যাটিকানে যাজকশিরোমুনি স্যামুয়েলকে পুনরাধিষ্ঠিত করে তিনি টুইলেরিস-এ রাজা ডেভিড হিসেবে প্রবেশের আশা রাখতে পারতেন (৪৫)। যাজকদের তিনি নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি ১৩ জুনের বিদ্রোহ রাস্তায় শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জয়মাল্য অর্জনের ব্যাপার ছিল না। তৎসত্ত্বেও বীর আর ঘটনার অমন অনটনের যুগেও শৃঙ্খলা পার্টি রক্তপাতহীন সংগ্রামটাকে দ্বিতীয় অস্টারলিজে (৪৬) পরিণত করল। বক্তৃতামঞ্চে এবং সংবাদপত্রে নৈরাজ্যের অক্ষমতার প্রতিভূ জনগণের বিপক্ষে শৃঙ্খলার শক্তি হিসেবে সৈন্যবাহিনীর তারিফ করা হল, আর 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর' বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হল শঙ্গার্নিয়েকে, যিনি নিজেও অবশেষে এ প্রতারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর যেসব বিভাগ সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ছিল সেগুলি গোপনে প্যারিস থেকে স্থানান্তরিত হল, নির্বাচনে যেসব রেজিমেণ্ট সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল সেগুলি নির্বাসিত হল ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়ায়, সৈন্যদের মধ্যে যারা দুর্দান্ত তাদের পাঠান হল শাস্তিমূলক বিশেষ বিভাগে, এবং পরিশেষে সুপরিকল্পিতভাবে বিচ্ছিন্ন করা হল ব্যারাক থেকে সংবাদপত্রের জগৎকে এবং বুর্জোয়া সমাজ থেকে ব্যারাককে।

এখানে আমরা ফরাসী জাতীয় রক্ষিদলের ইতিহাসের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে এসে পড়লাম। পুনঃস্থাপিত রাজতান্ত্রিক আমলের উচ্ছেদে ১৮৩০ সালে এদের ভূমিকাই ছিল চূড়ান্ত। লুই ফিলিপের আমলে যেসব বিদ্রোহে জাতীয় রক্ষিদল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ছিল তার প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে এরা যখন বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় এবং লুই ফিলিপ সম্পর্কে দ্ব্যর্থক মনোভাব দেখাল, তখন রাজা আশা ছেড়ে দেন, আর সত্যই তাঁর দিন ফুরিয়ে যায়। এইভাবে এই বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় যে, জাতীয় রক্ষিদল ছাড়া বিপ্লবের জয়, অথবা জাতীয় রক্ষিদলের বিরুদ্ধে

সৈন্যবাহিনীর জয় হতে পারে না। অসামরিকদের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে এই ছিল সৈন্যবাহিনীর কুসংস্কার। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে সমগ্র জাতীয় রক্ষিদল লাইন সৈন্যদলের সঙ্গে মিলে অভ্যুত্থান দমনের ফলে এই কুসংস্কার আরও সুদৃঢ় হয়। বোনাপার্টের কার্যভার গ্রহণের পরে শাঙ্গার্নিয়ের হাতে এই রক্ষিদলের সৈনাপত্য এবং প্রথম সামরিক ডিভিশনের সৈনাপত্য সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়ে একত্র করায় জাতীয় রক্ষিদলের অবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এতে জাতীয় রক্ষিদলের সৈনাপত্য যেমন সামরিক প্রধান সেনাপতির একটা অঙ্গ হিসেবে দেখা দিল, তেমনি জাতীয় রক্ষিদলটাকেই মনে হতে লাগল লাইন সৈন্যবাহিনীর লেজুড়মাত্র। শেষ পর্যন্ত ১৩ জুন জাতীয় রক্ষিদলের ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে গেল, তার কারণ এইমাত্র নয় যে, রক্ষিদলকে আংশিকভাবে ভেঙে দেওয়া হল, আর তখন থেকে সারা ফ্রান্সে মাঝে মাঝে এ ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে শেষে সেটার কয়েকটি টুকরোমাত্র বাকি রইল। ১৩ জুনের মিছিল ছিল সর্বোপরি গণতন্ত্রী জাতীয় রক্ষিদলের মিছিল। সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে সেদিন অবশ্য তারা অস্ত্রবহন করে নি, রক্ষিদলের উর্দি পরিধান করেছিল, কিন্তু এই উর্দিটাই ছিল তাদের রক্ষাকবচ। সৈন্যরা নিশ্চিত বুঝল যে, এই উর্দি অন্য যে কোন পশমী বস্ত্রখণ্ডেরই মতো। যাদু কেটে গেল। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে বুর্জোয়ারা এবং পেটি বুর্জোয়ারা জাতীয় রক্ষিদল হিসেবে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল; ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন বুর্জোয়ারা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদলকে ছত্রভঙ্গ করতে দিল; ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বুর্জোয়াদেরই জাতীয় রক্ষিদল লোপ পেল, আর বোনাপার্ট অতঃপর সেটাকে ভেঙে দেবার নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সেই সত্যটাকে বিধিবদ্ধ করলেন মাত্র। এইভাবে বুর্জোয়ারা নিজেরাই সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের শেষ অস্ত্রখানা ভেঙে ফেলেছিল, কিন্তু ভাঙতে হয়েছিল সেইমাত্র পেটি বুর্জোয়ারা তার সামন্ত প্রজার মতো প্রভুর পিছনে নয়, দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের সামনে বিদ্রোহীরূপে; আর সাধারণভাবে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় তারা স্বহস্তেই ধ্বংস করতে বাধ্য হয় যে-মুহূর্তে তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে স্বৈরশাসক।

ইতোমধ্যে, ১৮৪৮ সালে যে ক্ষমতা হস্তচ্যুত বলে মনে হবার পর ১৮৪৯ সালে বাধ-বন্ধমুক্ত অবস্থায় আবার ফিরে আসে, শৃঙ্খলা পার্টি সেই ক্ষমতা পুনর্জয়ের ঘটনা উদযাপন করেছিল, সেইসব অনুষ্ঠান ছিল — প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি কটূক্তিবর্ষণ; তাদের নিজেদের নেতাদের ঘটান বিপ্লব সমেত ভবিষ্য, বর্তমান এবং অতীত সমস্ত বিপ্লবের উদ্দেশে অভিসম্পাত-বৃষ্টি; আর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সংগঠনের অধিকার হরণ এবং অবরোধের অবস্থাকে স্বাভাবিক ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করার আইন। এরপর অগস্টের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাতীয় সভার অধিবেশন মুলতবি রইল, সেটা অনুপস্থিতিকালের জন্যে একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করে গেল। এই বিরতির সময়ে লেজিটিমিস্টরা এম্স্-এর সঙ্গে, অর্লিয়ান্সীরা ক্ল্যারমণ্টের সঙ্গে চক্রান্ত চালাতে থাকল, বোনাপার্ট চক্রান্ত চালালেন রাজকীয় সফর দিয়ে, আর জেলা পরিষদগুলি চক্রান্ত চালাল সংবিধান সংশোধনের আলোচনা মারফত। জাতীয় সভার মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে এসব ব্যাপার নিয়মিতভাবেই ঘটে থাকে, যা প্রকৃত ঘটনার পর্যায়ে উঠলেই আলোচ্য। এখানে একটি কথামাত্র যোগ করা যায়, শৃঙ্খলা পার্টি যখন সেটার রাজতান্ত্রিক অংশদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ ক'রে সর্বসাধারণের কাছে নিজেদের কলঙ্কিত করছিল, এমন সময়ে জাতীয় সভার পক্ষে বেশ কিছুকালের মতো যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান ক'রে প্রজাতন্ত্রের শীর্ষদেশে দ্রষ্টব্য হিসেবে লুই বোনাপার্টের একক যদিচ শোচনীয় মূর্তিকে রেখে যাওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হয় নি। যতবার এইসব বিরতির সময়ে পার্লামেণ্টের তালগোল পাকান কলরব থেমে গিয়ে সেটার অবয়ব জাতির মাঝে মিশে গেছে, তখন এটা নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এই প্রজাতন্ত্রের আসল রূপটি সম্পূর্ণ করতে অভাব ছিল শুধু একটি জিনিসের: পূর্বোক্তের বিরতি চিরস্থায়ী করা এবং শেষোক্তের মূলমন্ত্র মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা: পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ বাহিনী!

৪

১৮৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে জাতীয় সভার আরও এক অধিবেশন হয়। ১ নভেম্বর একটি বাণীতে বারো-ফাল্ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা করে বোনাপার্ট সভাকে সচকিত করেন। বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের যেভাবে বরখাস্ত করলেন তেমন কাটখোট্টা রকমে কেউ কখনও নিজের তাঁবেদারদের বরখাস্ত করে নি। জাতীয় সভাকে যে-পদাঘাত করতে মনস্থ করা হয়েছিল সেটা আপাতত দেওয়া হল বারো অ্যান্ড কোম্পানিকে।

আমরা দেখেছি, বারো মন্ত্রিসভা ছিল লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে গঠিত — শৃঙ্খলা পার্টির মন্ত্রিসভা। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার বিলুপ্তি, রোম অভিযানের ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক পার্টি উচ্ছেদের জন্যে বোনাপার্টের দরকার ছিল এই মন্ত্রিসভার। এই মন্ত্রিসভার আড়ালে তিনি নিজেকে যেন আপাতদৃষ্টিতে মুছে দিয়েছিলেন, শৃঙ্খলা পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা সমর্পণ করেছিলেন, আর লুই ফিলিপের আমলে এক দায়িত্বশীল পত্রিকা-সম্পাদক যে বিনয়ী ভূমিকার মুখোস ধারণ করেছিলেন সেই খড়ের মানুষের মুখোসটি তিনি পরেছিলেন। সে মুখোস যখন নিজ চেহারা ঢেকে রাখার হাল্‌কা আবরণের বদলে যা চেহারা দেখাতে দেয় না এমন লোহার মুখোসে পরিণত হল তখন তিনি সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় সভাকে শৃঙ্খলা পার্টির নামে উড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি বারো মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেছিলেন; সেটাকে তিনি বরখাস্ত করলেন শৃঙ্খলা পার্টির জাতীয় সভা থেকে স্বতন্ত্র করে নিজের নাম জাহির করার জন্যে।

মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার আপাতগ্রাহ্য অজুহাতের অভাব ছিল না। জাতীয় সভার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিও একটা ক্ষমতা হিসেবে প্রতীয়মান হোক, এটুকু সৌজন্য প্রদর্শনেও বারো মন্ত্রিসভা অবহেলা করে। জাতীয় সভার বিরতিকালে বোনাপার্ট এদগার নে-র কাছে লেখা একখানা চিঠি প্রকাশ করেন, তাতে তিনি যেন পোপের* অনুদার মনোভাবের প্রতি বিরাগ

---

* ৯ম পায়েস। — সম্পাঃ

দেখালেন, ঠিক যেভাবে সংবিধান-সভার বিরোধিতা করে তিনি রোম প্রজাতন্ত্র আক্রমণের জন্যে* উদিনোকে প্রশংসা করে একখানা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় সভা এবার যখন রোম অভিযানের ব্যয় মঞ্জুর করল, তখন ভিক্তর হুগো তথাকথিত উদারনীতি হেতুর জন্যে চিঠিখানা উত্থাপন করেছিলেন। শৃঙ্খলা পার্টি অবজ্ঞাসূচক অবিশ্বাসের চীৎকারে বোনাপার্টের মতামতের যে কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে এই ধারণাটাকেই উড়িয়ে দিল। একজন মন্ত্রীও তাঁর হয়ে লড়তে এগিয়ে এল না। আর একবার বারো তাঁর সুবিদিত ফাঁপা বাগাড়ম্বরে মঞ্চ থেকে রোষবাক্য বর্ষণ করে বসেছিলেন 'জঘন্য চক্রান্ত' নিয়ে, যা তাঁর মতে চলছিল রাষ্ট্রপতির নিকটতম পার্শ্বচরদের মধ্যে। পরিশেষে, মন্ত্রিসভা জাতীয় সভার কাছ থেকে অর্লিয়ান্সের ডাচেস-এর জন্যে বৈধব্য-ভাতা আদায় করে নিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাতা বাড়াবার সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। বোনাপার্টের মধ্যে সাম্রাজ্যের দাবিদার আর ভাগ্যহীন বেপরোয়া মানুষ এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল যাতে তাঁকে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করতে হবে এই মস্ত ধারণাটার পরিপূরক হিসেবে সর্বদাই ছিল আর-একটা মস্ত ধারণা: ফরাসী জাতির ব্রতই হল তাঁর ঋণ শোধ করা।

বারো-ফালু মন্ত্রিসভা ছিল বোনাপার্টের পয়দা-করা প্রথম এবং শেষ **পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা**। সুতরাং সেটাকে খারিজ করাটা হল একটি সন্ধিক্ষণ। পার্লামেণ্টীয় রাজ বজায় রাখার জন্যে যে পদটি অপরিহার্য সেই নির্বাহী ক্ষমতার হাতলটি এর সঙ্গে সঙ্গে খোয়াল শৃঙ্খলা পার্টি, যা সেটা কখনও আবার জিতে নিতে পারে নি। এটা সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে পাঁচ লক্ষাধিক কর্মচারীর একটি বাহিনী হাতে থাকায় নির্বাহী ক্ষমতার স্বার্থ আর জীবিকার একটি বিরাট রাশিকে অনবরত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে রাখে; নাগরিক সমাজে জীবনের সর্বাত্মক অভিব্যক্তি থেকে সামান্যতম প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত, অস্তিত্বের ব্যাপকতম ধরন থেকে ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রা পর্যন্ত সর্বস্তরে সমাজকে রাষ্ট্র যেখানে পাশবদ্ধ করে, নিয়ন্ত্রিত আর সমন্বিত করে, সেটার তদারক করে, সেটাকে শিক্ষাদীক্ষা দেয়; অতি অসাধারণ কেন্দ্রীকরণের ফলে যেখানে এই পরগাছা

২য় খণ্ডের পৃঃ ১৪৯-১৫১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

সংস্থাটি এমন সর্বব্যাপী আর সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠে, এমন ত্বরিত চলনশক্তি আর স্থিতিস্থাপকতার ক্ষমতা অর্জন করে, যেটার অনুরূপতা মেলে কেবল বাস্তব সমাজদেহটার নিরুপায় নির্ভর আর শিথিল নিরাকারের মাঝে — এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, এমন দেশে জাতীয় সভা মন্ত্রিপদগুলির উপরে কর্তৃত্ব হারালে সমস্ত সত্যিকারের প্রভাব খুইয়ে বসে, যদি সেটা একই সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনকে সরলতর করে না আনে, কর্মচারী বাহিনীকে যথাসম্ভব হ্রাস না করে, আর শেষ কথা, সমাজ আর জনমতকে যদি সরকারী ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র করে ঐ দুইয়ের নিজ-নিজ সংস্থা সৃষ্টি করতে না দেয়। কিন্তু বহু শাখাপ্রশাখা সহ এই সুবিস্তৃত রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বজায় রাখার সঙ্গেই তো ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর **বৈষয়িক স্বার্থ** নিবিড়তম বন্ধনে জড়িত। এখানে তারা নিজেদের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্যে কর্মসংস্থান করে, এবং মুনাফা, সুদ, খাজনা আর নানাবিধ দক্ষিণার রূপে যেটুকু পকেটস্থ করা যায় না সেটাকে সরকারী মাইনের আকারে পুষিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, তাদের **রাজনৈতিক স্বার্থ** তাদের বাধ্য করেছে দমন-পীড়নের ব্যবস্থাবলি এবং কাজেই রাষ্ট্রশক্তির উপায়-উপকরণ আর লোক-লশকর প্রতিদিন বাড়িয়ে চলতে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালাতে হয়েছে এবং সামাজিক আন্দোলনের স্বতন্ত্র সংস্থাগুলিকে যখন কেটে একেবারে বাদ দিতে পারে নি সেক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচিত্তে সেগুলির অঙ্গচ্ছেদ করতে, সেগুলিকে পঙ্গু করে ফেলতে হয়েছে। এইভাবে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী সেটার শ্রেণীগত অবস্থিতির দরুন একদিকে সমস্ত পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার, তাই তাদের নিজেদেরও ক্ষমতার অপরিহার্য পরিবেশ লোপ করতে, এবং অন্যদিকে সেটার বিরুদ্ধ নির্বাহী ক্ষমতাটাকে অদম্য করে তুলতে বাধ্য হয়েছিল।

নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে বলা হত দ'অপুল মন্ত্রিসভা। জেনারেল দ'অপুল প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন, সে অর্থে নয়। বারোকে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বরং বোনাপার্ট এই সম্মানিত পদটাকে উঠিয়ে দেন; বাস্তবিকই এই পদটা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে আইনত অকিঞ্চিৎকর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল, তা আবার এমনই নিয়মতান্ত্রিক রাজা যার সিংহাসন কিংবা রাজমুকুট নেই, নেই রাজদণ্ড কিংবা তরবারি, দায়িত্বহীনতার সুবিধা কিংবা উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদের অলঙ্ঘনীয়তা নেই, আর চরম অসুবিধার কথা,

নেই সিভিল লিস্টের (Civil List) জন্যে ভাতা বরাদ্দ। দ'অপুল মন্ত্রিসভাতে পার্লামেন্টীয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সদস্য একজনই ছিলেন — সুদখোর মহাজন **ফুল্দ**, ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্চস্তরের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর ভাগে পড়ল অর্থদপ্তর। প্যারিসের ফটকাবাজারে শেয়ারের দরগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যায় ১৮৪৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে বোনাপার্টিস্ট প্রতিষ্ঠার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকারী সিকিউরিটির দাম ওঠে-পড়ে। ফটকাবাজারকে এইভাবে মিত্র হিসেবে পেলেন বোনাপার্ট, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের পুলিস কর্তার পদে কার্লিয়েকে নিযুক্ত করে পুলিস বাহিনীকে হস্তগত করে নিলেন।

অবশ্য কেবল ঘটনাস্রোতের মধ্যেই এই মন্ত্রিবদলের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিল। শুরুতে, বোনাপার্ট এক-পা এগুলেন, কিন্তু আরও বেশি লক্ষণীয়ভাবে তাঁকে হঠতে হল। তাঁর রুক্ষ বাণীটার পরে এল জাতীয় সভার প্রতি হীনানুগত্যের ঘোষণা। যতবার মন্ত্রীরা সাহস করে তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালকে বিধানিক প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করার দ্বিধাগ্রস্ত চেষ্টা করেছেন, ততবারই মনে হয়েছে তাঁরা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়ে হাস্যকর দায়িত্বপালনে প্রবৃত্ত হয়েছেন যেটার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতা সম্পর্কে তাঁরা আগেই নিশ্চিত। যতবার বোনাপার্ট মন্ত্রীদের অজ্ঞাতসারে নিজ অভিপ্রায় হঠাৎ-হঠাৎ বলে ফেলেছেন এবং তাঁর 'idées napoléonicnnes' (৪৭) নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ততবার তাঁর নিজেরই মন্ত্রীরা জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে তাঁকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর জবরদখলী বাসনা শ্রুতিগোচর হত যেন কেবল যাতে তাঁর শত্রুদের কুটিল হাসি স্তব্ধ না হয়। তিনি প্রতিভাধর, যাকে কেউ চিনতে পারল না, যাকে সর্বসাধারণই বোকা মনে করে — এমনটা হল তাঁর আচরণ। এই সময়ে তিনি যে-পরিমাণে সমস্ত শ্রেণীর অবজ্ঞাভাজন হয়েছিলেন ততখানি আর কখনও নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী আর কখনও অত অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে নি, আধিপত্যের চিহ্নগুলোকে তারা অত জাঁকিয়ে ফুটিয়ে তোলে নি আর কখনও।

এদের বিধানিক কার্যকলাপের ইতিহাস এখানে লেখার প্রয়োজন দেখি না, সেটা চুম্বকে রয়েছে এই সময়ের দুটো আইনে: **মদ্য-কর** পুনঃপ্রবর্তনের আইন এবং ধর্মে অনাস্থা দূর করার **শিক্ষা আইন**। এতে মদ্যপান ফরাসীদের

পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলেও সৎ জীবনের বারি তারা আরও প্রচুর পরিমাণে পেতে লাগল। মদ্য-কর আইনে যদি বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসীদের পুরনো ঘৃণ্য কর-ব্যবস্থাকে অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা করে থাকে, তবে জনসাধারণের মধ্যে সেই কর-ব্যবস্থা মেনে নেবার উপযোগী সাবেকী মনোবৃত্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা হল শিক্ষা আইনের সাহায্যে। অর্লিয়ান্সীরা, উদারপন্থী বুর্জোয়ারা, ভল্টেয়ারবাদ এবং পাশ্চিমশালী দর্শনের এই পুরনো মন্ত্রশিষ্যরা কীভাবে তাদের বংশানুক্রমিক শত্রু জেশুইটদের হাতে ফরাসী মানসের তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিল দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। কিন্তু রাজসিংহাসনের দাবিদার নিয়ে অর্লিয়ান্সী এবং লেজিটিমিস্টরা যতই পৃথক হয়ে যাক, তারা বুঝেছিল তাদের যুগ্মশাসন নিরাপদ করতে হলে দুটো যুগের দমন-পীড়নের উপায়গুলোকে একত্র করতে হবে, জুলাই রাজতন্ত্রের দমন-ব্যবস্থাটাকে পরিপূর্ণ এবং আরও শক্তিশালী করতে হবে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন পর্বের দমন-ব্যবস্থা দিয়ে।

সমস্ত আশাভঙ্গের পরে, একদিকে শস্যের দামের নিম্নহার এবং অন্যদিকে কর আর মর্টগেজ ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝায় চূড়ান্ত মাত্রায় নিষ্পেষিত কৃষকেরা জেলায় জেলায় চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। প্রত্যুত্তরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান করে তাদের করা হল যাজকদের অধীন, পৌরপ্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের জেলাশাসকদের (prefects) অধীন করা হল, তাছাড়া একটা গোয়েন্দাগিরি ব্যবস্থার অধীন করা হল সবাইকে। প্যারিসে এবং বড় শহরগুলিতে প্রতিক্রিয়ার মূর্তিটা যুগোচিত ছিল এবং সেটার আঘাতের চেয়ে আস্ফালনই ছিল বেশি। গ্রামাঞ্চলে সেটা হয়ে দাঁড়াল মূঢ়, স্থূল, নীচ, একঘেয়ে আর বিরক্তিকর — এককথায় সশস্ত্র পুলিস। যাজকমণ্ডলীর কর্তৃত্ব দিয়ে পূত তিন-বছরের এই পুলিসী রাজ অপরিণত জনতার মনোবল ভেঙে দেবেই, সেটা বোঝাই যায়।

জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে শৃঙ্খলা পার্টি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যতই ক্রোধ এবং আবেগময় আক্রমণ চালাক না কেন, তাদের বক্তব্য কিন্তু ছিল ঠিক সেই খ্রীষ্টানদের মতোই একস্বরা, যাদের উক্তি শুধু: হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না! যেমন সংবাদপত্রে তেমনি বক্তৃতামঞ্চেও একস্বরা। যার উত্তর আগেই জানা এমন ধাঁধার মতো নীরস। প্রশ্নটা যা নিয়েই হোক — আবেদন পেশ করার

অধিকার কিংবা মদ্য-কর, মুদ্রণের স্বাধীনতা অথবা অবাধ বাণিজ্য, ক্লাব অথবা মিউনিসিপাল সনদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ কিংবা রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ন্ত্রণ -- প্রতিক্ষেত্রেই বারবার স্লোগান অবিরাম পুনরাবৃত্ত একই, সর্বদাই একই বিষয়বস্তু, রায়টা সদাপ্রস্তুত এবং অনিবার্যভাবে তা হল: **'সমাজতন্ত্র!'** এমনকি বুর্জোয়া উদারনীতিকে পর্যন্ত **সমাজতান্ত্রিক** বলে ঘোষণা করা হয়, বুর্জোয়া জ্ঞানান্বেষণও সমাজতান্ত্রিক, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সংস্কার -- সমাজতান্ত্রিক। যেখানে আগে থেকে খাল রয়েছে সেখানে রেলপথ নির্মাণ সমাজতান্ত্রিক; আর কিরীচাঘাতের মুখে লাঠি-হাতে আত্মরক্ষাও সমাজতন্ত্র।

এটা কেবল শব্দালঙ্কার, ফ্যাশন বা পার্টিগত কৌশল নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর এটা বোঝার মতো যথাযথ অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, সামন্ততন্ত্রের বিপক্ষে তাদের নির্মিত সমস্ত অস্ত্রের সূচীমুখ তাদেরই বিরুদ্ধে ঘুরে গেছে, শিক্ষাদীক্ষার যত উপায় তারা পয়দা করেছিল সবই বিদ্রোহী হয়েছে তাদের নিজস্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে, তাদের সৃষ্টি করা সমস্ত দেবতা তাদের ত্যাগ করেছে। তারা বুঝেছিল সমস্ত তথাকথিত বুর্জোয়া স্বাধীনতা আর প্রগতির সংস্থা তাদের **শ্রেণী-শাসনকে** সেটার সামাজিক ভিত্তিমূলে এবং রাজনৈতিক শীর্ষদেশে যুগপৎ আক্রমণ করে বিপন্ন করছে, কাজেই সেগুলো **'সমাজতান্ত্রিক'** হয়ে পড়েছে। এই বিপদ এবং আক্রমণের মধ্যে তারা সমাজতন্ত্রের গূঢ় তথ্যটা ঠিকই ধরেছিল; তথাকথিত সমাজতন্ত্র যতটা আত্মবিচার করতে জানে তার চেয়ে সঠিকভাবে সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য এবং প্রবণতার বিচার তারা করতে পারে; তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভাবাকুল বিলাপই করুক অথবা ভবিষ্য স্বর্ণযুগ এবং বিশ্বমানবের ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে খ্রীষ্টানী ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী করুক, কিংবা মানস, শিক্ষা বা মুক্তি সম্পর্কে মানবতাধর্মী বচনই বিলাক, অথবা তত্ত্ববাগীশের মতো সর্বশ্রেণীর মিলমিশ আর কল্যাণের ব্যবস্থা বানিয়েই তুলুক, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের প্রতি এত ঔদাসীন্যভরে কঠিনহৃদয় হয়ে ওঠে কেন সেটা তাই তারা বুঝতে পারে না। তবু বুর্জোয়া শ্রেণী যেটা ধরতে পারে নি তা হল এই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তটা যে, তাদের নিজস্ব **পার্লামেণ্টীয় রাজও**, সাধারণভাবে তাদের **রাজনৈতিক শাসনও** তখন **সমাজতান্ত্রিক** বলে নিন্দার ঢালাও ফতোয়া পেতে বাধ্য। যতকাল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন সম্পূর্ণ সংগঠিত হয় নি, যতকাল তা বিশুদ্ধ

রাজনৈতিক অভিব্যক্তি লাভ করে নি, ততকাল অন্যান্য শ্রেণীর বৈরিতাও সেটার বিশুদ্ধ আকারে দেখা দিতে পারে নি, এবং যেখানে সেটা দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রাম যাতে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয় সেই বিপজ্জনক ধারায় চলতে পারে নি। সমাজে যে কোন প্রাণের স্পন্দন দেখলে তাদের যখন মনে হয় 'শান্তি' বিপন্ন, তাহলে কী করে তারা সমাজের শীর্ষস্থানে বজায় রাখতে চাইতে পারে একটা **অশান্তির রাজ**, তাদের নিজ রাজ, **পার্লামেণ্টীয় রাজ**, তাদের জনৈক মুখপাত্রের ভাষায় যেটাকে বেঁচে থাকতে হয় সংগ্রামের মধ্যে এবং সংগ্রাম করেই? পার্লামেণ্টীয় রাজ টিকে থাকে আলোচনার উপরে; কী করে তারা আলোচনা নিষিদ্ধ করবে? প্রতিটি স্বার্থ, প্রতিটি সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান এখানে সাধারণ ভাব-ধারণায় রূপান্তরিত হয়, ভাব-ধারণা হিসেবে তা নিয়ে বিতর্ক চলে; তাহলে কোন স্বার্থ, কোন প্রথা-প্রতিষ্ঠান কী উপায়ে এখানে চিন্তার ঊর্ধ্বে বজায় থাকতে, বিশ্বাসের প্রতীকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে? সভামঞ্চে বক্তাদের বাক্‌যুদ্ধ খবরের কাগজের কলমবাজি জাগিয়ে তোলে; পার্লামেণ্টের বিতর্কসভার পরিপূরক হয়ে আসে বৈঠকখানা আর শুঁড়িখানার বিতর্ক ক্লাবগুলো, তাতে অন্যথা হয় না; যে প্রতিনিধিরা নিয়ত জনমতের দরবারে আবেদন জানায়, তারা আবেদনপত্রে ঠিক মনের কথাটা বলার অধিকার দেয় জনমতকে। পার্লামেণ্টীয় রাজ সবকিছু ছেড়ে দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের উপর; তাহলে পার্লামেণ্টের বাইরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা মীমাংসা করতে চাইবে না, সেটা কেমন করে হয়? রাষ্ট্রের চূড়ায় বসে বেহালা বাজালে নিচে সবাই নৃত্য করবে, এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায়?

আগে যেটাকে **উদারনৈতিক** বলে পদিয়েছে সেটাতে ইতোমধ্যে **সমাজতান্ত্রিক** বলে কলঙ্ক দেগে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীকার করছে যে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই তাদের **নিজেদের শাসনের** বিপদ থেকে অব্যাহতি চাই; দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমেই দেশের বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে চিরশান্তি দিতে হবে; সেটার সামাজিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সেটার রাজনৈতিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া চাই; বুর্জোয়ারা ব্যক্তি হিসেবে অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করে চলতে এবং নিরুপদ্রবে সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা উপভোগ করতে থাকতে পারে একমাত্র এই শর্তে যে, অন্যান্য শ্রেণীর

সঙ্গে তাদের শ্রেণীকেও সমানই রাজনৈতিক নাস্তিত্বে পর্যবসিত হতে হবে; বুর্জোয়াদের তহবিলটা বাঁচাতে হলে রাজমুকুটে অধিকার খোয়াতে হবে, আর যে তরবারি তাদের নিরাপদে রাখবে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ডামোক্লিসের খড়্গের মতো নিজেদেরই মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

নাগরিক-সাধারণের স্বার্থের ক্ষেত্রে জাতীয় সভা এমনই বন্ধ্যা প্রতিপন্ন হল যাতে উদাহরণস্বরূপ প্যারিস-আভিনোঁ রেলপথ সম্বন্ধে ১৮৫০ সালের শীতকালে শুরু করা আলোচনা ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখেও শেষ করার মতো পরিণত হয়ে ওঠে নি। সভা যেখানে দমন-পীড়ন চালায় নি অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ ধরে নি সেখানেই চিকিৎসার অসাধ্য বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা যখন আংশিকভাবে শৃঙ্খলা পার্টির মানসতা অনুসারে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়, এবং সেই আইন বলবৎ করা এবং পরিচালনায় শৃঙ্খলা পার্টির রূঢ়তাকেও আংশিকভাবে ছাড়িয়ে যায়, বোনাপার্ট তখন শিশুসুলভ নির্বোধ প্রস্তাব উপস্থিত করে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং জাতীয় সভার প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন, আর ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এমন গুপ্ত ভান্ডার আছে যেটার লুক্কায়িত রত্নসম্ভার যেন কোন অবস্থার দরুন শুধু সাময়িকভাবেই ফরাসী জনগণের হাতে আসতে পারছিল না। নন-কমিশণ্ড অফিসারদের দৈনিক চার-সু বেতনবৃদ্ধির হুকুমটা ছিল এই ধরনের একটা প্রস্তাব। এইরকমেরই ছিল শ্রমিকদের জন্যে একটা সততাভিত্তিক ঋণ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব। দান হিসেবে টাকা এবং ঋণ হিসেবে টাকা — এই ধরনের সম্ভাবনা দেখিয়েই তিনি জনগণকে প্রলুব্ধ করবার আশা করেছিলেন। দান ও ঋণ — উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের অর্থবিজ্ঞান এতেই সীমাবদ্ধ। বোনাপার্ট শুধু এই ধরনের কলকাঠি নাড়তেই জানতেন। জনগণের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে এমন নির্বোধের মতো ফটকা সিংহাসনের আর কোন দাবিদার কখনও খেলে নি।

জাতীয় সভার ঘাড় ভেঙে জনপ্রিয়তা অর্জনের এইসব সন্দেহাতীত চেষ্টা প্রসঙ্গে, এবং ঋণভারের অঙ্কুশ যাকে অগ্রগমনে বাধ্য করছে অথচ কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠিত সুনাম যাকে নিরস্ত করছে না এহেন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির মরিয়া কূদেতা করার হঠকারিতার ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্বন্ধে জাতীয়

সভা বারবার ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। শৃঙ্খলা পার্টি এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিরোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করল, এমন সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা অনুতপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আবার তাদের ক্রোড়ে এনে ফেলল। **১৮৫০ সালের ১০ মার্চের উপনির্বাচনের** কথাই আমরা বলছি। ১৩ জুনের পরে কিছু প্রতিনিধির কারাদন্ড অথবা নির্বাসনের ফলে যেসব আসন শূন্য হয়েছিল সেগুলি পূর্ণ করার জন্যে এই নির্বাচন হয়। প্যারিস কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করেছিল। এমনকি প্যারিসের অধিকাংশ ভোট জড় করা হয়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের এক বিদ্রোহীর পক্ষে, দা ফ্লত-এর পক্ষে। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়ারা ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় এইভাবে। মনে হল তারা যেন বিপদের মুহূর্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে গিয়েছিল কেবল ভবিষ্যতে অধিকতর অনুকূল কোন পরিস্থিতিতে আরও সংখ্যাবহুল জঙ্গী বাহিনী নিয়ে অধিকতর সাহসী রণধ্বনি তুলে সেখানে ফিরে আসার জন্যেই। একটা পরিস্থিতি যেন এই নির্বাচনী জয় থেকে উদ্ভূত বিপদটাকে বাড়িয়ে তুলল। প্যারিসে সৈন্যরা জুনের এই বিদ্রোহীকে ভোট দিল বোনাপার্টের অন্যতম মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে, আর জেলাগুলিতে তারা ভোট দিল প্রধানত 'পর্বতের' প্রার্থীদের — প্যারিসের মতো চূড়ান্তভাবে না হলেও, জেলাগুলোতেও 'পর্বত' তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাধান্য রক্ষা করতে পেরেছিল।

বোনাপার্ট দেখলেন বিপ্লব হঠাৎ আবার তাঁর সামনে এসে পড়েছে। যেমন ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, যেমন ১৮৪৯-এর ১৩ জুন, তেমনি ১৮৫০ সালের ১০ মার্চ তিনি শৃঙ্খলা পার্টির আড়ালে অদৃশ্য হলেন। তিনি প্রণতি জানালেন, কাপুরুষের মতো ক্ষমাভিক্ষা করলেন, পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু দলের নির্দেশক্রমে তাদের মনঃপূত যে কোন মন্ত্রিসভা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমনকি অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের নেতাদের — তিয়ের, বেরিয়ে, ব্রলি, মলে-দের, সংক্ষেপে তথাকথিত বার্‌গ্রেভদের (৪৮) রাষ্ট্রের হাল ধরতেই মিনতি জানালেন। এই যে সুযোগ আর কখনও আসবে না শৃঙ্খলা পার্টি সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারল না। প্রস্তাবিত ক্ষমতা সাহসের সঙ্গে অধিকার করা দূরে থাক, তারা ১ নভেম্বর বিতাড়িত মন্ত্রিসভার পুনর্নিয়োগে পর্যন্ত বোনাপার্টকে বাধ্য করল না; মার্জনা দিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত করে এবং

দ'অপুল মন্ত্রিসভায় শ্রীযুক্ত বারোশ-কে জুড়ে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট রইল। সরকারী অভিশংসক হিসেবে এই বারোশ বুর্জের হাই কোর্টে তর্জন-গর্জন করেছিলেন, প্রথমে ১৫ মে-র বিপ্লবপন্থীদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় বার ১৩ জুনের গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় সভার জীবননাশ চেষ্টার অভিযোগে। বোনাপার্টের অন্য কোন মন্ত্রী পরবর্তীকালে জাতীয় সভার অবমাননায় এঁর চেয়ে বেশি ভূমিকা নেন নি, আর ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের পর আবার আমরা এঁকে দেখতে পাই চড়া বেতনে স্বচ্ছন্দে অধিষ্ঠিত সেনেটের সহ-সভাপতিরূপে। বিপ্লবপন্থীদের ঝোলে তিনি থুথু ফেলেছিলেন যাতে বোনাপার্ট সেটা লেহন করে নিতে পারেন।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি যেন নিজেদের জয়লাভ সম্পর্কে আবার সন্দেহসৃষ্টি ক'রে সেটার সূচিমুখ ভোঁতা করে ফেলার অছিলারই সন্ধান করছিল। প্যারিসের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম ভিদাল একই সঙ্গে স্ট্রাসবুর্গে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্যারিসের আসনটি ত্যাগ করে স্ট্রাসবুর্গের আসন গ্রহণ করতে তাঁকে রাজী করা হল। এইভাবে নির্বাচনে জয়লাভটাকে চূড়ান্ত না করে তুলে এবং তাতে করে অবিলম্বে পার্লামেন্টে শৃঙ্খলা পার্টিকে দ্বন্দ্বে নামতে বাধ্য না করে, জনগণের উৎসাহ এবং সৈন্যবাহিনীতে অনুকূল মেজাজের এই মুহূর্তে ঐভাবে প্রতিপক্ষকে লড়াই করতে বাধ্য করার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পার্টি মার্চ-এপ্রিল মাসে একটা নতুন নির্বাচনী অভিযানে প্যারিসকে ক্লান্ত করে দিল, অস্থায়ী নির্বাচনের এই পৌনঃপুনিক খেলায় জনগণের জাগ্রত উত্তেজনাকে নিভে যেতে দিল, বৈপ্লবিক উদ্যমকে পরিতৃপ্ত হতে দিল নিয়মতান্ত্রিক সাফল্যে, তুচ্ছ ঘোঁট আর ফাঁকা বক্তৃতা এবং মেকি আন্দোলনের মধ্যে সেটাকে বিলীন হয়ে যেতে দিল, বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমবেত এবং প্রস্তুত হবার সুযোগ দিল, আর শেষে, মার্চের নির্বাচনের তাৎপর্যকে ক্ষীণ করে দিল এপ্রিলের উপনির্বাচনে একটা ভাবালু ভাষা দিয়ে, সেটা এজেন স্যু-র। এককথায়, ১০ মার্চকে তারা 'এপ্রিল ফুল্‌' করে ছেড়েছিল।

পার্লামেন্টে সংখ্যাগুরু অংশ তাদের প্রতিপক্ষের দুর্বলতা টের পেল। এদের সতেরো জন বারগ্রেভ, যাদের উপর বোনাপার্ট ছেড়ে দিয়েছিলেন আক্রমণের পরিচালনা আর দায়িত্ব, তারা একটা নতুন নির্বাচনী আইন রচনা

করল; আইনটা উত্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হল এ সম্মান পাবার জন্যে তিনি মিনতি করেছিলেন ম. ফশে-কে. ৮ মে তাঁর উত্থাপিত এই আইনে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল হল, নির্বাচন-এলাকাতে নির্বাচকদের তিন বছর বসবাসের শর্ত আরোপ করা হল এবং, শেষে, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বসবাসের প্রমাণটাকে মালিকদের সার্টিফিকেটের সাপেক্ষ করা হল।

নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতন্ত্রীরা যেমন বৈপ্লবিক কায়দায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে তুমুল কান্ড করেছিল, ঠিক তেমনি যখন সেই জয়ের গুরুত্বটাকে অস্ত্রহাতে প্রমাণ করার প্রয়োজন হল, তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় উপদেশ ছড়াল শৃঙ্খলা, সমুন্নত প্রশান্তি **(calme majestueux)** আর বৈধ কার্যক্রমের জন্যে, অর্থাৎ আইন হিসেবে চেপে-বসা প্রতিবিপ্লবের সংকল্পের কাছে নির্বিচার বশ্যতাস্বীকারের জন্যে। বিতর্কের সময়ে 'পর্বত' শৃঙ্খলা পার্টির বৈপ্লবিক আবেগচাঞ্চল্যের বিরুদ্ধে আইন মেনে-চলা কূপমন্ডূকের আবেগহীন মনোভাব জাহির করে, এবং সে-পার্টিটা বৈপ্লবিক কায়দায় চলছে এই ভয়াবহ অনুযোগ দিয়ে সেটাকে ধরাশায়ী ক'রে 'পর্বত' শৃঙ্খলা পার্টিকে লজ্জা দিল। এমনকি নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা পর্যন্ত শোভন এবং সুবিবেচনাপূর্ণ আচরণ দিয়ে সযত্নে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেল যে, তাদের নৈরাজ্যবাদী বলে ধিক্কার দেওয়া অথবা তাদের নির্বাচনকে বিপ্লবের জয় হিসেবে গণ্য করা কী ভয়ানক ভুল! নতুন নির্বাচনী আইন গৃহীত হল ৩১ মে। গোপনে রাষ্ট্রপতির পকেটে একখানা প্রতিবাদলিপি ঢুকিয়ে দিয়ে 'পর্বত' ক্ষান্ত হল। নির্বাচনী আইনের পরে এল মুদ্রণ সংক্রান্ত একটা নতুন আইন (৪৯), তাতে বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের যথাযোগ্য নিয়তিই বটে। *National* আর *La Presse* (৫০) এই দুটি বুর্জোয়া মুখপত্র এই মহাপ্লাবনের পর টিকে রইল বিপ্লবের সবচেয়ে আগুয়ান ঘাঁটি হিসেবে।

আমরা দেখেছি কীভাবে মার্চ-এপ্রিল মাসে গণতন্ত্রী নেতারা সর্ববিধ চেষ্টা করেন প্যারিসের জনগণকে এক নকল লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলতে, কীভাবে ৮ মে-র পরে তাঁরা সবকিছু করেন তাদের প্রকৃত লড়াই থেকে বিরত করার জন্যে। তাছাড়া ভোলা চলে না যে, ১৮৫০ সাল ছিল শিল্পে আর বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্তের সবচেয়ে চমৎকার বছরগুলিরই একটা, তাই প্যারিসের

প্রলেতারিয়েতের জুটেছিল পূর্ণ কর্মসংস্থান। কিন্তু ১৮৫০ সালের ৩১ মে তারিখের নির্বাচনী আইন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ থেকে একেবারেই বাদ দিল। সংগ্রামের রঙ্গভূমি থেকেই সেটা তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে শ্রমিকরা যেমন অপাঙক্তেয় ছিল, আবার তাদের সেই অবস্থায় ঠেলে ফেলা হল। এমন একটা ঘটনা সত্ত্বেও গণতন্ত্রীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিজেদের বৈপ্লবিক শ্রেণী-স্বার্থ ভুলে গিয়ে তারা একটা বিজেতা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবার সম্মান বিসর্জন দিল, নিজ অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করল, প্রমাণ করে দিল যে, ১৮৪৮-এর জুন মাসের পরাজয় তাদের বছরের পর বছরের মতো সংগ্রামের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, আপাতত ইতিহাসের প্রক্রিয়াটা ফের চলতে থাকবে তাদের মাথার **উপর দিয়ে**। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র ১৩ জুন চীৎকার করে উঠেছিল, 'সর্বজনীন ভোটাধিকারকে আক্রমণ করলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব!', তারা এখন নিজেদের প্রবোধ দিল এই বলে যে, প্রতিবৈপ্লবিক যে আঘাত তাদের উপরে পড়ল সেটা কোন আঘাতই নয়, আর ৩১ মে-র আইনটা আইনই নয়। ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক ভোটঘরে হাজির হবে একহাতে ভোটপত্রী, অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে — এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই তারা সন্তুষ্ট থাকল। শেষে, সৈন্যবাহিনীর বড়কর্তারা ১৮৫০ সালের মার্চ আর এপ্রিলের নির্বাচনের জন্যে সৈন্যদের শাস্তি দিলেন, ঠিক যেভাবে ১৮৪৯ সালের ২৮ মে-র নির্বাচনের জন্যে তারা শিক্ষা পেয়েছিল। এবার কিন্তু তারা স্থিরনিশ্চিতভাবে বলল, 'বিপ্লব আর তৃতীয় বার আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।'

১৮৫০ সালের ৩১ মে-র আইন হল বুর্জোয়া শ্রেণীর কুদেতা। ইতিপূর্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় জয়লাভের একটা অস্থায়ী চরিত্র ছিল। তৎকালীন জাতীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেই সেসব জয় বিপন্ন হয়ে পড়ত। নতুন সাধারণ নির্বাচনের অনিশ্চয়তার উপরে সেগুলো নির্ভর করত, আর ১৮৪৮ সালের পরবর্তী নির্বাচনগুলির ইতিহাসে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তব আধিপত্য যত বেড়েছে, জনগণের উপর তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব ততই কমেছে। ১০ মার্চ তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানায়, তার প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া শ্রেণী

সর্বজনীন ভোটাধিকারকে আইনবহির্ভূত করে দিল। ৩১ মে-র আইনটা তাই ছিল শ্রেণী-সংগ্রামের জন্যে একটা অত্যাবশ্যক বস্তু। পক্ষান্তরে, সংবিধানের কড়ারে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইনত সিদ্ধ হতে হলে অন্তত বিশ লক্ষ ভোট পাওয়া চাই। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীদের একজনও এই ন্যূনতম ভোট না পেলে যে পাঁচ জন প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাঁদের একজনকে জাতীয় সভা রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করবে। সংবিধান-সভা যখন এই আইন করেছিল তখন নির্বাচক-তালিকায় এক কোটি নাম লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং সংবিধান-সভার অভিমত অনুসারে, ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের এক-পঞ্চমাংশের ভোটই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইনত সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ৩১ মে-র আইন নির্বাচক-তালিকা থেকে অন্তত ৩০ লক্ষ নাম কেটে দিল, ভোটাধিকারী লোকের সংখ্যা কমিয়ে আনল ৭০ লক্ষে, অথচ তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যে বিশ লক্ষ ভোটের ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটা বজায় রেখে দিল; তাতে ন্যূনতম বৈধ সংখ্যাটা মোট কার্যকর ভোটের পঞ্চমাংশ থেকে বেড়ে প্রায় তৃতীয়াংশ হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন জনগণের হাত থেকে জাতীয় সভার হাতে লুকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সব কিছু করা হল। এইভাবে ৩১ মে-র আইনের সাহায্যে জাতীয় সভা নির্বাচন এবং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সমাজের স্থিতিশীল অংশের হাতে সঁপে দিয়ে শৃঙ্খলা পার্টি যেন তাদের শাসন দ্বিগুণ নিরাপদ করে নিল।

৫

যেইমাত্র বৈপ্লবিক সংকট নিরাপদে পার হওয়া গেল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপ হল, অমনি জাতীয় সভা এবং বোনাপার্টের মধ্যে সংগ্রাম আবার শুরু হল।

সংবিধান বোনাপার্টের বেতন ৬,০০,০০০ ফ্র্যাংক ধার্য করেছিল। নিজ পদে আসীন হয়ে সবে ছয় মাসের মধ্যেই তিনি অংকটা দ্বিগুণ করতে সমর্থ হন। জাতীয় সংবিধান-সভার কাছ থেকে অদিলোঁ বারো তথাকথিত প্রতিনিধিত্ব ভাতা বাবত বছরে অতিরিক্ত ৬,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক নিঙড়ে আদায় করতে পেরেছিলেন। ১৩ জুনের পরে বোনাপার্ট অনুরূপ দাবি আবার উত্থাপনের

ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু বারো-র কাছ থেকে এবার সাড়া পাওয়া গেল না। ৩১ মে-র পরে তিনি কালবিলম্ব না করে অনুকূল মুহূর্তটাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর মন্ত্রীদের দিয়ে জাতীয় সভায় সিভিল লিস্ট বাবত ত্রিশ লক্ষ ফ্র্যাংক বরাদ্দের প্রস্তাব আনালেন। দীর্ঘকালের বেপরোয়া ভবঘুরে জীবনের ফলে তাঁর খুবই বিকশিত একটা ইন্দ্রিয়স্থান গড়ে উঠেছিল, সেটা দিয়ে তিনি টের পেতেন কোন্ দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁর বুর্জোয়াদের কাছ থেকে টাকা নিংড়ে বার করতে পারবেন। রীতিমতো chantage* চালিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহায্যে এবং জ্ঞাতসারেই জাতীয় সভা জনগণের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছিল। তিনি ভয় দেখালেন, থলির মুখ আল্‌গা করে বাৎসরিক ত্রিশ লক্ষ ফ্র্যাংক দিয়ে জাতীয় সভা তাঁর নীরবতা ক্রয় না করলে তিনি জনগণের দরবারে সেটার অপরাধ নিয়ে অভিযোগ তুলে ধরবেন। সভা ত্রিশ লক্ষ ফরাসীর ভোটাধিকার হরণ করেছিল। অচল-করে-দেওয়া ফরাসীদের মাথাপিছু তিনি একটি করে সচল ফ্র্যাঙ্ক চাইলেন, অর্থাৎ ঠিক ত্রিশ লক্ষটি ফ্র্যাঙ্ক। ষাট লক্ষ মানুষের ভোটে নির্বাচিত তিনি; তিনি বললেন, যেসব ভোট থেকে পূর্বাহ্ণেই তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেজন্যে ক্ষতিপূরণ চাই। জাতীয় সভার কমিশন নাছোড়বান্দার আবদার অগ্রাহ্য করল। বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি ভয় দেখাতে লাগল। জাতীয় সভা নীতিগতভাবে জাতির বহুলাংশের সঙ্গে স্পষ্টত সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কি তাদের পক্ষে সম্ভব? বাৎসরিক সিভিল লিস্ট সভা প্রত্যাখ্যান করল বটে, কিন্তু এই একবারের মতো মঞ্জুর করল একুশ লক্ষ ষাট হাজার ফ্র্যাঙ্ক উপরিভাতা। এইভাবে সভা দুনো দুর্বলতার অপরাধ করে বসল: অর্থ মঞ্জুর করল, অথচ সেইসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে ফাঁস করে দিল যে মঞ্জুরিটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। পরে আমরা দেখব কী কারণে বোনাপার্টের এই টাকার প্রয়োজন হয়েছিল: সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপের ঠিক পরেই এই যে বিরক্তিকর পরিণাম ঘটল, যাতে বোনাপার্ট মার্চ-এপ্রিলের সঙ্কটকালীন নম্রভাবের বদলে জবরদখলী পার্লামেণ্টের প্রতি লড়িয়ে ঔদ্ধত্য দেখালেন, তার পরে জাতীয় সভা ১১ অগস্ট থেকে ১১ নভেম্বর তিন মাসের জন্যে

---

* ব্ল্যাকমেল। — সম্পাঃ

মুলতবি রইল। নিজের জায়গায় সভা রেখে গেল আটাশ জন সদস্যের একটি স্থায়ী কমিশন, যেটার মধ্যে একজনও বোনাপার্টপন্থী ছিল না, ছিল কিন্তু নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী কয়েকজন। ১৮৪৯-এর স্থায়ী কমিশনে ছিল কেবল 'শৃঙ্খলা'ওয়ালারা এবং বোনাপার্টপন্থীরা। কিন্তু তখন শৃঙ্খলা পার্টি স্থায়িভাবে ঘোষণা করেছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে। এবার পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়িভাবে ঘোষণা করল রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে। ৩১ মে-র আইনের পরে তিনিই রইলেন শৃঙ্খলা পার্টির সামনে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৮৫০ সালের নভেম্বরে আবার জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে মনে হল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেটার ইতিপূর্বে যেসব খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে তার বদলে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এক বিরাট, নির্মম সংগ্রাম, জীবনমরণ সংগ্রাম।

১৮৪৯ সালের মতো এই বছরও পার্লামেন্টের বিরতিকালে শৃঙ্খলা পার্টি সেটার বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রত্যেকটা উপদল রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের নিজ ঘোঁট পাকাচ্ছিল, যা লুই ফিলিপের মৃত্যুর ফলে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। লেজিটিমিস্টদের রাজা পঞ্চম হেনরি এমনকি প্যারিসে অবস্থিত একটি মন্ত্রিসভা পর্যন্ত যথাবিধি মনোনীত করেছিলেন, যাতে স্থান পেয়েছিলেন স্থায়ী কমিশনের কোন কোন সদস্য। কাজেই অন্য দিকে বোনাপার্টও তখন ফ্রান্সের জেলাগুলিতে সফর করার, এবং নিজ উপস্থিতি দিয়ে বাধিত শহরের মেজাজ অনুসারে কখনও অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও-বা অল্পবিস্তর প্রকাশ্যে নিজের পুনঃস্থাপনার পরিকল্পনা ব্যক্ত করে নিজের জন্যে ভোট সংগ্রহের অভিযান চালাবার অধিকার পেলেন। এইসব শোভাযাত্রাকে মহান সরকারী *Moniteur* পত্রিকা এবং বোনাপার্টের ব্যক্তিগত খুদে *Moniteur*গুলি স্বভাবতই জয়-শোভাযাত্রা বলে ঘোষণা করতে থাকল, এগুলিতে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকত **১০ ডিসেম্বর সমিতির** লোকজন। এই সমিতির সূত্রপাত হয় ১৮৪৯ সালে। হিতৈষী সমিতি স্থাপনের অছিলায় প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত** সম্প্রদায়কে কয়েকটি গুপ্ত বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছিল, প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বে ছিল বোনাপার্টপন্থী দালালরা এবং সবটার কর্তা ছিল জনৈক বোনাপার্টপন্থী জেনারেল। যাদের জীবিকানির্বাহের উপায় এবং বংশপরিচয় সন্দেহজনক

সেই খয়া roué বদস্বভাবের লোকদের পাশাপাশি, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছন্ন ভাগ্যান্বেষী উপাঙ্গগুলোর পাশাপাশি ছিল ভবঘুরের দল, বরখাস্ত সৈনিক, ছাড়া-পাওয়া জেলঘুঘুরা, পলাতক কয়েদী, ঠগ, জুয়াচোর, লাজারোনি (৫১), পকেটমার, ধোঁকাবাজ, জুয়াড়ী, বেশ্যার দালাল, বেশ্যালয়ের মালিক, মুটে মজুর, কলমচি, রাস্তার বাজনদার, ন্যাকড়া কুড়ুনী, ছুরি-শানওয়ালা, ঝালাইকার, ভিখারী — সংক্ষেপে, ফরাসীরা যাকে বলে la bohème সেই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অনির্দিষ্ট, ভেঙে-পড়া জনতার সবটা। এই জ্ঞাতিবর্গ থেকে বোনাপার্ট গড়েছিলেন ১০ ডিসেম্বর সমিতির কেন্দ্রী উপাদানটা। 'হিতৈষী সমিতি' — সেটা ততখানি যাতে বোনাপার্টেরই মতো এর সমস্ত লোক মেহনতী জাতির ঘাড়ে চেপে নিজেদের সুবিধে করে নেবার প্রয়োজনটা অনুভব করত। এই বোনাপার্ট, যিনি হয়ে উঠলেন **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের সর্দার**, যিনি একমাত্র এখানেই পুনরাবিষ্কার করলেন তাঁর অন্বিষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপক রূপটাকে, যিনি সর্বশ্রেণী থেকে ঝড়তি-পড়তি এই নোংরা আবর্জনাস্তূপের মধ্যেই চিনতে পারলেন সেই শ্রেণীটাকে একমাত্র যেটার উপর তিনি সর্বতোভাবে ভর করতে পারেন, ইনিই আসল বোনাপার্ট, ডাহা বোনাপার্ট। ঘাগী ধূর্ত এই বদস্বভাবের লোকটার দৃষ্টিতে জাতিসমূহের জীবনের ঐতিহাসিক জীবন এবং সেগুলির রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ হল সবচেয়ে ইতর অর্থে কৌতুক নাট্য মাত্র, সঙের অনুষ্ঠান, জমকালো সাজপোশাক, উক্তি এবং ভঙ্গিমা হল অতি হীন পেজোমি আড়াল করার উপায় মাত্র। তাই ঘটেছিল তাঁর স্ট্রাসবুর্গ অভিযানে, যেখানে নেপোলিয়নীয় ঈগলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল একটা তালিম-দেওয়া সুইশ শকুন। বুলোন-এ ঝটকা-প্রবেশের সময়ে তিনি লন্ডনের কিছু চাপরাসিকে ফরাসী উর্দি পরিয়েছিলেন: এরাই হয়েছিল তাঁর সৈন্যবাহিনী (৫২)। ১০ ডিসেম্বর সমিতিতে তিনি জড় করলেন দশ হাজার পাজি-বদমাশকে, যাদের নামার কথা জনগণের ভূমিকায়, যেমনটা নিক্ বট্‌ম ছিল সিংহের ভূমিকায়।* ফরাসী নাট্যশাস্ত্রের পণ্ডিতী আদবকায়দা এতটুকু লঙ্ঘন না করে জগতের সবচেয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে

---

* শেক্সপিয়রের **'A Midsummer Night's Dream'** কমেডির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

বুর্জোয়ারা যখন নিজেরাই একেবারে পূর্ণাঙ্গ একখানা কৌতুক নাট্য অভিনয় করে চলেছে এবং নিজেদের জাঁকের অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য সম্পর্কে নিজেরাই আধা-প্রতারিত, আধা-নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে যে অ্যাডভেঞ্চারার কৌতুক নাট্যটাকে নিছক কৌতুক-নাট্য বলেই নিয়েছে তাঁর জয় তো অবধারিত। তিনি যখন গুরুগম্ভীর প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে অপসারিত করলেন, তিনি যখন স্বয়ং তাঁর সম্রাটের ভূমিকাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ধরলেন এবং নেপোলিয়নের মুখোশ পরে ভাবলেন তিনিই প্রকৃত নেপোলিয়ন, শুধু তখনই তিনি জগৎ সম্বন্ধে নিজের ধারণার শিকার হয়ে পড়লেন, ভারিক্কি ভাঁড়টি তখন আর পৃথিবীর ইতিহাসকে কৌতুক-নাট্য বলে মনে করলেন না, নিজের কৌতুক-নাট্যকেই পৃথিবীর ইতিহাস বলে গণ্য করলেন। সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের কাছে যেমনটা ছিল জাতীয় কর্মশালা (ateliers),* বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কাছে যেমনটা ছিল সচল রক্ষিদল,** বোনাপার্টের পক্ষে বিশেষক এই দলীয় লড়ায়ে বাহিনী ১০ ডিসেম্বর সমিতিও তাঁর কাছে ঠিক তেমনই। তাঁর সফরের সময় রেলপথ ভর্তি করে থাকত সমিতির দঙ্গলগুলো, তাদের কাজ ছিল তাঁর জন্যে উপস্থিতমতো জনসাধারণ বানিয়ে দেওয়া, তারা গণ-উদ্দীপনা মঞ্চস্থ করত, vive l'Empereur ['সম্রাটের জয়'] গর্জন তুলত, প্রজাতন্ত্রীদের অপমান করত, ঠেঙ্গাত -- অবশ্য পুলিস পাহারায়। তাঁর প্যারিসে ফিরে আসার সময়ে এদের হতে হত অগ্রবাহিনী; পাল্টা বিক্ষোভপ্রদর্শন আগে থাকতে নিবারণ কিংবা ছত্রভঙ্গ করতে হত তাদের। ১০ ডিসেম্বর সমিতি তাঁর সম্পত্তি, **তাঁরই** হাতে গড়া, একান্ত তাঁরই নিজস্ব কল্পনা। তিনি অন্যান্য যা কিছু আত্মসাৎ করেছেন তা তাঁর হাতে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে; আর যাকিছু তিনি করেছেন তা তাঁর হয়ে করে দিয়েছে ঘটনাচক্রই, অথবা অপরের কৃতির নকল করেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে, নাগরিকদের সামনে শৃঙ্খলা, ধর্ম, পরিবার আর সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারী বুলি নিয়ে এবং নিজের পিছনে শুফ্‌টার্লে আর স্পিগেলবের্গদের গুপ্ত সমিতি, অরাজকতা, বেশ্যাবৃত্তি এবং চৌর্যের সমিতি নিয়ে বোনাপার্ট সেই হল মৌলিক রচয়িতা হিসেবে

---

* ২য় খণ্ডের পৃঃ ১১১-১১২ দ্রঃ। -- সম্পাঃ

** ঐ। পৃঃ ১১০-১১১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বোনাপার্ট স্বয়ং, আর ১০ ডিসেম্বর সমিতির ইতিহাস তাঁর নিজেরই ইতিহাস।

ব্যতিক্রম হিসেবেই ঘটনাক্রমে শৃঙ্খলা পার্টির জন-প্রতিনিধিদের উপরে এই ডিসেম্বর-ওয়ালাদের লগুড়ের আঘাত পড়েছিল। কেবল তাই নয়। জাতীয় সভায় মোতায়েন এবং সেটার নিরাপত্তারক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিস কমিশনার ইয়োন কোন এক আলে-র জবানবন্দি অনুসারে স্থায়ী কমিশনকে জানালেন যে ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশ জেনারেল শাঙ্গার্নিয়ে এবং জাতীয় সভার অধ্যক্ষ দ্যুপাঁ-কে হত্যা করতে মনস্থ করেছে, অপকর্মটা কারা করবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দ্যুপাঁর আতঙ্কটা বোঝাই যায়। ১০ ডিসেম্বর সমিতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টীয় তদন্ত, অর্থাৎ বোনাপার্টের গোপন জগতে কলুষ হস্তক্ষেপ অনিবার্য মনে হল। জাতীয় সভার অধিবেশনের ঠিক আগে বোনাপার্ট সুবিবেচকের মতো তাঁর সমিতিটা ভেঙে দেন, স্বভাবতই কাগজে-কলমে মাত্র, যেহেতু ১৮৫১ সালের শেষের দিকে একটা বিস্তারিত স্মারকলিপিতে পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে তখন ডিসেম্বর-ওয়ালাদের যথার্থই ভেঙে দেবার জন্যে তাঁকে রাজী করতে বৃথাই চেষ্টা করেন।

১০ ডিসেম্বর সমিতিটা বোনাপার্টের নিজস্ব ফৌজ হয়ে থাকা চাই — যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে একটা ১০ ডিসেম্বর সমিতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। জাতীয় সভা মুলতবি রাখার অল্পকাল পরে এবং সেটার কাছ থেকে সদ্য ছিনিয়ে-নেওয়া টাকা দিয়েই বোনাপার্ট এই চেষ্টা করেন প্রথম বার। অদৃষ্টবাদী হিসেবে তাঁর দৃঢ় ধারণা এই যে, এমন কোন কোন ঊর্ধ্বতন শক্তি আছে যেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ, বিশেষত সৈন্যরা দাঁড়াতে পারে না। এগুলোর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান শক্তি হিসেবে তিনি গণ্য করলেন চুরুট আর শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন-সসেজ। সুতরাং তিনি প্রথমে রাষ্ট্রপতির বাসস্থান প্যালে দা ইলিজে চুরুট আর শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস আর রসুন-সসেজ দিয়ে অফিসার এবং নন-কমিশণ্ড অফিসারদের আপ্যায়ন করলেন। ৩ অক্টোবর সাঁ মর-এ সেনাবাহিনী পরিদর্শনকালে তিনি সৈনিক-সাধারণের বেলায়ও এই কুশলী চালের পুনরাবৃত্তি করেন, আর ১০ অক্টোবর সাতোরি-তে সেনাদলের কুচকাওয়াজে একই কুশলী চাল — আরও ব্যাপক পরিসরে। খুড়ো-মশায়ের

স্মরণে ছিল আলেকজান্ডারের এশিয়া অভিযানের কাহিনী, ভাইপো মনে রাখলেন একই ভূমিতে ব্যাকেস্-এর বিজয়-শোভাযাত্রার কথা। আলেকজান্ডর অবশ্য অর্ধ-দেবতা ছিলেন, কিন্তু ব্যাকেস্ তো দেবতাই, তদুপরি ১০ ডিসেম্বর সমিতির ইষ্টদেবতাও বটেন।

৩ অক্টোবরের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের পরে স্থায়ী কমিশন যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তলব করে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এ ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ আর ঘটবে না। ১০ অক্টোবর বোনাপার্ট কীভাবে দ'অপুলের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন তা আমরা জানি। প্যারিসের ফৌজের প্রধান সেনাপতি হিসেবে শাঙ্গার্নিয়ে উভয় পরিদর্শন পরিচালনা করেছিলেন। একাধারে স্থায়ী কমিশনের সভ্য, জাতীয় রক্ষিদলের দলপতি, ২৯ জানুয়ারি এবং ১৩ জুনের 'ত্রাতা', 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর', রাষ্ট্রপতি-মর্যাদার জন্যে শৃঙ্খলা পার্টির প্রার্থী, দুটো রাজতন্ত্রের 'মঙ্ক'* বলে সন্দেহভাজন এই শাঙ্গার্নিয়ে তদবধি কখনও নিজেকে যুদ্ধমন্ত্রীর অধীন বলে স্বীকার করেন নি, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানকে সর্বদাই প্রকাশ্যে উপহাস করেছেন, এবং দ্ব্যর্থক উদ্ধত অভিভাবকত্বের ভাব নিয়ে বোনাপার্টের অনুসরণ করেছেন। এখন তিনি যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতার জন্যে এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের জন্যে প্রজ্বলিত উদ্দীপনায় জ্বলতে থাকলেন। ১০ অক্টোবর অশ্বারোহী বাহিনীর একাংশ যখন 'Vive Napoléon! Vivent les saucissons!' ('নেপোলিয়ন জিন্দাবাদ! সসেজ জিন্দাবাদ!') ধ্বনি তুলেছিল তখন শাঙ্গার্নিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাঁর বন্ধু নেইমেয়ারের পরিচালিত পদাতিক বাহিনী অন্তত মার্চ-পাস্টের সময়ে হিমশীতল স্তব্ধতা রক্ষা করে। এর শাস্তি হল, বোনাপার্টের প্ররোচনায় যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল নেইমেয়ারকে চতুর্দশ আর পঞ্চদশ সামরিক ডিভিশনের সেনাপতিত্বে নিয়োগের অছিলায় তাঁর প্যারিসের পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। নেইমেয়ার এই পদ-বিনিময় প্রত্যাখ্যান করায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অপরপক্ষে শাঙ্গার্নিয়ে ২ নভেম্বর একটি হুকুমনামা

---

* ইংলন্ডের সিংহাসন পুনরধিকার করতে ২য় চার্লস-এর সহায়ক ব্রিটিশ জেনারেল জর্জ মঙ্ক (১৮০৪-১৮৭০)-এর কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

প্রকাশ করে সৈন্যদের হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ধ্বনি কিংবা মনোভাব-প্রকাশ নিষেধ করে দিলেন। ইলিজে কাগজগুলি (৫৩) শাঙ্গার্নিয়েকে আক্রমণ করল, শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি আক্রমণ করল বোনাপার্টকে; স্থায়ী কমিশন ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসাল, দেশ বিপদাপন্ন বলে ঘোষণার প্রস্তাব সেখানে উঠল বারংবার; সৈন্যবাহিনী যেন বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই বিরুদ্ধ শিবিরে, তাতে দুটো বিরুদ্ধ সেনানীমণ্ডলী, একটার অবস্থান বোনাপার্টের বাসভবন প্যালে দা ইলিজে-তে, অপরটি শাঙ্গার্নিয়ের বাসস্থান টুইলেরিস-এ। মনে হল যুদ্ধের সংকেতটা দেবার জন্যে জাতীয় সভার অধিবেশনটাই শুধু বাকি। বোনাপার্ট এবং শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যে এই সংঘাতটাকে ফরাসী জনসাধারণ দেখল সেই ইংরেজ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে, যিনি ব্যাপারটি বর্ণনা করেন এইভাবে:

> 'ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিচারিকারা বিপ্লবের উত্তপ্ত লাভা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে পুরনো ঝাঁটা দিয়ে, আর কাজটা করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে কোন্দল করে চলছে।'

ইতিমধ্যে বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তাড়াতাড়ি অপসারিত করে ঝটিতি আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর জায়গায় জেনারেল শ্রম-কে নিযুক্ত করেছিলেন যুদ্ধমন্ত্রিপদে। ১২ নভেম্বর তিনি জাতীয় সভার উদ্দেশে একটা বাণী পাঠালেন, সেটা মার্কিন ধাঁচে দীর্ঘ শব্দবহুল, খুঁটিনাটিতে ভারাক্রান্ত, শৃঙ্খলা-সুরভিত, পুনর্মিলনকামী, সংবিধান-মান্যপ্রয়াসী, তাতে আলোচনা সব কিছুই নিয়ে রয়েছে, শুধু সেই মুহূর্তের questions brûlantes [সুতীব্র সমস্যাগুলি] বাদে। এই বাণীতে তিনি যেন প্রসঙ্গত মন্তব্য করলেন যে, সংবিধানের সুস্পষ্ট ধারা অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারেন। নিম্নলিখিত অতি সুগম্ভীর কথায় বাণীটি শেষ হয়েছিল:

> 'ফ্রান্স চায় সর্বোপরি শান্তি... কিন্তু আমি শপথবদ্ধ, তাতে আমার জন্য যে সংকীর্ণ সৌহার্দ্য নির্দিষ্ট করা আছে সেখানেই আমি গণ্ডিবদ্ধ থাকব। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং আমার ক্ষমতার জন্যে একমাত্র তাদেরই কাছে বাধিত আমি যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে আমি তাদের বৈধ উপায়ে প্রকাশিত ইচ্ছার কাছে সর্বদাই নতিস্বীকার

করব। এই অধিবেশনে আপনারা যদি সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে একটি সংবিধান-সভা নির্বাহী ক্ষমতার অবস্থিতি নিয়মন করবে। অন্যথায় ১৮৫২ সালে জনগণ বিধিসম্মতভাবে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাধান যাই হোক, আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া থাক, যাতে উত্তেজনা, কোন আপতিক ঘটনা অথবা বলপ্রয়োগ দিয়ে কখনও একটি মহান জাতির ভাগ্যনির্ধারিত না হয়... সর্বোপরি যে প্রশ্নটা আমার মনোযোগ জুড়ে রয়েছে সেটা এই নয় যে, ১৮৫২ সালে কে ফ্রান্স শাসন করবে, সেটা হল, মধ্যবর্তী কালপর্যায়টা যাতে আলোড়ন কিংবা উপদ্রব ছাড়াই অতিবাহিত হতে পারে, সেজন্যে আমার হাতে অবশিষ্ট সময়টুকু কীভাবে ব্যবহার করা যায়। আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে আমার হৃদয় উন্মোচন করলাম, আমার সরলতায় আস্থা দিয়ে এবং আমার শুভ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দিয়ে আপনারা সাড়া দেবেন; অন্য সব কিছু রইল ঈশ্বরেরই হাতে।"

বুর্জোয়াদের ভদ্রজনোচিত, কপট-নম্র, সাধুভাবের মামুলি কথার নিগূঢ়তম অর্থ প্রকাশ পেল ১০ ডিসেম্বর সমিতির স্বৈরাচারী নায়ক, সাঁ মর আর সাতোরি-র বনভোজনের নায়কের মুখে।

শৃঙ্খলা পার্টির বারগ্রেভরা মুহূর্তের জন্যেও এই হৃদয়-উন্মোচনের জন্যে প্রাপ্য আস্থার প্রশ্নে বিভ্রান্ত হল না। শপথ সম্পর্কে তারা বহুদিন থেকেই আস্থাহীন; রাজনৈতিক মিথ্যাচারে অভিজ্ঞ এবং নিপুণ অনেক লোক তাদের দলে ছিল। সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটিও তাদের শুনতে ভুল হয় নি। বিরক্তির সঙ্গে তারা লক্ষ্য করল যে, সদ্য গৃহীত আইনগুলোর এলোমেলো তালিকা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনটিকে, অর্থাৎ নির্বাচনী আইনটিকে সুপরিকল্পিত নীরবতার সঙ্গে বাণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, উপরন্তু, সংবিধান সংশোধিত না হলে ১৮৫২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভার জনগণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নির্বাচনী আইনটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির পায়ে শিকল-বাঁধা সীসের গোলা, তার ফলে তাদের পক্ষে হাঁটাচলা ছিল অসম্ভব, আর সামনে চড়াও অভিযান তো আরও অসম্ভব! তাছাড়া ১০ ডিসেম্বর সমিতিকে সরকারীভাবে ভেঙে দিয়ে এবং যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে পদচ্যুত করে বোনাপার্ট যত দোষ নন্দ ঘোষের স্বহস্তে বলি দিয়েছিলেন দেশের বেদীমূলে। প্রত্যাশিত সংঘর্ষের ধারটা তিনি ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। শেষে, শৃঙ্খলা পার্টি নিজেই নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে কোন রকম চূড়ান্ত সংঘাত এড়িয়ে যেতে, প্রশমিত করতে, ধামাচাপা দিতে উৎকণ্ঠিত ছিল।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে জয় খেয়ে যাবার ভয়ে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপ্লবের ফলটি নিয়ে যেতে দিল। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' ফেব্রুয়ারির পর থেকে* শৃঙ্খলা পার্টি বিপ্লবকে চীৎকার করে এই কথাটাই শুনিয়ে এসেছে, এখন সেই কথাই আবার বোনাপার্টের বাণী শুনিয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টিকে। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' বোনাপার্ট এমন সব কাজ করলেন যার উদ্দেশ্য জবরদখল, কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি ঐসব কাজ নিয়ে সোরগোল তুললে অথবা বায়ুরোগগ্রস্তের মতো তার মানে করলে 'অশান্তি' সৃষ্টি করবে। সাত্তোরি-র সসেজ ইঁদুরের মতনই শান্ত, যখন কেউ তার কথা তুলছে না। 'সর্বোপরি ফ্রান্স চায় শান্তি।' অতএব বোনাপার্ট শান্তিতে যথেচ্ছাচারের সুযোগ দাবি করলেন, আর পার্লামেণ্টীয় পার্টি দ্বিবিধ ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল — আবার বৈপ্লবিক অশান্তি উদ্রেকের ভয় এবং নিজ শ্রেণীর দৃষ্টিতে, বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিতে নিজেরাই অশান্তির প্ররোচক প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়। কাজেই, ফ্রান্স যেহেতু সর্বোপরি শান্তি চায়, তাই বোনাপার্ট তাঁর বাণীতে 'শান্তির' কথা বলার পরে শৃঙ্খলা পার্টি প্রত্যুত্তরে 'যুদ্ধ' বলার সাহস পেল না। জাতীয় সভার উদ্বোধনকালে মস্ত মস্ত কেলেঙ্কারির দৃশ্য আশা করেছিল জনসাধারণ, কিন্তু সে আশায় তারা বঞ্চিত হল। বিরোধীপক্ষের যে প্রতিনিধিরা অক্টোবরের ঘটনাবলি সম্পর্কে স্থায়ী কমিশনের কার্যবিবরণ পেশ করার দাবি করেছিল, তারা সংখ্যাগুরু পক্ষের ভোটে পরাজিত হল। যেসব বিতর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারত, সেগুলিকে নীতিগতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হল। ১৮৫০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জাতীয় সভার কার্যাবলিতে আকর্ষণী ছিল না কিছুই।

অবশেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে পার্লামেণ্টের কয়েকটা বিশেষ অধিকারকে কেন্দ্র করে এলোমেলো যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই আন্দোলনটা আটকা পড়ে গেল শক্তিদ্বয়ের বিশেষ অধিকার নিয়ে তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে, কেননা সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে বুর্জোয়া শ্রেণী সাময়িকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিল।

অন্যতম জন-প্রতিনিধি মগাঁ-র বিরুদ্ধে ঋণের অভিযোগে আদালতের একটা রায় পাওয়া গিয়েছিল। আদালতের সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে

---

* ১৮৪৮ সালের। — সম্পাঃ

বিচারবিভাগের মন্ত্রী রুয়ের বলেছিলেন দেনদারের নামে অবিলম্বে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করা উচিত। এইভাবে মগাঁকে দেনদারদের জেলে আটক করা হল। এই আক্রমণের খবর পেয়ে জাতীয় সভা জ্বলে উঠল। অবিলম্বে তাঁর মুক্তির আদেশ জাতীয় সভা জারি করল শুধু তাই নয়, সভার নিজস্ব করণিক পাঠিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই তাঁকে বলপূর্বক ক্লিশি থেকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে নিজেদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্যে এবং 'পর্বতের' ঝঞ্ঝাটে লোকেদের জন্যে দরকার পড়লে একটা আশ্রম খোলার কথা মনে রেখে সভা ঘোষণা করল সেটার সম্মতিক্রমে জন-প্রতিনিধিদের ঋণের দায়ে জেলে দেওয়া চলবে। রাষ্ট্রপতিকেও ঋণের দায়ে কয়েদখানায় আটক করা চলতে পারবে, এই নির্দেশটা দিতে সভা ভুলে গেল। নিজ সংস্থার সদস্যদের ঘিরে অব্যাহতির (immunity) যে ছায়াটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত এবার নষ্ট হতে দেওয়া হল।

স্মরণে থাকতে পারে, আলে নামে একজনের দেওয়া খবর অনুসারে পুলিস কমিশনার ইয়োন দ্যুপাঁ এবং শাঙ্গার্নিয়েকে হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য অভিযোগ তুলেছিলেন ডিসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে প্রথম বৈঠকেই কোয়েস্টররা প্রস্তাব করে, জাতীয় সভার নিজস্ব বাজেট থেকে, সম্পূর্ণভাবে পুলিসের বড়কর্তার আওতার বাইরে পার্লামেন্টের একটি নিজস্ব পুলিসবাহিনী গঠন করা হোক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বারোশ তাঁর এলাকায় এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। শোচনীয় একটা আপস করে ঠিক হল যে, সভার স্বতন্ত্র পুলিস কমিশনারের খরচ অবশ্য সভার নিজস্ব বাজেট থেকেই চলবে, তার নিয়োগ এবং অপসারণ কোয়েস্টরদের হাতেই থাকবে বটে, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পূর্ব-সম্মতি নিয়ে। ইতোমধ্যে সরকার আলে-র বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা করে; সেখানে তার দেওয়া তথ্যকে ধাপ্পা বলে প্রতিপন্ন করা এবং সরকারী অভিশংসকের জবানি দ্যুপাঁ, শাঙ্গার্নিয়ে, ইয়োন এবং গোটা জাতীয় সভাকে পর্যন্ত উপহাস করা সহজ হয়। তারপরেই ২৯ ডিসেম্বর মন্ত্রী বারোশ দ্যুপাঁর কাছে লেখা চিঠিতে ইয়োনকে বরখাস্ত করার দাবি করেন। জাতীয় সভার ব্যুরো ইয়োনকে পদে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও জাতীয় সভা যেহেতু মগাঁ-র ব্যাপারে জোর দেখিয়ে ভড়কে গিয়েছিল, এবং সাহসে ভর করে নির্বাহী ক্ষমতাকে আঘাত

করলে দুই দফা প্রত্যাঘাতে অভ্যস্ত ছিল, তাই এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল না। সরকারী কাজে উৎসাহের পুরস্কার হিসেবে ইয়োনকে বরখাস্ত করা হল, এবং যে ব্যক্তি রাত্রিকালের সংকল্প দিনে পালন করার বদলে দিবালোকে সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে রাত্রে সেটাকে বলবৎ করে তার বিরুদ্ধে অপরিহার্য একটি পার্লামেণ্টীয় অধিকার থেকে সভা নিজেকে বঞ্চিত করল।

আমরা দেখেছি নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাসে বড় বড় উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে জাতীয় সভা নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে যেত কিংবা থামিয়ে দিত। এখন দেখা গেল তুচ্ছতম কারণেও তারা লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে। মগাঁ-র ঘটনায় তারা জন-প্রতিনিধিদের ঋণের দায়ে জেলে দেবার নীতি অনুমোদন করল, কিন্তু কেবল নিজের পক্ষে আপত্তিকর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগের অধিকার সংরক্ষিত রাখল নিজের হাতে, এবং এই জঘন্য অধিকারটুকু নিয়েই বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল বাধাল। হত্যা-ষড়যন্ত্রের অভিযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ১০ ডিসেম্বর সমিতি সম্বন্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্যারিসের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের দলপতিরূপে বোনাপার্টের প্রকৃত চরিত্রের আবরণটুকু চিরকালের মতো ফ্রান্স এবং ইউরোপের সামনে খুলে ধরার বদলে তারা এই বিরোধকে এমন পর্যায়ে নেমে যেতে দিল যেখানে তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতান্তরের একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়াল পুলিস কমিশনারের নিয়োগ এবং অপসারণের ক্ষমতা থাকবে কার হাতে এই নিয়ে। সুতরাং এই গোটা পর্ব ধরে আমরা দেখছি শৃঙ্খলা পার্টি তাদের দ্বৈতাবস্থার ফলে নির্বাহী ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইকে বিক্ষিপ্ত এবং বিখণ্ডিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছে এখতিয়ারের তুচ্ছ কলহে, সামান্য মামলাবাজিতে, আইনের চুলচেরা বিচারে এবং সীমানার ঝগড়ায় -- বহিরঙ্গের অতি হাস্যকর ব্যাপারগুলিকেই করে তুলছে তাদের ক্রিয়াকলাপের সারবস্তু। যে মুহূর্তে সংঘাতটার কোন নীতিগত তাৎপর্য থাকছে, যখন নির্বাহী ক্ষমতা যথার্থই স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছে, যখন জাতীয় সভার স্বার্থটা জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠতে পারে, অমনি সংঘাত চালাবার সাহস তাদের আর থাকছে না। তা করলে জাতিকে কদম বাড়াবার নির্দেশ দিতে তারা বাধ্য হত; কিন্তু জাতি এগুবে, এটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভীতিজনক। এইসব ক্ষেত্রে তারা ‘পর্বতের’ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আলোচ্য সূচিতে চলে যেত। বৃহত্তর পরিসরে বিচার্য বিষয়টা এইভাবে

পরিত্যক্ত হওয়াতে নির্বাহী ক্ষমতা শান্তভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকে যখন আবার সামান্য এবং অর্থহীন কোন ঘটনাপ্রসঙ্গে সেই একই প্রশ্ন তোলা সম্ভব হবে, যখন বলতে গেলে সেটার শুধু একটা গণ্ডিবদ্ধ পার্লামেণ্টীয় তাৎপর্যই বাকি থাকে। তখন কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টির রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়ে, তখন তারা মঞ্চের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে, তখন তারা রাষ্ট্রপতির তীব্র নিন্দা করে, ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন; অবশ্য তখনই আবার তাদের এই উত্তেজনা হাস্যকর মনে হয়, সংগ্রামের উপলক্ষটিকে মনে হয় কপট অছিলামাত্র, অথবা একেবারেই সংগ্রামের অযোগ্য ব্যাপার। পার্লামেণ্টীয় ঝড় চায়ের পেয়ালায় তুফানে পরিণত হয়, সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় ঘোঁট পাকাতে, সংঘাত পর্যবসিত হয় কেলেঙ্কারিতে। জাতীয় সভার পার্লামেণ্টীয় অধিকার সম্পর্কে বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির উৎসাহ যেহেতু সর্বসাধারণের অধিকার সম্পর্কে সভার উৎসাহেরই সমান, তাই বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলি সভার অপমানে ক্রুর আনন্দ উপভোগ করে, অন্যদিকে পার্লামেণ্টের বাইরের বুর্জোয়ারা বুঝতেই পারে না পার্লামেণ্টের ভিতরের বুর্জোয়ারা কেমন করে এইসব তুচ্ছ কলহে সময় নষ্ট করতে এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এমন জঘন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। সারা জগৎ যখন সংঘর্ষের প্রত্যাশা করে সেই মুহূর্তে শান্তিস্থাপন, এবং যখন শান্তি এসেছে মনে করছে সেই মুহূর্তে আক্রমণের এই রণনীতিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

২০ ডিসেম্বর পাস্কাল দুপ্রা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্বর্ণখণ্ডের লটারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। এই লটারি ছিল 'ইলিশিয়ামের দুহিতা' (৫৪)। বোনাপার্ট তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সাহায্যে একে ধরাধামে এনেছিলেন, আর পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে একে সরকারীভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যদিও ফরাসী আইনে পরহিতার্থে লটারি ছাড়া সমস্ত রকমের লটারি নিষিদ্ধ। এক ফ্র্যাঙ্ক দামের সত্তর লক্ষ লটারির টিকিট, তার মুনাফা থেকে নাকি প্যারিসের ভবঘুরেদের কালিফোর্নিয়ায় পাঠানোর খরচা তোলা হবে। একদিকে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নকে স্থানচ্যুত করবে সোনালী স্বপ্ন; কাজ করার শুধু তত্ত্বগত অধিকারের স্থান নেবে প্রথম পুরস্কারের লোভনীয় সম্ভাবনা। স্বভাবতই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখণ্ডের ঝলমলানির মধ্যে প্যারিসের

শ্রমিকরা তাদেরই পকেট থেকে ভুলিয়ে বার-করা সাধারণ ফ্র্যাঙ্কগুলিকে চিনতে পারল না। মোটের ওপর ব্যাপারটা কিন্তু ডাহা জুয়াচুরি ছাড়া কিছু নয়: যে ভবঘুরের দল প্যারিস ত্যাগের কষ্টস্বীকার না করেই কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি খুলে বসতে চেয়েছিল তারা হল স্বয়ং বোনাপার্ট এবং তাঁর ঋণগ্রস্ত গোল-টেবিল চক্র। জাতীয় সভা যে ত্রিশ লক্ষ মঞ্জুর করেছিল তা উচ্ছৃংখল জীবনযাপনে উড়ে গিয়েছিল; যে কোন উপায়ে ধনভান্ডার আবার পূর্ণ করা প্রয়োজন ছিল। বৃথাই বোনাপার্ট তথাকথিত cités ouvrières* নির্মাণের নামে একটা জাতীয় তহবিল খুলে একটা মোটা অঙ্ক দিয়ে তালিকায় নিজের নামটি বসালেন সবার উপরে। কঠিনহৃদয় বুর্জোয়ারা অবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুত চাঁদা শোধের প্রতীক্ষায় রইল, আর যেহেতু স্বভাবতই তা এল না, তাই শূন্যে সমাজতান্ত্রিক সৌধের ফটকাটা একেবারে মাটিতে এসে পড়ল। স্বর্ণখন্ডটায় বেশি কাজ দিল। পুরস্কাররূপে প্রদেয় স্বর্ণখন্ডগুলির উপরে যে সত্তর লক্ষের উদ্বৃত্ত রইল, বোনাপার্ট অ্যান্ড কোম্পানি সেটার একাংশ পকেটে পুরেই সন্তুষ্ট হল না, তারা জাল লটারির টিকিট ছাপাল, একই নম্বরের দশ, পনের, এমনকি বিশখানা করেও টিকিট ছাড়ল —১০ ডিসেম্বর সমিতিরই উপযুক্ত আর্থিক কারবার বটে! প্রজাতন্ত্রের ঝুটা রাষ্ট্রপতি নয়, রক্তমাংসের মানুষ বোনাপার্টের সম্মুখীন হল জাতীয় সভা এক্ষেত্রে। এবার তাঁকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব ছিল — সংবিধানের সঙ্গে নয়, ফৌজদারী দন্ডবিধির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে। দুাপ্রা-র প্রশ্নের পরেও সভা যে দিনগত আলোচ্য সূচিতে চলে গেল তা শুধু এই কারণে নয় যে, নিজেদের 'সন্তোষ' ঘোষণার জিরার্দাঁ আনীত প্রস্তাব শৃংখলা পার্টিকে নিজেদের ধারাবাহিক দুর্নীতির কথা স্মরণ করিয়েছিল। বুর্জোয়া মাত্রেই, এবং বিশেষত যে বুর্জোয়া ফেঁপে উঠে রাজপুরুষে পরিণত হয়েছে সেই বুর্জোয়া তার ব্যবহারিক নীচতার বাবত হাজির করে তাত্ত্বিক আতিশয্য। রাজপুরুষ হিসেবে সে তার সম্মুখস্থ রাষ্ট্রশক্তির মতোই হয়ে দাঁড়ায় এমন একটি উচ্চাঙ্গের সত্তা যার বিরুদ্ধে কেবল উচ্চমার্গে, পবিত্র পদ্ধতিতেই সংগ্রাম সম্ভব।

---

* শ্রমিক বসতি। — সম্পঃ

বোনাপার্ট বোহেমিয়ান [ছন্নছাড়া] ছিলেন, **লুম্পেনপ্রলেতারিয়ান** নবাব ছিলেন বলেই কোন পাজি বুর্জোয়ার চেয়ে তাঁর এই সুবিধেটা ছিল যে, তিনি লড়াইটা চালাতে পারতেন জঘন্য রীতিতে, তাই সভা তাঁকে সামরিক ভোজসভা, সৈন্যপরিদর্শন, ১০ ডিসেম্বর সমিতি এবং পরিশেষে ফৌজদারী দণ্ডবিধির পিস্তল জমি হাতে ধরে পার করার পরে তিনি দেখলেন আপাত-আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে চলে যাবার সময় এসেছে। ইতোমধ্যে বিচারমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, নৌবাহিনীর মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর যে খুদে হারগুলো দিয়ে জাতীয় সভা খেঁকুরে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল সেজন্যে তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তা হয় নি। পদত্যাগ করা থেকে এবং তাতে করে নির্বাহী ক্ষমতার তুলনায় পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া থেকে তিনি মন্ত্রীদের নিবৃত্ত করলেন শুধু তাই নয়, জাতীয় সভার বিরতিকালে তিনি যেটার সূচনা করেছিলেন সেটাকে এখন সম্পূর্ণ করতেও সমর্থ হলেন — সেটা হল পার্লামেন্ট থেকে সামরিক শক্তির বিচ্ছেদ, **শাঙ্গার্নিয়েরের অপসারণ**।

প্রথম সামরিক ডিভিশনের উদ্দেশে মে মাসে পাঠান বলে কথিত, কাজেই যেন শাঙ্গার্নিয়েরের পাঠান একখানা আদেশপত্র প্রকাশিত হয়েছিল একটা ইলিজে পত্রিকায়, এতে অফিসারদের প্রতি উপদেশ ছিল যে, অভ্যুত্থান ঘটলে তারা যেন নিজেদের কাতারে বিশ্বাসঘাতকদের সহ্য না ক'রে তাদের অবিলম্বে গুলি করে মারে এবং জাতীয় সভা সৈন্য তলব করলে সেটা যেন অগ্রাহ্য করে। ১৮৫১ সালের ৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভাকে এই আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে তারা দম ফেলার ফুরসত চেয়েছিল প্রথমে তিন মাস, পরে একসপ্তাহ এবং শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র। অবিলম্বে কৈফিয়তের জন্যে জাতীয় সভা জিদ ধরল। শাঙ্গার্নিয়ে উঠে বললেন এমন নির্দেশপত্র কখনও দেওয়া হয় নি। তিনি আরও বললেন, জাতীয় সভার নির্দেশ পালনে তিনি সর্বদাই তৎপর থাকবেন এবং সংঘর্ষ ঘটলে জাতীয় সভা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারে। অনির্বচনীয় করতালি সহকারে তাঁর ঘোষণাটি জাতীয় সভা গ্রহণ করে এবং তাঁর সম্বন্ধে একটা আস্থা-প্রস্তাব গ্রহণ করে। একজন জেনারেলের ব্যক্তিগত রক্ষণাধীনে নিজেকে সঁপে দিয়ে সভা অধিকার ত্যাগ করল, নিজ ক্লীবতা এবং সৈন্যবাহিনীর সর্বশক্তিমত্তা ঘোষণা করল; কিন্তু বোনাপার্টেরই কাছ থেকে 'চাকরান' হিসেবে পাওয়া একটা

ক্ষমতা তাঁরই বিরুদ্ধে সভার হাতে তুলে দিয়ে এবং নিজের পালা এলে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টই, তাঁর নিজেরই আশ্রিত সংস্থাটা তাঁকে রক্ষা করবে বলে প্রত্যাশা করে জেনারেলটি আত্মপ্রতারণা করলেন। ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে যা যৌতুক দিয়েছিল সেটার রহস্যময় ক্ষমতায় শাঙ্গার্নিয়ে কিন্তু বিশ্বাস করলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল অন্য দুই রাষ্ট্রীয় শক্তির পাশাপাশি তিনি এক তৃতীয় শক্তি। তাঁর ভাগ্য এই যুগের অন্যান্য সেইসব নায়ক অথবা বলা ভাল সাধুসন্তদের মতোই, যাদের বিরাটত্ব শুধু তাদের সম্পর্কে তাদের নিজেদের তরফের স্বার্থে গড়া সংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট ধারণাটুকুতে; পরিস্থিতি যেইমাত্র এদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের দাবি করে অমনি এরা চুপসে তাদের মামুলি মূর্তিতে পরিণত হয়। ঐসব তথাকথিত নায়ক এবং খাঁটি সাধুসন্তদের মারাত্মক শত্রু হল সাধারণভাবে অবিশ্বাস। রসিকজন এবং বিদ্রূপকারীদের দিক থেকে উৎসাহের অভাব দেখে এইজন্যেই এদের রাজোচিত নৈতিক ক্রোধ।

সেই সন্ধ্যাতেই মন্ত্রীদের ইলিজে-তে ডাকা হল; বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করার জিদ ধরলেন; পাঁচজন মন্ত্রী তাতে স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হলেন; *Moniteur* ঘোষণা করল মন্ত্রিসভায় সংকট উপস্থিত, আর শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শাঙ্গার্নিয়ের পরিচালনায় একটা পার্লামেন্টীয় ফৌজ গঠনের হুমকি দিল। এই কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার শৃঙ্খলা পার্টির ছিল। জাতীয় সভার সভাপতিপদে শাঙ্গার্নিয়েকে নিযুক্ত করে নিরাপত্তার জন্যে যত খুশি সৈন্য তলব করলেই হত। বেশ নিরাপদেই তা করা যেত আরও এই কারণে যে, শাঙ্গার্নিয়ে তখনও বাস্তবিকই সৈন্যবাহিনীর এবং প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদলের পরিচালক, তিনি সৈন্যসমেত তলবের অপেক্ষা করছিলেন মাত্র। জাতীয় সভার সরাসর সৈন্য তলব করার অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপনেরও সাহস তখনও বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির হয় নি; সেই অবস্থায় এই বৈধ আপত্তিতে কোন ফললাভের সম্ভাবনা ছিল না। সৈন্যবাহিনী জাতীয় সভার আদেশ পালন করত, তা সম্ভবপর বলে বোধ হয় যদি এই কথাটা মনে রাখা হয় যে, বোনাপার্ট আটদিন ধরে সারা প্যারিসে খুঁজে খুঁজে শেষে দু'জন জেনারেলকে পেয়েছিলেন যারা শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশে স্বাক্ষর দিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন — বারাগে দ'ইলিয়ে

এবং সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি। তবে, শৃঙ্খলা পার্টি সেটার সদস্যদের মধ্যে এবং পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোট পেত কিনা তাতে যথেষ্টই সন্দেহ হয় যদি এটা বিবেচনায় থাকে যে, আটদিন পরে দু'-শ' ছিয়াশিটি ভোট তাদের ছেড়ে যায়, আর ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ মুহূর্তেও 'পর্বত' অনুরূপ এক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তৎসত্ত্বেও শৃঙ্খলার বার্‌গ্রেভরা সম্ভবত তখনও তাদের সাধারণ সদস্যদের এমন এক সাহসে অনুপ্রাণিত করতে পারত যেটার মূলকথা ছিল সঙ্গীনের অরণ্যের অন্তরালে নিরাপত্তা-বোধ এবং পালিয়ে তাদের শিবিরে শামিল ফৌজের সাহায্যগ্রহণ। এর পরিবর্তে ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বার্‌গ্রেভ মহোদয়গণ ইলিজে-তে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রনায়কসুলভ বাণী শুনিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় বিবেচনার উপরে জোর দিয়ে শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির আদেশ দানে বোনাপার্টকে বিরত করার চেষ্টাই করলেন। কাউকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হলে তাকেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক বলে স্বীকার করা হয়। তাদের এই কাজে আশ্বস্ত হয়ে বোনাপার্ট ১২ জানুয়ারি তারিখে একটা নতুন মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করেন, তাতে থেকে গেলেন পুরনো মন্ত্রিসভার নেতৃদ্বয় — ফুল্দ্ এবং বারোশ। সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি হলেন যুদ্ধমন্ত্রী; *Moniteur* শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতির ডিক্রি প্রকাশ করল, তাঁর অধিনায়কত্বের ক্ষমতা ভাগ করে প্রথম সামরিক ডিভিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হল বারাগে দ'ইলিয়ে-কে, আর জাতীয় রক্ষিদলের নেতৃত্ব পেলেন পেরো। সমাজের রক্ষাপ্রাচীর বরখাস্ত হল, ফলে ছাদের একটি টালিও খসে পড়ল না, পক্ষান্তরে ফটকাবাজারে শেয়ারের দাম চড়তে থাকল।

শাঙ্গার্নিয়ের মাধ্যমে যে সৈন্যদল তাদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার ফলে গোটা সৈন্যবাহিনীকেই রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করে শৃঙ্খলা পার্টি জানিয়ে দিল বুর্জোয়া শ্রেণী রাজ্যশাসনের যোগ্যতা হারিয়েছে। পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব আর রইল না। সৈন্যবাহিনী এবং জাতীয় রক্ষিদলের উপর কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে খোয়াবার পরে পার্লামেণ্টের হাতে বলপ্রয়োগের আর কোন্ উপায় অবশিষ্ট রইল যেটার সাহায্যে জনগণের উপরে পার্লামেণ্টের জবরদখলী কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধানিক কর্তৃত্ব যুগপৎ বজায় রাখা যায়? কিছুই রইল না। শুধু বলহীন নীতির শরণ নেওয়ার পথই সেটার কাছে খোলা রইল,

এমনসব নীতি যেগুলোর ব্যাখ্যা তারা বরাবর করেছে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বলে, যা নিজের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্যে অন্যের ওপর চাপানো হয়। শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যুতি এবং বোনাপার্টের হাতে সামরিক শক্তি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলোচ্য কালপর্যায়ের, অর্থাৎ শৃঙ্খলা পার্টি এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে সংগ্রামের কালপর্যায়ের প্রথম পর্ব শেষ হল। এই দুই শক্তির মধ্যে এবার প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা হল, প্রকাশ্য যুদ্ধ চলল, কিন্তু অস্ত্র এবং সৈন্য উভয়ই শৃঙ্খলা পার্টির হস্তচ্যুত হবার পরেই: মন্ত্রিসভাহীন, সৈন্যবাহিনীহীন, জনগণবর্জিত, জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন, ৩১ মে-র নির্বাচনী আইনের পরে সার্বভৌম জাতির প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত, চক্ষু**হীন** কর্ণ**হীন** দন্ত**হীন**, সমস্ত কিছু বি**হীন** হয়ে পড়ে জাতীয় সভা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল **সাবেকী ফরাসী পার্লামেন্টে** (৫৫), যেটাকে সরকারের হাতে কার্যভার ছেড়ে দিয়ে post festum* ঘোঁৎঘোঁৎ করে আপত্তি জানিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়।

শৃঙ্খলা পার্টি ক্রোধের তুফান তুলে নতুন মন্ত্রিসভাকে অভ্যর্থনা করল। জেনারেল বেদো স্মরণ করিয়ে দিলেন বিরতির সময়ে স্থায়ী কমিশনের নম্র ভাবের কথা, -- বৈঠকের বিবরণী প্রকাশ থেকে বিরত হয়ে যে অত্যধিক সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল সেই কথা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং তখন সেই বিবরণী প্রকাশের দাবি তুললেন, অবশ্য ততদিনে বিবরণীটা স্বভাবতই নালার জলের মতো নীরস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোন নতুন তথ্য তাতে প্রকাশ পেত না, বীতস্পৃহ জন-মানসে সেটার কোন দাগ পড়ত না। রেম্যুজা-র প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সভা বিভিন্ন ব্যুরোতে গুটিয়ে গেল এবং একটা 'জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ কমিটি' নিয়োগ করল। প্যারিস প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা গৎ থেকে সরে গেল আরও কম, কারণ সেই সময়ে বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্ত, কারখানাগুলি কর্মব্যস্ত, শস্যের দর কম, অঢেল খাদ্য, আর সঞ্চয়-ব্যাঙ্কে প্রতিদিন নতুন টাকা জমা পড়ে। পার্লামেন্টের উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত 'জরুরী ব্যবস্থা' ভেস্তে গেল ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবে, জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েরের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হল না। প্রজাতন্ত্রীদের ভোটগুলি পাবার জন্যে শৃঙ্খলা পার্টি এইভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করতে বাধ্য

---

* ভোজের পর, অর্থাৎ সব কিছু হয়ে যাবার পর। — সম্পাঃ

হয়েছিল, কারণ মন্ত্রিসভার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একমাত্র শাঙ্গার্নিয়েের পদচ্যুতিই প্রজাতন্ত্রীদের মনোমত হয়েছিল, অথচ মন্ত্রিসভার অন্যান্য কাজের নিন্দা করার অবস্থায় শৃঙ্খলা পার্টি বস্তুত ছিল না, কারণ সেসব কাজ হয়েছিল তাদেরই নির্দেশে।

১৮ জানুয়ারি তারিখের অনাস্থা প্রস্তাব দু'-শ' ছিয়াশি ভোটের বিপক্ষে চার-শ' পনের ভোটে পাস হল। অর্থাৎ চরম লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বতের' মৈত্রীর ফলেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এতে প্রমাণ হল যে, বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘর্ষে শৃঙ্খলা পার্টি খুইয়েছে কেবল মন্ত্রিসভা নয়, কেবল সৈন্যবাহিনী নয়, পার্লামেণ্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য পর্যন্ত খোয়া গেছে, একদল প্রতিনিধি তাদের শিবির ত্যাগ করে গেছে আপসের ক্ষেপামিতে, লড়াইয়ের ভয়ে, অবসাদের দরুন, অতিপ্রিয় সরকারী মাহিনার প্রতি আত্মীয়সুলভ মমতায়, মন্ত্রিপদ শূন্য হওয়ার জল্পনায় (অদিলোঁ বারো), অথবা সেই নিছক স্বার্থপরতাবশে, যার ফলে সাধারণ বুর্জোয়াদের মধ্যে সর্বদাই কোন ব্যক্তিগত কারণে স্বশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ বিসর্জনের প্রবণতা থাকে। বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা প্রথম থেকেই একমাত্র বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামেই শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে লেগে ছিল। ক্যাথলিক পার্টির নেতা মঁতালাঁবের তখনই তাঁর প্রভাব দিয়ে বোনাপার্টের পাল্লা ভারি করেছিলেন, কেননা পার্লামেণ্টীয় দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশা ছিল না। শেষে, এই পার্টির নেতৃদ্বয়, — তিয়ের আর বেরিয়ে, একজন অর্লিয়ান্সী, অপর জন লেজিটিমিস্ট — প্রকাশ্যেই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তাঁদের প্রাণ চায় রাজতন্ত্র অথচ বুদ্ধি বলে প্রজাতন্ত্র, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে দেশ শাসনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র। রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের যে পরিকল্পনা তাঁরা পার্লামেণ্টের পিছনে অক্লান্তভাবে অনুসরণ করেছেন সেটাকে এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই চোখের সামনে এমন একটা চক্রান্ত বলে নিন্দা করতে তাঁরা বাধ্য হলেন যা যেমন নির্বোধ, তেমনি বিপজ্জনক।

১৮ জানুয়ারির অনাস্থা প্রস্তাব আঘাত করল মন্ত্রীদের, রাষ্ট্রপতিকে নয়। অথচ শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করেছিলেন মন্ত্রিসভা নয়, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই।

শৃঙ্খলা পার্টি কি বোনাপার্টেরই অভিশংসন দাবি করবে? তাঁর পুনঃস্থাপনের অভিলাষ আছে এইজন্যে? কিন্তু সে কামনা তো কেবল তাদেরই কামনার পরিপূরক। তবে কি সৈন্যদল পরিদর্শন এবং ১০ ডিসেম্বর সমিতি সংক্রান্ত তাঁর ষড়যন্ত্রের জন্যে? কিন্তু অনেক আগেই তো তারা দিনগত আলোচ্য সূচির নিচে এইসব প্রশ্ন সমাধিস্থ করেছিল। তবে কি ২৯ জানুয়ারি আর ১৩ জুনের নায়ক, যে ১৮৫০ সালের মে মাসে ভয় দেখিয়েছিল বিদ্রোহ হলে প্যারিসের চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করা হবে, তার পদচ্যুতির প্রতিবাদে? সমাজের ভূলুণ্ঠিত রক্ষাপ্রাচীরটিকে তুলে ধরার জন্যে সরকারীভাবে সমবেদনা জ্ঞাপনের অনুমতিও মিলল না তাদের মিত্র 'পর্বত' এবং কাভেনিয়াকের কাছ থেকে। একজন জেনারেলকে বরখাস্ত করতে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক অধিকার তারা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারল না। রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক অধিকারের পার্লামেণ্টীয় নীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগেই তারা ক্রোধ প্রকাশ করেছিল। তারাই কি ক্রমাগত নিজেদের পার্লামেণ্টীয় অধিকারের নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ প্রয়োগ করে আসে নি বিশেষত সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের প্রশ্নে? অতএব শৃঙ্খলা পার্টি বাধ্য হল সুনির্দিষ্ট পার্লামেণ্টীয় চৌহদ্দির ভিতরেই বিচরণ করতে। আর ১৮৪৮ সাল থেকে **পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতারূপী** (parliamentary cretinism) যে বিশেষ ব্যাধি মহাদেশ জুড়ে আসর জমিয়েছে, যে ব্যাধির ছোঁয়াচে মানুষ একটি কাল্পনিক জগতে আটক পড়ে এবং রূঢ় বহির্জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত বোধ তার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় — এই পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধির ফলেই যারা একদা পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতার সমস্ত শর্তগুলি স্বহস্তে নষ্ট করেছে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পক্ষে পার্লামেণ্টীয় জয়টাকে জয় মনে করা, অথবা মন্ত্রীদের আঘাত করা মারফত রাষ্ট্রপতিকেই আঘাত করা হল বলে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত তাতে জাতির সমক্ষে জাতীয় সভাকে নতুন করে অপদস্থ করার সুযোগই তারা দিল রাষ্ট্রপতিকে। ২০ জানুয়ারি *Moniteur* ঘোষণা করল সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রাহ্য হয়েছে। ১৮ জানুয়ারির ভোট থেকে, 'পর্বত' আর রাজতন্ত্রীদের মৈত্রীর ঐ ফল থেকে প্রমাণ হল যে পার্লামেণ্টে কোন দলেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই, এই অছিলায়, এবং নতুন সংখ্যাগুরু দল গড়ে না ওঠা পর্যন্ত, বোনাপার্ট

একটি তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করলেন এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের একজনও পার্লামেণ্টের সদস্য নয়, সবাই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং নগণ্য লোক, অর্থাৎ নিতান্ত করণিক আর নকলনবিসদের মন্ত্রিসভা। শৃঙ্খলা পার্টি এবার এই নাচের পুতুলদের নিয়ে খেলায় নিজেদের কর্মক্লান্ত করে তুলবার অবকাশ পেল; নির্বাহী ক্ষমতা আর জাতীয় সভায় প্রতিনিধিত্ব থাকার কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে করল না। মন্ত্রীরা যে অনুপাতে পুতুলমাত্র ছিল, বোনাপার্ট ঠিক সেই অনুপাতে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত নির্বাহী ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করলেন, এবং নিজ স্বার্থে সেটা ব্যবহারের সুযোগও তাঁর সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

১০ ডিসেম্বর সমিতির পান্ডা রাষ্ট্রপতি নিজের জন্যে যে আঠার লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁর মন্ত্রীবেশী করণিকদের বাধ্য করেছিলেন, 'পর্বত' দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলা পার্টি সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে প্রতিশোধ নিল। এবার মাত্র এক-শ' দুই ভোটের সংখ্যাধিক্যে প্রশ্নটির মীমাংসা হয়, অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারির পরে আরও সাতাশটি ভোট খসে পড়েছিল; শৃঙ্খলা পার্টি ভাঙ্গনের মুখে এগিয়ে চলছিল। সেইসঙ্গে, যাতে 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মৈত্রীর তাৎপর্য সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যেও ভুল ধারণা না হয়, তাই 'পর্বতের' একশত উননব্বই জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের ব্যাপক মার্জনার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন এক ভেসের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটুকুতেই কাজ হল যে, পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচন্ড আলোড়ন গোপনে চলছে, সর্বত্র গুপ্ত সমিতি সংগঠিত হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পত্রিকাগুলির পুনঃপ্রকাশের আয়োজন চলছে, বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিকূল সংবাদ আসছে, জেনেভায় শরণার্থীরা লিয়োঁ থেকে ফ্রান্সের সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছে, ফ্রান্স এসে পড়েছে শিল্প এবং বাণিজ্যিক সঙ্কটের মুখে, রুবে-র শিল্পপতিরা শ্রম সময় কমিয়ে দিচ্ছে, বেল্ ইলের (৫৬) বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে --- সামান্য একজন ভেস-এর কথাই লাল জুজুর আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট হল, এবং যে প্রস্তাব নিঃসন্দেহে জাতীয় সভার জন্যে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে

বোনাপার্টকে আবার সেটার দ্বারস্থ করতে পারত, সেই প্রস্তাব শৃঙ্খলা পার্টি বিনা আলোচনায় অগ্রাহ্য করল। নতুন গোলযোগের সম্ভাবনা দিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা যে ভয় দেখাল তাতে আতঙ্কিত না হয়ে তাদের বরং শ্রেণী-সংগ্রামের জন্যে কিছুটা সুবিধে করে দিয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে নিজেদের উপর নির্ভরশীল করে রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলার সাহস বোধ করল না তারা।

ইতোমধ্যে এই তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অত্যন্ত জড়ক্রিয় হয়েই রইল। বোনাপার্ট মন্ত্রিসভায় ক্রমাগত নতুন অদলবদল করে জাতীয় সভাকে ক্লান্ত করে তুললেন এবং বোকা বানাতে থাকলেন। কখনও তিনি ভাব করলেন যেন লমার্তিন আর বিয়োকে নিয়ে গঠন করতে চান একটা প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা; কখনও যেন-বা পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা — অপরিহার্য সেই অদিলোঁ বারোকে নিয়ে, বোকা বানাবার মতো লোকের প্রয়োজন হলে যাঁর নাম বাদ পড়তেই পারে না; তারপর ভাতিমেনিল এবং বেনুয়া দ'আজিকে নিয়ে লেজিটিমিস্ট মন্ত্রিসভা; এবং তারপর আবার মালভিলকে নিয়ে অর্লিয়ান্সী মন্ত্রিসভা। এইভাবে যেমন তিনি শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপদলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাখলেন, এবং সামগ্রিকভাবে তাদের শঙ্কিত করে তুললেন প্রজাতন্ত্রিক মন্ত্রিসভার সম্ভাবনা এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরে আসার ভয় দেখিয়ে, সেইসঙ্গে তেমনি তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে দিলেন যে, রাজতান্ত্রিক উপদলগুলির আপসহীনতার জন্যেই তাঁর পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত সৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়ারা কিন্তু ততই আরও জোরে চিৎকার করে 'শক্তিশালী সরকার' দাবি করতে লাগল; ফ্রান্সকে 'শাসন-ব্যবস্থাহীন' অবস্থায় ফেলে রাখা তারা ততই বেশি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতে লাগল, যতই একটা সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যিক সংকট আসন্ন বলে বোধ হল, আর তার ফলে শহরাঞ্চলে সমাজতন্ত্র নতুন নতুন সমর্থক লাভ করতে লাগল, যেমন গ্রামাঞ্চলে সমর্থক জুটছিল খাদ্যশস্যের সর্বনেশে মূল্যহ্রাসের ফলে। বাণিজ্যে প্রতিদিন আরও মন্দা দেখা দিতে থাকল; বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হল লক্ষণীয়, প্যারিসে অন্তত দশ হাজার শ্রমিকের রুটির সংস্থান রইল না; রুয়েঁ, ম্যুলহাউজেন, লিয়োঁ, রুবে, তুর্কুয়েঁ, সাঁ এতেঁ, এলবোফ

প্রভৃতিতে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে রইল। এই অবস্থায় ১১ এপ্রিল তারিখে বোনাপার্ট পুনর্বহাল করতে সাহস পেলেন ১৮ জানুয়ারির মন্ত্রিসভাকে: শ্রীযুক্ত রুয়ের, ফুল্দ, বারোশ প্রভৃতির সেই মন্ত্রিসভা, আর তাঁদের জোর বাড়ান হল সেই শ্রীযুক্ত লেওঁ ফশেকে যোগ করে, যাঁকে জাল টেলিগ্রাম পাঠাবার অপরাধে সংবিধান-সভা সেটার অন্তিমদশায় পাঁচ জন মন্ত্রীর ভোট বাদে সর্বসম্মতিক্রমে এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে নিন্দা করেছিল। অতএব মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সভার জয় এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে তিন মাসের সংগ্রামের একমাত্র ফল দাঁড়াল এই যে, ১১ এপ্রিল ফুল্দ এবং বারোশ তৃতীয় শক্তিরূপে তাঁদের মন্ত্রিত্বের মিতালিতে নিলেন পিউরিটান ফশেকে।

১৮৪৯ সালের নভেম্বরে বোনাপার্টকে একটি **পার্লামেণ্টীয় রীতিবিরুদ্ধ** মন্ত্রিসভা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত** মন্ত্রিসভা নিয়ে, আর ১১ এপ্রিল তিনি একটি **পার্লামেণ্ট-বিরোধী** মন্ত্রিসভা গঠনের মতো জোর পেলেন, যেটার মধ্যে বেশ মিলেমিশে রইল উভয় সভারই অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট, — সংবিধান-সভা এবং বিধান-সভা, একটি প্রজাতান্ত্রিক, অপরটি রাজতান্ত্রিক। বিভিন্ন মন্ত্রিসভার এই পর্যায়ক্রমটা হল একটা তাপমানযন্ত্র যেটা দিয়ে পার্লামেণ্ট নিজ প্রাণের উত্তাপ হ্রাসের-পরিমাপ করতে পারত। এপ্রিলের শেষভাগে সেই উত্তাপ এতই কমে এল যে, এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পের্সিনি রাষ্ট্রপতির দলে আসার জন্যে শাঙ্গার্নিয়েকে উপরোধ জানাতে পারলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, বোনাপার্টের মতে জাতীয় সভার প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, আর কুদেতার যে সম্ভাবনা অবিরত সামনে রাখা হয়েছে কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার স্থগিত রাখতে হল, তা ঘটার পর যে ঘোষণা প্রকাশ করার কথা তা পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। শাঙ্গার্নিয়ে শৃঙ্খলা পার্টির নেতাদের এই মৃত্যুসংবাদ জানালেন, কিন্তু ছারপোকার কামড়ে প্রাণ হারাবার কথা কে বিশ্বাস করবে? পীড়িত, জীর্ণ, মৃত্যুর কালিমালিপ্ত হলেও এই পার্লামেণ্ট ১০ ডিসেম্বর সমিতির কিম্ভূত দলপতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধটাকে ছারপোকার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বেশি কিছু

বলে ভাবতে পারল না। কিন্তু বোনাপার্ট শৃঙ্খলা পার্টিকে সেই জবাব দিলেন যা এজেসিলেস বলেছিলেন রাজা এজিসকে:

'আমাকে ভাবছ পিপীলিকা, কিন্তু একদিন আমি হয়ে উঠব সিংহ।' (৫৭)

৬

সামরিক শক্তি হাতে রাখার এবং নির্বাহী ক্ষমতার উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ পুনরাধিকার করবার নিষ্ফল চেষ্টায় শৃঙ্খলা পার্টিকে 'পর্বত' এবং বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়েছিল, সেটা থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে পার্লামেন্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাধিক্য খোয়া গেছে। ২৮ মে কেবল পঞ্জিকার পাতার জোরই, কেবল ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার বলই সেটার পরিপূর্ণ ভাঙনের সঙ্কেত দিল। ২৮ মে শুরু হল জাতীয় সভার জীবনের শেষ বছর। এবার সেটার স্থির করার কথা সংবিধান অপরিবর্তিত থেকে যাবে, না সংশোধিত হবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন বলতে বোঝায় বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন নাকি পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শাসন শুধু নয়, গণতন্ত্র নাকি প্রলেতারীয় নৈরাজ্য শুধু নয়, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র নাকি বোনাপার্ট শুধু নয়, সেইসঙ্গে আরও বোঝায় অর্লিয়ান্স নাকি বুরবোঁ! তাই পার্লামেণ্টের মাঝখানে এমন একটা বিরোধের কারণ এসে পড়ল, যার ফলে শৃঙ্খলা পার্টি যেসব বিরুদ্ধ উপদলে বিভক্ত সেগুলোর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত প্রকাশ্যে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা অনিবার্য ছিল। শৃঙ্খলা পার্টি ছিল নানাধর্মী বিভিন্ন সামাজিক পদার্থের সমবায়। সংশোধনের প্রশ্নে এমন রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হল যাতে বস্তুটা বিয়োজিত হয়ে মূল অঙ্গ-উপাদানসমূহে বিভক্ত হয়ে গেল।

সংশোধনের প্রশ্নে বোনাপার্টপন্থীদের আগ্রহটা সোজা। তাদের পক্ষে এটি ছিল সর্বোপরি ৪৫ ধারাটা বাতিলের প্রশ্ন; বোনাপার্টের পুনঃনির্বাচন এবং তাঁর কর্তৃত্বের মেয়াদবৃদ্ধি নিষিদ্ধ ছিল এই ধারায়। প্রজাতন্ত্রীদের মনোভাবও ছিল তেমনিই সহজ-সরল। যে কোন সংশোধনেরই তারা ছিল ঘোর বিরোধী, তার মধ্যে তারা দেখত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র। যেহেতু জাতীয় সভায় এক-চতুর্থাংশেরও অধিক ভোট তাদের হাতে ছিল, এবং

যেহেতু সংবিধান অনুসারে সংশোধনী প্রস্তাব আইনত সিদ্ধ হতে হলে এবং সংশোধনকারী পরিষদ আহ্বান করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন, অতএব নিজেদের ভোটটুকু হাতে থাকলেই তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত মনে করার কথা। তাই তারা জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল।

এইসব সুস্পষ্ট মতাবস্থানের তুলনায় শৃঙ্খলা পার্টি কিন্তু সমাধানের অসাধ্য নানা বৈপরীত্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সংশোধনের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে স্থিতাবস্থা বিপন্ন হবে, যেহেতু বোনাপার্টের পক্ষে তখন খোলা থাকবে একমাত্র বলপ্রয়োগেরই পথ, এবং যেহেতু ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে চরম মুহূর্তটিতে ফ্রান্সকে বৈপ্লবিক অরাজকতার হাতে সমর্পণ করতে হবে এমন পরিস্থিতিতে যখন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা হারিয়েছে, বহুকাল যাবত সে ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে ছিল না, আর জনগণ সে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অথচ জানা কথা যে, সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট বৃথাই যাবে, কারণ প্রজাতন্ত্রীদের ভিটোর ফলে নিয়মতান্ত্রিক কারণে তাদের ব্যর্থতা অবধারিত। সংবিধানবিরুদ্ধ উপায়ে সাধারণ সংখ্যাধিক্যকেই অবশ্যপালনীয় বলে ঘোষণা করলে তারা বিপ্লবের উপরে আধিপত্যের আশা করতে পারে একমাত্র যদি নির্বাহী ক্ষমতার সার্বভৌম শক্তির কাছে শর্তহীন বশ্যতা স্বীকার করে, সেক্ষেত্রে বোনাপার্টকেই করে দেওয়া হবে সংবিধানের, সেটা সংশোধনের এবং তাদের নিজেদেরও হর্তাকর্তা। শুধু আংশিক সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে সম্রাটরূপে তাঁর ক্ষমতা জবরদখলের পথই পরিষ্কার হবে। সামগ্রিক সংশোধনে প্রজাতন্ত্রের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং রাজবংশদুটোর দাবির অনিবার্য সংঘাত দেখা দেবে, কারণ বুরবোঁ আর অর্লিয়ান্সের পুনঃস্থাপনার শর্তগুলি কেবল ভিন্ন নয়, একটিকে একেবারে বর্জন না করলে অন্যটি অসম্ভব।

যে নিরপেক্ষ এলাকাতে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর দুটি উপদল — লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী দল, বৃহৎ ভূমিসম্পত্তি আর শিল্পের দল -- সমান অধিকার সহকারে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র।** এটা হল তাদের মিলিত শাসনের অপরিহার্য শর্ত, একমাত্র রাষ্ট্ররূপ যেখানে তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের বশে আনা গিয়েছিল তাদের বিশিষ্ট উপদলীয় দাবিসমূহ এবং অন্যান্য সমস্ত

শ্রেণীর দাবিও। রাজতন্ত্রী হিসেবে তারা ফিরে গেল তাদের অতীত বিরোধে, ভূমিসম্পত্তি বনাম অর্থবলের প্রভুত্বের জন্যে সংগ্রামে, আর এই বিরোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ, সেটার মূর্তরূপ হল তাদের রাজারা, তাদের দুই রাজবংশ। এইজন্যেই **বুরবোঁদের ফিরিয়ে আনার** বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিরোধ।

অর্লিয়ান্সী জন-প্রতিনিধি ক্রেতোঁ নিয়মিতভাবে ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫১ সালে রাজপরিবারগুলির নির্বাসনের অনুশাসন প্রত্যাহারের প্রস্তাব এনেছিলেন। পার্লামেন্টেও সমানই নিয়মিতভাবে এই দৃশ্য দেখা গেল যে, একটি রাজতান্ত্রিক সভা তাদের নির্বাসিত রাজাদের প্রত্যাবর্তনের দ্বার নাছোড় হয়ে রুদ্ধ করে রাখছে। তৃতীয় রিচার্ড ষষ্ঠ হেনরিকে এই বলে হত্যা করেছিলেন যে, তিনি এই পৃথিবীর পক্ষে বড় বেশি সৎ লোক, একমাত্র স্বর্গেই তাঁর স্থান। এঁরা ঘোষণা করলেন রাজাদের ফিরে পাবার পক্ষে ফ্রান্স বড়ই নিকৃষ্ট দেশ। অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তারা হয়ে উঠেছিল প্রজাতন্ত্রী এবং যে জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত রাজাদের ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করেছিল সেটাকে বারবার এরা অনুমোদন করল।

সংবিধানের যে সংশোধন ঘটনাচক্রে অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল তাতে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুই বুর্জোয়া উপদলের যুগ্ম শাসন সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছিল, আর রাজতন্ত্রের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার দেখা দিল, প্রধানত যেগুলির প্রতিনিধিত্ব রাজতন্ত্র করেছিল পালা করে — আবার দেখা দিল একটা উপদলের উপরে অন্যটার প্রাধান্যের লড়াই। শৃঙ্খলা পার্টির কূটনীতিবিদরা বিশ্বাস করেছিল রাজবংশ দুটোর সম্মিলনী ঘটিয়ে, রাজতান্ত্রিক দল দুটির এবং তাদের রাজপরিবারদ্বয়ের তথাকথিত **মিলন** ঘটিয়ে তারা এই সংগ্রামের মীমাংসা করতে পারবে। পুনঃস্থাপনা এবং জুলাই রাজতন্ত্রের প্রকৃত মিলন কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র, যেখানে অর্লিয়ান্স এবং লেজিটিমিস্ট রঙ মুছে যায়, আর বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রজাতি মিলিয়ে যায় সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের মধ্যে, বুর্জোয়া গণ-এর মধ্যে। এবার কিন্তু অর্লিয়ান্সীকে হতে হবে লেজিটিমিস্ট, আর লেজিটিমিস্টকে অর্লিয়ান্সী; যে রাজছত্রে তাদের বিরোধ মূর্তিমান, তাতেই মূর্ত হওয়া চাই তাদের ঐক্য; তাদের একান্ত নিজস্ব উপদলীয় স্বার্থের অভিব্যক্তিটাই হওয়া চাই তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের

প্রকাশ; রাজতন্ত্রকে সেই কাজ করতে হবে যে কাজ কেবল দুই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই প্রজাতন্ত্রের দ্বারা করা সম্ভব ছিল এবং করা হয়েছিলও। এই পরশপাথর পয়দা করার জন্যেই শৃঙ্খলা পার্টির পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাতে লাগলেন। লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র যেন কোনদিন শিল্পপতি বুর্জোয়াদের রাজতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে, অথবা বুর্জোয়া রাজতন্ত্র যেন কখনও হয়ে উঠতে পারে ভূমিসম্পত্তির বংশানুক্রমিক মালিক অভিজাতবর্গের রাজতন্ত্র। ভূমিসম্পত্তি এবং শিল্প যেন কখনও **একটি** রাজমুকুটের অধীনে ভাই-ভাই হয়ে যেতে পারে, যখন সেই মুকুটে জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ কেবল একটি ভ্রাতার মস্তকই ভূষিত করা যায়। যতদিন না ভূমিসম্পত্তি আপনিই শিল্পচরিত্র ধারণ করতে চাইছে, তখন শিল্পের পক্ষে যেন ভূমিসম্পত্তির সঙ্গে আদৌ কোন মিটমাট করা সম্ভব। কাল যদি পঞ্চম হেনরির মৃত্যু হয়, তার ফলে প্যারিসের কাউণ্ট তো লেজিটিমিস্টদের রাজা হতে পারবেন না, যদি না তিনি অর্লিয়ান্সী রাজপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্মিলনীর যে দার্শনিকেরা সংশোধনের প্রশ্নটা যতই সামনে এসে যাচ্ছিল ততই সরব হয়ে উঠেছিলেন, *Assemblée Nationale* (৫৮) পত্রিকাটিকে নিজেদের দৈনিক সরকারী মুখপত্র করে নিয়েছিলেন, এবং এমনকি এই মুহূর্তেও (ফেব্রুয়ারি ১৮৫২) আবার তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ধারণা হল সমস্ত মুশকিলের কারণ শুধু রাজবংশ দুটির মধ্যে বিরোধ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লুই ফিলিপের মৃত্যুর পরে পঞ্চম হেনরি এবং অর্লিয়ান্স পরিবারের পুনর্মিলনের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত রাজবংশীয় কূটচক্রান্তের মতোই যার খেলা চলত কেবল জাতীয় সভার বিরতিকালে, দুই অঙ্কের অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে (entr'actes) যবনিকার অন্তরালে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের বদলে যা বরং সাবেকী কুসংস্কার নিয়ে ভাবাকুল ছেনালিপনা মাত্র, সেই চেষ্টা এখন পূর্বতন শৌখিন নাটুকেপনা ছেড়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সাড়ম্বর রাষ্ট্রীয় নাট্যরূপে শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হতে থাকল। দূতেরা ছুটল প্যারিস থেকে ভেনিস (৫৯), ভেনিস থেকে ক্ল্যারমণ্ট এবং ক্ল্যারমণ্ট থেকে প্যারিসে। শাঁবরের কাউণ্ট একটি ইস্তাহার জারি করে 'তাঁর সমস্ত পরিজনবর্গের সাহায্যে' তাঁর নিজের নয়, 'জাতীয়' পুনঃস্থাপনার ঘোষণা করলেন। অর্লিয়ান্সী সালভাঁদী পঞ্চম হেনরির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। লেজিটিমিস্ট কর্তা

বেরিয়ে, বেনুয়া দ'আজি, সাঁ-প্রিস্ত ক্ল্যারমণ্ট যাত্রা করে অর্লিয়ান্সচক্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথাই। মিলনবাদীরা অতিরিক্ত বিলম্বে উপলব্ধি করল যে দুটি বুর্জোয়া উপদলের স্বার্থ যখন পারিবারিক স্বার্থ, দুই রাজবংশের স্বার্থের আকারে তীক্ষ্ণতর হয়, তখন ঐসব স্বার্থের অনন্যতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় না, এবং নমনীয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চম হেনরি যদি প্যারিসের কাউণ্টকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করতেন — সম্মিলনের ফলে বড়জোর যে একমাত্র সাফল্য হাসিল হতে পারত — তাতে অর্লিয়ান্সবংশ এমন কোন অধিকার পেত না যা পঞ্চম হেনরি নিঃসন্তান হওয়ার দরুন ইতোমধ্যেই তারা পেয়ে যায় নি, অথচ জুলাই বিপ্লবে অর্জিত সমস্ত অধিকার তাদের খোয়া যেত। তাদের আদি দাবিগুলো, বুরবোঁ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখার বিরুদ্ধে প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করতে হত; নিজেদের ইতিহাসলব্ধ অধিকার, আধুনিক রাজত্বের অধিকার বিকিয়ে দিতে হত কুলাধিকারের জন্যে। এই মিলন তাই হতে পারত আর কিছুই নয়, শুধু অর্লিয়ান্সবংশের স্বেচ্ছায় অধিকার ত্যাগ, লেজিটিমিস্ট নীতির কাছে আত্মসমর্পণ, প্রটেস্টাণ্ট রাষ্ট্রীয় চার্চ থেকে অপসরণ করে অনুতপ্তচিত্তে ক্যাথলিক চার্চে প্রবেশ। উপরন্তু, এই অপসরণের ফলে তারা তাদের হারানো সিংহাসনেও উঠতে পারত না, পেঁছিত শুধু সিংহাসনে ওঠার ধাপে, যেখানে তাদের জন্ম। গিজো, দুশাতেল প্রভৃতি প্রাক্তন অর্লিয়ান্সী মন্ত্রী যাঁরা এইভাবে সম্মিলনের ওকালতি করতে ক্ল্যারমণ্টে ছুটেছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করছিলেন জুলাই বিপ্লব নিয়ে **Katzenjammer**,* বুর্জোয়াদের রাজত্ব এবং বুর্জোয়া রাজকীয়তা সম্পর্কে হতাশার অনুভূতি, অরাজকতার বিরুদ্ধে শেষ মন্ত্রশক্তি হিসেবে লেজিটিমিস্ট নীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। অর্লিয়ান্স এবং বুরবোঁদের মধ্যস্থ হিসেবে নিজেদের কল্পনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন স্রেফ অর্লিয়ান্সদলত্যাগী, এবং জুয়াঁভিলের রাজকুমার সেইভাবেই তাঁদের গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, অর্লিয়ান্সীদের তাগড়াই জঙ্গী অংশটা — তিয়ের, বাজ, ইত্যাদি — লুই ফিলিপের পরিজনবর্গকে আরও অনায়াসে বোঝাতে পারলেন

---

* 'পরদিন-সকাল'-বোধ। — সম্পাঃ

যে, প্রত্যক্ষভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপনার পূর্বশর্ত যদি হয় দুই রাজবংশের একীকরণ এবং এমন যে কোন একীকরণের পূর্বশর্ত যদি হয় অর্লিয়ান্সবংশের অধিকার ত্যাগ, সেক্ষেত্রে, উলটে, আপাতত প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির আসনকে সিংহাসনে রূপান্তরের উপযোগী অবস্থার প্রতীক্ষায় থাকাই সর্বতোভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের অনুযায়ী। জুয়াঁভিল প্রার্থী বলে গুজব রটান হল, কৌতূহলী জনসাধারণকে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হল, এবং কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে, সংশোধনের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য হবার পর প্রকাশ্যে তাঁকে প্রার্থী বলে ঘোষণা করা হল।

অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের রাজতান্ত্রিক সম্মিলনের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হল শুধু তাই নয়; এতে তাদের **পার্লামেণ্টীয় সম্মিলন,** তাদের সাধারণ প্রজাতান্ত্রিক রূপটিকে নষ্ট করা হল, আর শৃঙ্খলা পার্টিকে ভেঙে সেটার আদি অঙ্গ-উপাদানগুলিতে বিভক্ত করা হল; কিন্তু ক্ল্যারমণ্ট আর ভেনিসের মধ্যে মনোমালিন্য যতই বেড়ে চলল, যতই তাদের ফয়সালা ভেঙে গিয়ে জুয়াঁভিলের জন্যে আন্দোলন অগ্রসর হল, বোনাপার্টের মন্ত্রী ফশে এবং লেজিটিমিস্টদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ততই বেশি আগ্রহ আর ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেতে থাকল।

শৃঙ্খলা পার্টির ভাঙন সেটার আদি উপাদানগুলিতে গিয়েই থামল না। সেটার মস্ত দুটো উপদলের প্রত্যেকটির মধ্যেই আবার নতুন করে বিয়োজন চলল। যেসব পুরনো সূক্ষ্ম পার্থক্য আগে লেজিটিমিস্ট বা অর্লিয়ান্সী এক-একটা চক্রের ভিতরে থেকে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি মারামারি করত সেগুলো সবই যেন শুকিয়ে-যাওয়া ইনফিউসরিয়া প্রোটোজোয়ার মতো জলস্পর্শে আবার তাজা হয়ে উঠল, সেগুলো যেন নিজ-নিজ গোষ্ঠী আর স্বতন্ত্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নতুন প্রাণশক্তি আহরণ করেছে। লেজিটিমিস্টরা স্বপ্ন দেখল তারা টুইলেরিস আর মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন, ভিলেল আর পলিনিয়াকের (৬০) মধ্যকার তর্কবিতর্কের মধ্যে আবার ফিরে গেছে। অর্লিয়ান্সীরা যেন আবার বিচরণ করতে লাগল গিজো, মলে, ব্রলি, তিয়ের এবং অদিলোঁ বারো-র দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্বর্ণযুগে।

শৃঙ্খলা পার্টির যে অংশটা সংশোধনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, অথচ সংশোধনের চৌহদ্দির প্রশ্নে আবার যাদের মধ্যে মিল ছিল না —

একদিকে বেরিয়ে আর ফালু-র নেতৃত্বে, অন্যদিকে লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে লেজিটিমিস্টরা, এবং মলে, ব্রলি, মঁতালাঁবের এবং অদিলোঁ বারো-র নেতৃত্বে রণক্লান্ত অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে অংশটা — এরা বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক ভিত্তিতে রচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সম্বন্ধে একমত হল:

> 'জাতির সার্বভৌমত্ব ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা তাকে প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করিতেছে যে সংবিধানের সংশোধন হউক।'

কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের পক্ষের তথ্য-পরিবেশক তকভিলের মারফত তারা সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করল যে, প্রজাতন্ত্র বিলোপের প্রস্তাব তোলার অধিকার জাতীয় সভার নেই, সে অধিকার একমাত্র সংশোধক পরিষদেই ন্যস্ত। তাছাড়া, সংবিধানের সংশোধন হতে পারে কেবল 'বৈধ' প্রণালীতেই, অর্থাৎ একমাত্র যদি সংশোধনের সপক্ষে থাকে সমগ্র ভোটের সংবিধানে যা নির্ধারিত সেই তিন-চতুর্থাংশ ভোট। ছয় দিনের তুমুল বিতর্কের পরে ১৯ জুলাই সংশোধনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, যা প্রত্যাশিতই ছিল। সেটার পক্ষে ছিল চার-শ' ছেচল্লিশ ভোট, কিন্তু বিপক্ষে ভোট ছিল দু'-শ' আটাত্তর। তিয়ের, শাঙ্গার্নিয়ে প্রমুখ চরম অর্লিয়ান্সীরা প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বতের' সঙ্গে ভোট দিলেন।

এইভাবে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য সংবিধানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল, কিন্তু সংবিধান আপনিই সংখ্যালঘুদের পক্ষে, এবং এদের ভোটই পালনীয় বলে মত প্রকাশ করে। কিন্তু শৃঙ্খলা পার্টি কি ১৮৫০ সালের ৩১ মে এবং ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন সংবিধানকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক ভোটের অধীন করায় নি? এতদিন পর্যন্ত তাদের সমস্ত নীতির ভিত্তিমূলেই কি পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলির বশ্যতাই তদবধি ছিল না কি তাদের সমগ্র কর্মনীতির ভিত্তি? আইনের আক্ষরিক অর্থের উপর প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তারা কি গণতন্ত্রীদের কাছে ছেড়ে দেয় নি এবং সেজন্যে তাদের তীব্র নিন্দা করে নি? কিন্তু এই মুহূর্তে সংবিধান সংশোধনের একমাত্র অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব চলতে দেওয়া, ঠিক যেমন সংবিধান অক্ষুণ্ন রাখার অর্থ

ছিল বোনাপার্টের পদচ্যুতি ছাড়া আর কিছু নয়। পার্লামেন্ট তাঁর পক্ষে মত দিল, কিন্তু সংবিধান মত দিল পার্লামেন্টের বিপক্ষে। সুতরাং সংবিধান ছিঁড়ে ফেলে তিনি কাজ করলেন পার্লামেন্টের মনোভাব অনুসারে, আর সংবিধান অনুসারে তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন।

পার্লামেন্ট ঘোষণা করেছিল সংবিধান এবং সেটার সঙ্গে পার্লামেন্টের নিজস্ব শাসন 'সংখ্যাগুরুর ঊর্ধ্বে'; ভোট মারফত পার্লামেন্ট সংবিধানকে বাতিল করল এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, সেটার জীবদ্দশায় একটির অবলুপ্তি কিংবা অন্যটির অস্তিত্ব কোনটাই চলতে পারে না। যারা সেটাকে কবর দেবে তারা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সংশোধন নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল তখন বোনাপার্ট প্রথম সামরিক ডিভিশনের অধিনায়কত্ব থেকে বারাগে দ'ইলিয়ে-কে অপসারিত করেন, কারণ তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত বলে প্রতিপন্ন হন, এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করেন লিয়োঁ-বিজয়ী, ডিসেম্বরের দিনগুলোর বীরনায়ক, নিজের এক অনুচর জেনারেল মানিয়াঁ-কে, যিনি লুই ফিলিপের আমলে বুলোন অভিযানের ব্যাপারে বোনাপার্টের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দায়ে মোটের উপরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

সংবিধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে শৃঙ্খলা পার্টি প্রমাণ করে দিল যে, শাসন করতে কিংবা খিদমত করতে, বাঁচতে অথবা মরতে, প্রজাতন্ত্রকে সহ্য করতে কিংবা সেটাকে উচ্ছেদ ঘটাতে, সংবিধানকে তুলে ধরতে বা সেটাকে বিসর্জন দিতে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা চালাতে কিংবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এর কোনটারই উপায় তারা জানে না। তাহলে তারা সমস্ত দ্বন্দ্ব-অসংগতির সমাধানের জন্যে কার মুখাপেক্ষী ছিল? তারা মুখাপেক্ষী ছিল পঞ্জিকার, ঘটনাচক্রের। ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করার স্পর্ধা তারা ত্যাগ করেছিল। এইভাবে তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাবলিকেই তারা আহবান জানাল; আর এইভাবে আহবান জানাল সেই শক্তির উদ্দেশে, জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেটার হাতে একটির পর একটি ক্ষমতা তুলে দিয়ে শেষে সেটার সম্মুখে ক্লীবের মতো দাঁড়িয়েছিল। নির্বাহী ক্ষমতার কর্ণধার যাতে আরও নিরুপদ্রবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, আক্রমণের উপায়গুলি দৃঢ়তর করতে পারেন, অস্ত্রনির্বাচন

করে নিজ অবস্থানগুলিকে সুরক্ষিত করতে পারেন, যেন সেইজন্যেই ঠিক সেই সংকটমুহূর্তে তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে ১০ অগস্ট থেকে ৪ নভেম্বর এই তিন মাস বৈঠক স্থগিত রাখা স্থির করল।

পার্লামেন্টের পার্টিটা সেটার দুই বৃহৎ উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল শুধু তাই নয়, এই দুই উপদলেরই ভিতরেও ভাগ-বিভাগ ঘটল শুধু তাই নয়, তদুপরি পার্লামেন্টের ভেতরকার শৃঙ্খলা পার্টি পার্লামেন্টের **বাইরের** শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হল। বুর্জোয়াদের মুখপাত্র এবং কলমচিরা, তাদের বক্তৃতামঞ্চ আর পত্রপত্রিকা, এক কথায় বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শবিদেরা এবং বুর্জোয়া শ্রেণী আপনিই — প্রতিনিধিরা এবং যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল, তারা পরস্পরকে আর বুঝতে পারছিল না।

বিভিন্ন প্রদেশের লেজিটিমিস্টরা তাদের সীমায়িত দিগন্ত এবং অসীম উৎসাহ নিয়ে তাদের পার্লামেন্টীয় নেতা বেরিয়ে এবং ফলুর বিরুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে বোনাপার্টপন্থী শিবিরে যোগ দেবার এবং পঞ্চম হেনরির পক্ষত্যাগের অভিযোগ আনল। তাদের লিলিফুলের মন মানুষের পতনে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু কূটনীতিতে নয়।

বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের রাজনীতিকদের সঙ্গে এই বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদটা ছিল অনেক বেশি সাংঘাতিক এবং চূড়ান্ত। লেজিটিমিস্টদের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে নীতি বর্জনের অনুযোগ করল না এই বুর্জোয়ারা, বরং উল্টে এরা আনল অকেজো নীতি আঁকড়ে থাকার অভিযোগ।

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, লুই ফিলিপের আমলে বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের যে অংশটি ক্ষমতার বেশির ভাগটা দখল করেছিল তারা অর্থাৎ **ফিনান্স অভিজাতবর্গ** ফুল্দের যোগদানের পরে বোনাপার্টপন্থী হয়ে পড়েছিল। ফুল্দ ছিলেন ফটকাবাজারে বোনাপার্টের স্বার্থের প্রতিনিধিই শুধু নয়, তিনি আবার বোনাপার্টের কাছে ফটকাবাজারের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করতেন। ফিনান্স অভিজাতবর্গের মনোভাব তাদের ইউরোপীয় মুখপত্র লন্ডনের *Economist* (৬১) পত্রিকার একটি রচনাংশে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ১৮৫১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই পত্রিকার প্যারিসের সংবাদদাতা লেখেন:

> ‘এখন আমরা শুনছি বহু মহল থেকে বলা হচ্ছে ফ্রান্স সর্বোপরি চায় শান্তি। বিধান সভার প্রতি বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা করেছেন; সভামঞ্চ থেকে এর প্রতিধ্বনি উঠছে; পত্র-পত্রিকাগুলিতে এই বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; গির্জার প্রচার-বেদি থেকে এটা ঘোষিত হচ্ছে; গোলযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় সরকারী ফাণ্ডের চঞ্চলতায় এবং নির্বাহী ক্ষমতার জয় প্রকটিত হওয়া মাত্র সরকারী ফাণ্ডের স্থির ভাবের মধ্যে সেটা প্রদর্শিত হয়।’

১৮৫১ সালের ২৯ নভেম্বরের সংখ্যায় *Economist* নিজের নামে ঘোষণা করে:

> ‘রাষ্ট্রপতিই শৃঙ্খলার রক্ষক, আর ইউরোপের প্রতিটি ফটকাবাজার তাঁকে এখন সেইভাবেই দেখছে।’

অতএব ফিনান্স অভিজাতবর্গ নির্বাহী ক্ষমতার বিপক্ষে শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেন্টীয় সংগ্রামটাকে শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত বলে ধিক্কৃত করল এবং তাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির প্রতিটি জয়কে শৃঙ্খলার জয় বলে অভিনন্দিত করল। ফিনান্স অভিজাতবর্গ বলতে এক্ষেত্রে কেবল তাদের বোঝাচ্ছে না যারা বৃহৎ ঋণ-ব্যবসায়ী এবং সরকারী ফাণ্ডে যারা ফটকা খেলে, যাদের সম্বন্ধে অবিলম্বেই বোঝা যায় যে তাদের স্বার্থ রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ থেকে অভিন্ন। সমগ্র আধুনিক ফিনান্স, গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সম্পূর্ণত সরকারী ক্রেডিটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। এদের কারবারী পুঁজির একাংশ বিনিয়োগ ক'রে সুদে খাটানো হয় অনতিবিলম্বে বিনিময়ে সরকারী সিকিউরিটিতে। তাদের আমানত, তাদের আয়ত্ত পুঁজি, যেটাকে তারা ছড়িয়ে দেয় ব্যাপারী আর শিল্পপতিদের মধ্যে, সেটার একাংশ আসে সরকারী সিকিউরিটির মালিকদের লভ্যাংশ থেকে। প্রতিযুগেই যদি রাষ্ট্রশক্তির স্থিতিশীলতা সমগ্র টাকার বাজার এবং সেটার পূজারীদের দৃষ্টিতে মোজেস এবং পয়গম্বরদের মর্যাদা পেয়ে থাকে, তবে এই যুগে সে মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে না কেন, যখন প্রতিটি মহাপ্লাবন পুরনো রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর পুরনো রাষ্ট্রীয় ঋণও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার বিপদ সৃষ্টি করে?

শিল্প বুর্জোয়ারাও শৃঙ্খলার প্রতি অন্ধ অত্যাসক্তির দরুন নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে পার্লামেন্টীয় শৃঙ্খলা পার্টির কলহে রুষ্ট হয়েছিল।

শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণ উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি ভোটদানের পরে তিয়ের, আঙ্গলা, সাঁ-ব্যেভ, প্রভৃতিকে ঠিক শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই তাঁদের নির্বাচকেরা প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছিল, তাতে বিশেষ করে 'পর্বতের' সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীটাই শৃঙ্খলার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে চাবকানি খেয়েছিল। আমরা যা দেখেছি, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির সংগ্রামের যা বিশেষত্ব সেইসব সদম্ভ শ্লেষোক্তি আর হীন চক্রান্ত যখন তার চেয়ে উত্তম সংবর্ধনা লাভের যোগ্য ছিল না, তাহলে, অপর পক্ষে, এই যে-বুর্জোয়া পার্টি সেটার প্রতিনিধিদের আদেশ করেছিল সামরিক ক্ষমতা সেটার নিজস্ব পার্লামেণ্টের হাত থেকে একজন ভাগ্যান্বেষী সিংহাসনের দাবিদারের হাতে নির্বিরোধে চলে যেতে দিতে, সেটার স্বার্থে অপচয়-করা অজস্র ষড়যন্ত্রেরও উপযুক্ত ছিল না সেটা। এটা প্রমাণ করল যে, এর **সামাজিক** স্বার্থ, এর নিজস্ব **শ্রেণী-স্বার্থ,** এর **রাজনৈতিক ক্ষমতা** রক্ষার সংগ্রাম একে কেবল বিব্রত এবং বিচলিতই করেছে, কারণ সংগ্রামটা ছিল ব্যক্তিগত কারবারের ক্ষেত্রে গোলযোগ।

প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে জেলা শহরগুলিতে গণ্যমান্য বুর্জোয়ারা, পৌর কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য আদালতের বিচারক, ইত্যাদিরা বোনাপার্টের সফরকালে সর্বত্র অত্যন্ত দাসোচিত ভঙ্গিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল, এমনকি যখন তিনি জাতীয় সভা এবং বিশেষত শৃঙ্খলা পার্টিকে অসংযত আক্রমণ করেছিলেন তখনও, দৃষ্টান্তস্বরূপ দিজোঁ-তে।

ব্যবসা-বাণিজ্য যতদিন ভালভাবে চলেছিল, এবং ১৮৫১ সালের গোড়ায়ও সে অবস্থা ছিল, তখন, পাছে বাণিজ্যের মতিগতি বিগড়ে যায় তাই বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করত। বাণিজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ থেকে অবস্থাটা সমানে যা ছিল, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্টীয় সংগ্রামকে বদ্ধতার কারণ বলে অভিযোগ করে, এবং বাণিজ্য যাতে আবার শুরু হয় সেজন্যে সংগ্রাম বন্ধ করার হাঁক পাড়তে থাকল। সংশোধন-সংক্রান্ত বিতর্ক চলল ঠিক এই দুঃসময়ে। প্রশ্নটি যেহেতু ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্ররূপ থাকবে কি থাকবে না, তাই বুর্জোয়ারা মনে করল এই যন্ত্রণাকর অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের কাছে দাবি করাই আরও বেশি সঙ্গত। এর মধ্যে কোন অসংগতি ছিল না।

অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান বলতে সেই ব্যবস্থা চলতে দেওয়াই তারা বুঝেছিল— অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটিকে সুদূর ভবিষ্যৎ কালের জন্যে স্থগিত রাখা। স্থিতাবস্থা রক্ষার দুটিমাত্র উপায় ছিল: বোনাপার্টের কর্তৃত্ব চলতে দেওয়া, অথবা তাঁর নিয়মতান্ত্রিক অবসরগ্রহণ এবং কাভেনিয়াকের নির্বাচন। বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের কাছে শেষোক্ত সমাধানটিই বাঞ্ছনীয় ছিল; তারা তাদের প্রতিনিধিদের নীরব থেকে এই জরুরী সমস্যাটির স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার চেয়ে বেশি সদুপদেশ দিতে পারল না। তাদের ধারণা ছিল তাদের প্রতিনিধিরা কোন কথা না বললে বোনাপার্টও কোন কাজ করবেন না। তারা চেয়েছিল একটি উটপাখি গোছের পার্লামেণ্ট, যেটা অদৃশ্য থাকার জন্যে শুধু মাথাটি ঢাকবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্য একটি অংশ চেয়েছিল, বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে রয়েছেন, তিনি সেখানেই থাকুন, যাতে সব কিছু পড়ে থাকে একই পুরনো খাতে। তাদের পার্লামেণ্ট প্রকাশ্যে সংবিধান লঙ্ঘন করে অনাড়ম্বরে অধিকার ত্যাগ করে নি বলে তারা রুষ্ট ছিল।

জেলাগুলির সাধারণ কাউন্সিলগুলি, বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই প্রাদেশিক প্রতিনিধি সংস্থাগুলি, জাতীয় সভার বিরতিকালে ২৫ অগস্ট তারিখ থেকে বৈঠক আরম্ভ করে, সেগুলি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই সংশোধনের পক্ষে, তাই পার্লামেণ্টের বিপক্ষে এবং বোনাপার্টের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল।

নিজেদের পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিবাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার চেয়েও দ্বিধাহীনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রোধ প্রকাশ করে তাদের সাহিত্য জগতের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, নিজেদের পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে। বোনাপার্টের জবরদখলী ক্ষমতালিপ্সার প্রতিবাদে বুর্জোয়া সাংবাদিকদের প্রতিটি আক্রমণ, নির্বাহী ক্ষমতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার্থে পত্রিকাগুলির প্রতিটি প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া জুরিদের রায়ে সর্বনাশা জরিমানা এবং জঘন্য মেয়াদের কারাদণ্ডাদেশ দেখে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি, পার্লামেণ্টীয় শৃঙ্খলা পার্টি শান্তির জন্যে সোরগোল তুলে নিষ্ক্রিয়তার ব্রত নিয়েছিল; সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত পরিবেশ নিজ হাতে ধ্বংস ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর

নিরাপত্তা আর অস্তিত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা খাপ খায় না; তখন অন্যদিকে **পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়া জনরাশি** রাষ্ট্রপতির প্রতি দাস্য প্রদর্শন ক'রে, পার্লামেণ্টের দুর্নাম ক'রে, নিজস্ব পত্র-পত্রিকার প্রতি বর্বর দুর্ব্যবহার ক'রে বোনাপার্টকে ডাক দিয়েছিল তাদের বলিয়ে আর লিখিয়ে অংশটাকে, তাদের রাজনীতিক আর সাহিত্যসেবীদের, তাদের বক্তৃতামঞ্চ আর পত্র-পত্রিকাগুলিকে দমন এবং লোপ করতে, যাতে তখন তারা একটি শক্তিশালী এবং নিরঙ্কুশ সরকারের রক্ষণাধীনে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার চালিয়ে যেতে পারে। শাসন করার ঝঞ্ঝাট আর বিপদ থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজেদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষাই এরা জানিয়ে দিল স্পষ্ট করে।

এই পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়ারা ইতিপূর্বে নিজস্ব শ্রেণী-শাসনের জন্যে নিছক পার্লামেণ্টীয় এবং সাহিত্য মাধ্যমে সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে সংগ্রামের নেতাদের প্রতি, অথচ এরাই এখন, ঘটনা ঘটে যাবার পর, বুর্জোয়াদের সপক্ষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, জীবনমরণ সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত অবতীর্ণ হয় নি বলে তাদের উপর দোষারোপ করতে সাহস পেল! এই বুর্জোয়ারা প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণতম এবং জঘন্যতম ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজেদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থ বলি দিয়েছে এবং নিজেদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে একই প্রকার বলিদান দাবি করেছে, আর এরাই এখন বিলাপ করতে থাকল যে, ,

> প্রলেতারিয়েত এদের আদর্শ রাজনৈতিক স্বার্থ বলি দিয়েছে তাদের [প্রলেতারিয়েতের] বৈষয়িক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে। এরা ভাব করল লক্ষ্মীমণির মতো, যাদের নাকি সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা বিভ্রান্ত প্রলেতারিয়েত চরম মুহূর্তে ভুল বুঝে পরিত্যাগ করল। আর সারা বুর্জোয়া জগতেও সেটার ব্যাপক প্রতিধ্বনি শোনা গেল। আমি অবশ্য এখানে ছেঁদো জার্মান রাজনীতিক কিংবা সেই ধরনের আজেবাজে লোকদের কথা বলছি না। আমি বলছি দৃষ্টান্তস্বরূপ আগে উদ্ধৃত *Economist* পত্রিকার কথা। ১৮৫১ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে পর্যন্ত, অর্থাৎ কুদেতার মাত্র চার দিন আগেও এই পত্রিকা বোনাপার্টকে 'শৃঙ্খলারক্ষক' এবং থিয়ের আর বেরিয়েদের 'নৈরাজ্যবাদী' আখ্যা দিয়েছিল, আর বোনাপার্ট নৈরাজ্যবাদীদের শায়েস্তা করার পর ১৮৫১

সালের ২৭ ডিসেম্বরই পত্রিকাটা 'মধ্য আর উচ্চ পর্যায়ের মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান, শৃঙ্খলাবোধ, মানসিক প্রভাব, বিদ্যাবুদ্ধি এবং নৈতিক মূল্যের' প্রতি 'অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নির্বোধ প্রলেতাইরে-দের' বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মুখর হয়ে উঠল। নির্বোধ, অজ্ঞ এবং ইতর জনরাশি হল বুর্জোয়া জনরাশিই, আর কেউ নয়।

১৮৫১ সালে ফ্রান্সে অবশ্য একটা ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংকট গোছের ঘটেছিল। ১৮৫০ সালের তুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে রপ্তানি কমে গিয়েছিল; মার্চ মাসে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কল-কারখানা বন্ধ হতে থাকে; এপ্রিলে শিল্পপ্রধান জেলাগুলির অবস্থা প্রায় ফেব্রুয়ারির দিনগুলির পরেকার মতো শোচনীয় হয়ে ওঠে; মে মাসেও কাজ-কারবার চাঙ্গা হল না; ২৮ জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্সের হিসাবপত্রে আমানতের অঙ্কে বিরাট বৃদ্ধি এবং হুণ্ডির উপরে আগামের পরিমাণে তেমনিই হ্রাস দেখে বোঝা গেল উৎপাদন অচল অবস্থায় রয়েছে, অক্টোবরের মধ্যভাগের আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি শুরু হল না। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যে এই অচলাবস্থার কারণ হিসেবে নির্দেশ করল বিভিন্ন নিছক রাজনৈতিক অবস্থা, পার্লামেণ্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে বিরোধ, রাষ্ট্রের নিছক অস্থায়ী রূপের অনিশ্চয়তা এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারের ভয়াবহ সম্ভাবনা। প্যারিসে এবং জেলাগুলিতে শিল্পের কয়েকটা শাখায় এই সমস্ত পরিস্থিতির একটা মন্দার ক্রিয়া ঘটেছিল, তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যা-ই হোক, রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রভাব ছিল শুধু স্থানীয় এবং নগণ্য। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, রাজনৈতিক দিগন্ত অন্ধকার হয়ে এল এবং প্যালে দ্য ইলিজে থেকে যে কোন মুহূর্তে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ছিল, ঠিক তখনই ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির সূত্রপাত হল, এর পরেও কি অন্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে? উপরন্তু, যে ফরাসী বুর্জোয়াদের 'দক্ষতা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং বিদ্যাবুদ্ধি' নাকের ডগা ছাড়িয়ে যায় না, তারা লণ্ডনে শিল্প-প্রদর্শনীর (৬২) সমগ্র পর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের দুরবস্থার কারণটা একেবারে নাকের নিচেই খুঁজে পেতে পারত। ফ্রান্সে যখন কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ইংলণ্ডে তখন কারবারগুলোতে দেউলিয়াপনা দেখা দিয়েছিল। এপ্রিল আর মে মাসে

ফ্রান্সে শিল্পক্ষেত্রে আতঙ্ক চরমে উঠেছিল, সেই এপ্রিল আর মে মাসে ইংলণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যজগতে আতঙ্ক উঠেছিল চরমে। ফ্রান্সের পশম শিল্পের মতো ইংলণ্ডের পশম শিল্প এবং ফ্রান্সের রেশম শিল্পের মতো ইংলণ্ডের রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ইংলণ্ডের সুতোকলগুলি কাজ চালিয়ে যায় তা ঠিক, কিন্তু তাতে ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সালের মতো লাভ আর ছিল না। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ফ্রান্সের সংকটটা ছিল শিল্পগত, ইংলণ্ডে — ব্যবসা-বাণিজ্যে; ফ্রান্সে কল-কারখানাগুলি অচল হয়ে রইল, আর ইংলণ্ডে কল-কারখানার কাজ বেড়ে চলল, কিন্তু আগেকার কয়েক বছরের তুলনায় তত অনুকূল অবস্থায় নয়; বাজারে সবচেয়ে বেশি মার খেল ফ্রান্সের রপ্তানি, আর ইংলণ্ডের আমদানি। অভিন্ন কারণটা ছিল স্পষ্টপ্রতীয়মান — স্বভাবতই ফ্রান্সের রাজনৈতিক দিগন্তের চৌহদ্দির মধ্যে সেটার হদিস মেলে না। ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সাল ছিল সবচেয়ে বেশি বৈষয়িক বাড়-বাড়ন্তের দুটো বছর এবং অতি-উৎপাদনের কাল, সেটা তাই-ই বলে টের পাওয়া গেল মাত্র ১৮৫১ সালে। সে বছরের গোড়ায় শিল্প-প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় সেটাতে আরও বিশেষ রকমের উৎসাহন জোটে। উপরন্তু, ছিল নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থাগুলি: প্রথমে, ১৮৫০ আর ১৮৫১ সালে তুলোর আংশিক ফসলহানি, পরে প্রত্যাশা ছাপিয়ে তুলো উৎপাদনের নিশ্চয়তা; তুলোর দামের প্রথমে বৃদ্ধি, পরে আকস্মিক হ্রাস, সংক্ষেপে দামের ওঠা-নামা। কাঁচা রেশমের উৎপাদন অন্ততপক্ষে ফ্রান্সে হল গড়পড়তা উৎপাদের চেয়ে কম। শেষে ১৮৪৮ সালের পর থেকে পশম শিল্পের এত সম্প্রসারণ ঘটেছিল যাতে পশমের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি, আর পশমী দ্রব্যের চেয়ে কাঁচা পশমের দাম এত বেড়েছিল যার মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। এইভাবে তাহলে বিশ্ব-বাজারের তিনটে শিল্পের জন্যে কাঁচামালের ক্ষেত্রে পাওয়া গেল ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার তিনদফা মালমসলা। এই বিশেষ অবস্থাগুলির কথা ছেড়ে দিলে, অতি-উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ফটকাবাজি শিল্পচক্রের আবর্তনে অনিবার্যভাবে যে সাময়িক বিরতি ঘটায়, যার পরে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে এই চক্রগতির শেষ পর্ব উন্মত্তের মতো পার হয়ে আবার যাত্রারম্ভস্থলে, **সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য সংকটে** আবার পেঁছে যায়, সেই বিরতি ছাড়া আর কিছুই নয় ১৮৫১ সালের প্রতীয়মান সংকটটা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই

ধরনের বিরামকালে ইংলণ্ডে কারবারী দেউলিয়াপনা দেখা যায়, আর ফ্রান্সে শিল্পই অচলাবস্থায় আসে, তার কারণ অংশত সমস্ত বাজারেই ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা সেই মুহূর্তে অসহনীয় হয়ে উঠে সেটাকে পশ্চাদাপসারণে বাধ্য করে, এবং অংশত, বিলাস দ্রব্যের উৎপাদক হিসেবে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোন মন্দার অবস্থাতেই আক্রমণটা বেছে বেছে তারই ওপর পড়ে। এইভাবে, সাধারণ সংকট বাদেও ফ্রান্সকে বিভিন্ন নিজস্ব জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তবে সেগুলো ফ্রান্সের কোন দেশজ প্রভাবের চেয়ে বিশ্ব-বাজারের সাধারণ অবস্থা দিয়েই অনেক বেশি পরিমাণে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফরাসী বুর্জোয়াদের সংস্কারের সঙ্গে ইংরেজ বুর্জোয়াদের বিবেচনার একটা প্রতিতুলনা অনাকর্ষণীয় হবে না। ১৮৫১ সালের বাৎসরিক বাণিজ্যবিবরণীতে লিভারপুলের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লিখছে:

> 'বছরের গোড়ায় যেসব প্রত্যাশা করা হয় সেগুলো সবে সমাপ্ত বছরটায় যেমনটা একেবারেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হল এমনটা হয়েছে খুবই কম বছরেই; যে মস্ত বড়-বাড়ন্তের প্রত্যাশা প্রায় সর্বসম্মত ছিল, তার পরিবর্তে এই বছরটি হয়ে দাঁড়াল গত পঁচিশ বছরের সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক বছরগুলির একটা — অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রের শ্রেণীগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা হচ্ছে। অথচ বছরটার গোড়ায় এর ঠিক বিপরীত অবস্থা আশা করার কারণ নিশ্চয়ই ছিল — উৎপন্ন মালের পরিমাণ ছিল মাঝামাঝি রকমের, টাকার পরিমাণ ছিল প্রচুর, খাদ্য সস্তা ছিল, ফসলের প্রাচুর্য ছিল সুনিশ্চিত, মহাদেশের মূলভূমিতে অটুট শান্তি বিরাজ করছিল এবং দেশে কোনরকম রাজনৈতিক অথবা আর্থিক গোলযোগ ছিল না; বাস্তবিকপক্ষে, বাণিজ্য এমন মুক্তপক্ষ ছিল না আর কখনও... তাহলে এই সর্বনাশা ফলাফলের মূল কারণ কী? আমাদের ধারণা, কারণটা হল আমদানি আর রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত বাণিজ্য। আমাদের বণিকরা তাদের কর্মের স্বাধীনতা আরও কঠোরভাবে সীমায়িত না করলে ত্রিবার্ষিক আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই আমাদের সংযত রাখতে পারবে না।'

এবার ফরাসী বুর্জোয়াদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন, ব্যবসায় জগতের এই আতঙ্কে যন্ত্রণাকাতর তাদের বাণিজ্য-পাগল মস্তিষ্ককে কীভাবে পীড়িত, আলোড়িত, হতবুদ্ধি করছে বিভিন্ন কুদেতা আর সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের গুজব, পার্লামেন্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত, অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টদের মধ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক

লড়াই, দক্ষিণ ফ্রান্সে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র, নিয়েভ্র আর শের জেলায় তথাকথিত জাকারি (৬৩), রাষ্ট্রপতি-পদের জন্যে বিভিন্ন প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকাগুলির ফেরিওয়ালামার্কা হাঁক, প্রজাতন্ত্রীদের অস্ত্রবলে সংবিধান আর সর্বজনীন ভোটাধিকার রক্ষার হুমকি, বাণীপ্রচারক দেশত্যাগী প্রবাসী বীরপুরুষগণ, যারা ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে পৃথিবীর অবসান ঘটবে বলে ঘোষণা করেছে -- এই সমস্ত ভেবে দেখলেই উপলব্ধি করবেন সম্মিলন, সংশোধন, স্থগিতকরণ, সংবিধান, ষড়যন্ত্রকরণ, মৈত্রী প্রবসন, জবরদখল এবং বিপ্লবের এই অবর্ণনীয় কর্ণবিদারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বুর্জোয়ারা কেন তাদের পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসছে: **'শেষহীন ত্রাসের চেয়ে বরং ত্রাসে শেষই ভাল!'**

বোনাপার্ট এই চিৎকারটার মর্ম বুঝলেন। তাঁর উপলব্ধি-ক্ষমতাটাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল মহাজনদের ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য প্রতিদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যতই নিকটবর্তী হতে থাকল হিসাব-নিকাশের দিন ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার, ততই তারা আকাশের গ্রহ সমাবেশে দেখতে লাগল তাদের পার্থিব হুণ্ডিগুলো অনাদায়ী থেকে যাবার সংকেত। খাঁটি জ্যোতিষী হয়ে উঠেছিল তারা। জাতীয় সভা বোনাপার্টের ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক মেয়াদবৃদ্ধির আশা বিফল করে দিয়েছিল; জুয়াঁভিলের রাজকুমারের প্রার্থিত্বের ফলে আর দ্বিধার অবকাশ ছিল না।

কখনও কোন ঘটনা আসার অনেক আগেই যদি সেটার ছায়া ফেলে থাকে সেটা হল বোনাপার্টের কুদেতা। সেই কবে, ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে, তাঁর নির্বাচনের সবেমাত্র একমাস পরেই তিনি শাঙ্গার্নিয়ের কাছে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন। ১৮৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রী অদিলোঁ বারো কুদেতার কর্মনীতিতে প্রচ্ছন্ন ধিক্কার দেন, আর ১৮৫০ সালের শীতকালে তিয়ের সেটা করেন প্রকাশ্যে। ১৮৫১ সালের মে মাসে পের্সিনি শাঙ্গার্নিয়েকে কুদেতার পক্ষে টানতে চেষ্টা করেন আবার; *Messager de l'Assemblée* (৬৪) পত্রিকায় এই আলাপ-আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পার্লামেণ্টের প্রতিটি ঝটিকার সময়ে বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলি জবরদখলের ভয় দেখিয়েছে এবং সংকট যত কাছিয়ে এসেছে ততই বেড়েছে তাদের গলার জোর। 'কেষ্টবিষ্টু' মহলের

নারী-পুরুষদের নিয়ে বোনাপার্ট প্রতিরাত্রে যে পানোৎসব চালাতেন তাতে মধ্যরাত্রি আসন্ন হলেই পানপ্রাচুর্যে রসনা বন্ধনমুক্ত আর কল্পনাশক্তি প্রজ্বলিত হয়ে উঠত, তখন কুদেতার তারিখ ধার্য হত পরদিন প্রাতঃকালেই। তরবারি কোষমুক্ত হত, পানপাত্র ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠত, 'প্রতিনিধিদের' জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হত, বোনাপার্টকে ভূষিত করা হত সম্রাটের বেশে, যতক্ষণ না সকালে প্রেতটা আর একবার বিতাড়িত হত, আর প্যারিসের লোকে মুখ-আলগা সতী এবং অবিবেচক 'নাইটদের' উক্তিতে চমৎকৃত হয়ে জানতে পারত কী ঘোর বিপদ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে আর-একবার। সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে একটার পর একটা কুদেতার গুজব রটল ঘন ঘন। তার সঙ্গে সঙ্গে কর্বুরিত ডেগেরেটাইপের (daguerreotype) মতো ছায়াতে রঙ ধরত। ইউরোপের দৈনিকগুলির সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসের সংখ্যাগুলোর পাতা ওলটালে দেখা যায় অক্ষরে-অক্ষরে এই ধরনের সংবাদ: 'প্যারিস কুদেতার গুজবে ঠাসা। বলা হচ্ছে রাজধানী রাত্রে সৈন্যে ভরে যাবে, পরদিন সকালে নির্দেশ জারি করে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হবে, সেন্ জেলায় অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হবে, সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তিত হবে এবং জনগণের শরণ নেওয়া হবে। প্রকাশ, বোনাপার্ট নাকি এইসব অবৈধ ডিক্রি বলবৎ করবার জন্যে মন্ত্রীদের সন্ধানে আছেন।' এই সংবাদবাহী পত্রগুলি সর্বদাই শেষ হত একটি চূড়ান্ত শব্দে — 'স্থগিত রইল'। কুদেতা বরাবরই ছিল বোনাপার্টের বদ্ধভাব। এই ধারণা নিয়েই তিনি আবার ফ্রান্সে হাজির হয়েছিলেন। এই ধারণাটা এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যাতে তিনি ক্রমাগত তা ফাঁস করে বসতেন, বলে ফেলতেন। আবার তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যাতে বারবার চিন্তাটা ছেড়েও দিতেন। কুদেতার ছায়াটা প্যারিসীয়দের কাছে ভূত হিসেবে এতই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল যে অবশেষে সেটা সশরীরে হাজির হলে তারা সেটাকে বিশ্বাস করতেই চায় নি। কুদেতাটাকে যা ফতে হতে দিল সেটা তাই ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারের সতর্ক বাক্‌সংযমও নয়, জাতীয় সভার উপর সেটা অতর্কিতে এসে পড়েছিল তাও নয়। কুদেতা যে কৃতকার্য হল সেটা তাঁর অবিমৃষ্যকারিতা সত্ত্বেও এবং জাতীয় সভার পূর্বজ্ঞান থাকা অবস্থায়ই, এটা হল পূর্বতন ঘটনাপরম্পরার অপরিহার্য অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১০ অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; ১৬ অক্টোবর তারা পদত্যাগপত্র দাখিল করল; ২৬-এ প্যারিস তরিনি মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ পেল। একই সময়ে পুলিসের বড়কর্তা কার্লিয়ে-র জায়গায় মপা এলেন; প্রথম সামরিক ডিভিশনের কর্তা মানিয়াঁ রাজধানীতে জড় করলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত রেজিমেন্টগুলিকে। ৪ নভেম্বর জাতীয় সভার অধিবেশন আবার আরম্ভ হল। অধীত পাঠ্যধারাটিকে সংক্ষেপে চুম্বকে পুনরাবৃত্তি করা, এবং মৃত্যুর পরেই সেটাকে গোর দেওয়া হল বলে প্রমাণ করা ছাড়া জাতীয় সভার আর কিছুই করার ছিল না।

নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রামে সভা প্রথমেই যে ঘাঁটি হারাল সেটা হল মন্ত্রিসভা। তরিনির মন্ত্রিসভার মতো একটি স্রেফ ছায়া মন্ত্রিসভাকে পূর্ণমর্যাদায় গ্রহণ করে তারা বিধিসম্মতভাবে এই ক্ষতি কবুল করতে বাধ্য হল। শ্রীযুক্ত জিরো নবগঠিত মন্ত্রিসভার নামে আত্মপরিচয় দিলে স্থায়ী কমিশনে হাস্যরোল উঠেছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের মতো বিভিন্ন প্রবল ব্যবস্থার জন্যে এমন দুর্বল মন্ত্রিসভা! অথচ পার্লামেন্টের মধ্যে কিছুই নয়, সবই সেটার বিরুদ্ধে হাসিল করাই ছিল ঠিক লক্ষ্যটা।

জাতীয় সভার কাজ আবার আরম্ভ হবার প্রথম দিনে এল বোনাপার্টের একটি বাণী, তাতে তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫০ সালের ৩১ মে তারিখের আইন রদের দাবি করেন। সেইদিনেই তাঁর মন্ত্রীরা এই মর্মে একটা ডিক্রি উত্থাপন করে। জাতীয় সভা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসভার জরুরী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং ১৩ নভেম্বর ৩৫৫-৩৪৮ ভোটে বাতিল করে আইনটাকেই। এইভাবে, তারা আর একবার নিজেদের ম্যান্ডেট ছিঁড়ে ফেলল; আর একবার তারা প্রমাণ করল যে, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি সভাটা শ্রেণীবিশেষের জবরদখলী পার্লামেন্টে পরিণত হয়েছে; আর একবার তারা স্বীকার করল যে, জাতিদেহের সঙ্গে পার্লামেন্টীয় মুণ্ডের সংযোগকারী পেশীগুলিকে তারা নিজেদের হাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়ে নির্বাহী ক্ষমতা যেমন জাতীয় সভার থেকে মুখ ফিরিয়ে জনগণের প্রতি আবেদন জানাল, আর বিধানিক কর্তৃপক্ষ খসড়া কোয়েস্টর বিল্ দিয়ে জনগণের দরবার থেকে আবেদন

করল সৈন্যবাহিনীর প্রতি। তাদের সরাসরি সৈন্যতলবের, পার্লামেণ্টীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল এই কোয়েস্টর আইনের উদ্দেশ্য। এইভাবে তারা নিজেদের আর জনগণের মধ্যে এবং নিজেদের আর বোনাপার্টের মধ্যে সালিস হিসেবে দাঁড় করাল সৈন্যবাহিনীকে, আর সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা বলে মেনে নিল, কিন্তু অন্যদিকে তাদের স্বীকার করতে হল যে, এই ক্ষমতাটার উপরে আধিপত্যের দাবি তারা ছেড়েছিল অনেক আগেই। অবিলম্বে সৈন্যতলব করার বদলে তাদের সৈন্যতলব করার অধিকার নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেদের সংশয়টাই ফাঁস করে দিল। কোয়েস্টর বিল্ প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজেদের ক্লীবতাই প্রকাশ্যে স্বীকার করল। প্রস্তাবটা পরাজিত হয়, এটার উপস্থাপকেরা ১০৮ ভোটের কমতিতে সংখ্যাধিক্য পেল না। এইভাবে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করল 'পর্বত'। এরা পড়েছিল বুরিদানের গাধাটার অবস্থায়, অবশ্য দুই আঁটি খড়ের মধ্যে পড়ে কোন্‌টা বেশি লোভনীয় সেটা স্থির করার সমস্যা নয়, এটা হল দুটো প্রহারবৃষ্টির মধ্যে পড়ে কোন্‌টা বেশি কঠোর তাই স্থির করার সমস্যা। তাদের ভয় ছিল একদিকে শাঙ্গার্নিয়েকে, অন্যদিকে বোনাপার্টকে। স্বীকার করতেই হবে অবস্থাটা কিছু বীরোচিত ছিল না।

১৮ নভেম্বর শৃঙ্খলা পার্টি পৌর নির্বাচনী আইনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনে এই মর্মে যে, পৌরসভা নির্বাচকদের পক্ষে তিন বছরের জায়গায় এক বছর এক এলাকাতে বসবাসই যথেষ্ট। এই সংশোধনী প্রস্তাব একটামাত্র ভোটে পরাজিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, ঐ ভোটটা ছিল ভুল। পরস্পরবিরোধী উপদলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলা পার্টি অনেক আগেই পার্লামেণ্টে তাদের স্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুইয়েছিল। এবার দেখা গেল পার্লামেণ্টে কোন সংখ্যাগুরু পক্ষই আর নেই। জাতীয় সভা কার্যপরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সেটার অঙ্গ-পরমাণুগুলিকে একত্রে ধরে রাখার কোন বাঁধনি শক্তি আর ছিল না; সেটা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল; সেটা তখন মৃত।

শেষে, দুর্বিপাকের অল্প কয়েক দিন আগে পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত বুর্জোয়া সম্প্রদায় পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদটাকে আর একবার যথাবিধি প্রতিপন্ন করেছিল। পার্লামেণ্টীয় জড়বুদ্ধিতার রোগে

আর সবার চেয়ে বেশি আক্রান্ত পার্লামেণ্টীয় নায়ক হিসেবে তিয়ের পার্লামেণ্টের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সঙ্গে মিলে একটি নতুন পার্লামেণ্টীয় চক্রান্ত ফেঁদেছিলেন — একটা 'দায়িত্ব আইন', তাতে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের গণ্ডির ভিতরে শক্ত করে বাঁধা থাকতে হত। ১৫ সেপ্টেম্বর প্যারিসে নতুন বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বোনাপার্ট যেমন এক দ্বিতীয় মজানিয়েলো-র মতো বাজারের মহিলাদের অর্থাৎ মেছুনীদের মনোহরণ করেছিলেন -- অবশ্য একজন মেছুনীর প্রকৃত ক্ষমতা সতের জন পার্লামেণ্টীয় বার্গ্রেভের চেয়ে বেশি; ঠিক যেমন তিনি কোয়েস্টর বিল্ উত্থাপন করে আহ্লাদিত করেছিলেন ইলিজে-তে যাদের আপ্যায়ন করতেন সেই সহচরদের, ঠিক তেমনি এবার ২৫ নভেম্বর তিনি জয় করে নিলেন শিল্পপতি বুর্জোয়াদের হৃদয়, যারা লণ্ডনের শিল্প-প্রদর্শনীর জন্যে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার পদক নিতে সার্কাসমণ্ডপে জড় হয়েছিল। *Journal des Débats* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতার অর্থপূর্ণ অংশটি আমি উদ্ধৃত করছি:

> 'এমনসব আশাতীত সাফল্যের পরে আমি সঙ্গতভাবেই পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে, একদিকে বাক্যবীরের দল এবং অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক মরীচিকা দিয়ে অবিরত উপদ্রুত হবার বদলে যদি ফরাসী প্রজাতন্ত্র সেটার প্রকৃত স্বার্থ অনুসারে চলত এবং প্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারের সুযোগ পেত, তবে সেটা হয়ে উঠতে পারত কত মহান। (মণ্ডপের প্রতি কোণ থেকে সরব, তুমুল এবং মুহুর্মুহু করতালি।) রাজতান্ত্রিক মরীচিকা সমস্ত প্রগতি এবং শিল্পের সমস্ত প্রধান শাখাগুলির পথে অন্তরায়। অগ্রগতির বদলে কেবলই সংগ্রাম। দেখা যাচ্ছে, যারা আগে রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং বিশেষ অধিকারের সবচেয়ে সোৎসাহ সমর্থক ছিল তারাই আজ কনভেনশনের পক্ষসমর্থক হয়ে উঠেছে শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার থেকে উদ্ভূত শক্তিটাকে খর্ব করার জন্যে। (প্রবল ও মুহুর্মুহু করতালি।) দেখছি, যারা বিপ্লবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিপ্লবের দরুন সবচেয়ে বেশি খেদ করেছে তারাই আজ নতুন বিপ্লবের প্ররোচনা দিচ্ছে — কেবল জাতির সংকল্পকে শৃংখলিত করার জন্যেই... আমি আপনাদের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। (শাবাশ, শাবাশ, তুমুল শাবাশধ্বনি)।'

এইভাবে দাসসুলভ শাবাশধ্বনি তুলে শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা ২ ডিসেম্বরের কুদেতা, পার্লামেণ্টের বিনাশ, নিজেদেরই শাসনের পতন,

বোনাপার্টের একনায়কত্বকে ধন্য ধন্য করে গ্রহণ করল। ২৫ নভেম্বরের করতালির বজ্রনাদের জবাবে এল ৪ ডিসেম্বর কামাননির্ঘোষ এবং সর্বাধিক করতালিতে যিনি ফেটে পড়েছিলেন সেই শ্রীযুক্ত সালাঁদ্রুজের বাড়ির উপরেই বোমা ফাটল সর্বাধিক।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট (৬৫) ভেঙে দেবার সময়ে ক্রমওয়েল সেটার মাঝে গিয়েছিলেন একা, ঘড়িটা বের করেছিলেন যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ের পরে এক মুহূর্তও সেটার অস্তিত্ব না থাকে, আর পার্লামেন্টের প্রতিটি সদস্যকে পরম উল্লসিত সকৌতুক শ্লেষোক্তি করে বিতাড়িত করেছিলেন। নিজের ঐ আদিরূপের চেয়ে ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন আঠারোই ব্রুমেয়ার তারিখে বিধানিক সংস্থাটিতে অন্ততপক্ষে হাজির হয়েছিলেন এবং সেটার উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সেটার কাছে পড়ে দিয়েছিলেন, যদিও স্খলিতকণ্ঠে। দ্বিতীয় বোনাপার্ট ক্রমওয়েল কিংবা নেপোলিয়নের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মডেলের সন্ধান করলেন বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনা-বিবরণীতে নয়, ১০ ডিসেম্বর সমিতির ঘটনা-বিবরণীতে, ফৌজদারী আদালতের ঘটনা-বিবরণীতে। তিনি ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্স থেকে লুটে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জোগাড় করলেন, দশ লক্ষ দিয়ে জেনারেল মানিয়াঁকে কিনে নিলেন, সৈন্যদের কিনলেন জনপিছু পনের ফ্র্যাংক আর মদ দিয়ে, দুষ্কর্মে সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হলেন গোপনে নিশাচর তস্করের মতো, সবচেয়ে বিপজ্জনক পার্লামেন্টীয় নেতাদের বাড়ি চড়াও করানো হল, বিছানা থেকে টেনে তুলে নেওয়ান হল কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের, ল্য ফ্লো, শাঙ্গার্নিয়ে, শারাস্, তিয়ের, বাজ্, প্রভৃতিকে; প্যারিসের প্রধান প্রধান চক এবং পার্লামেন্ট গৃহ সৈন্য দিয়ে দখল করান হল; ভোরে সমস্ত দেয়ালে লটকান ফেরিওয়ালামার্কা হাঁকের প্লাকার্ডে ঘোষণা করা হল জাতীয় সভা আর রাষ্ট্রীয় পরিষদের অবসান, সর্বজনীন ভোটাধিকারের পুনঃপ্রবর্ত এবং সেন্ জেলায় অবরোধের অবস্থা। একইভাবে অল্পদিন পরে তিনি *Moniteur* পত্রিকায় একখানা জাল দলিল গুঁজে দিলেন, তাতে বলে দেওয়া হল, পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্যরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে একটি রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছেন।

দশম ওয়ার্ডের পৌরসভা গৃহে সমবেত এবং প্রধানত লেজিটিমিস্ট

আর অর্লিয়ান্সীদের নিয়ে পার্লামেণ্টের বাকি টুকরোটা মুহুর্মুহুঃ 'প্রজাতন্ত্রের জয়!' ধ্বনি তুলে বোনাপার্টের পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, বাড়িটার বাইরে হাঁ করে চেয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে বৃথাই গলাবাজি করল, শেষে আফ্রিকার নিশানদের হেফাজতে তাদের প্রথমে দ্য'অর্সে (d'Orsay) শিবিরে এবং পরে কয়েদী গাড়িতে ভরতি করে মাজাস, হাম্ আর ভাঁসেনের জেলখানায় চালান দেওয়া হল। শৃঙ্খলা পার্টি, বিধান-সভা এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অবসান ঘটল এইভাবে। ঝটিতি ইতি করার আগে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা যাক:

এক ॥ **প্রথম কালপর্যায়**। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মে, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি কালপর্যায়। প্রস্তাবনা। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধাপ্পা।

দুই ॥ **দ্বিতীয় কালপর্যায়**। প্রজাতন্ত্র গঠন এবং জাতীয় সংবিধান-সভার কালপর্যায়।

১। ৪ মে থেকে ২৫ জুন, ১৮৪৮। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর সংগ্রাম। জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের পরাজয়।

২। ২৫ জুন থেকে ১০ ডিসেম্বর, ১৮৪৮। বিশুদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের একনায়কত্ব। সংবিধানের খসড়া রচনা। প্যারিসে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা। ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বোনাপার্ট নির্বাচিত হবার ফলে বুর্জোয়া একনায়কত্ব নাকচ।

৩। ২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৮ থেকে ২৮ মে, ১৮৪৯। বোনাপার্টের বিরুদ্ধে এবং তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধে শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সংবিধান-সভার সংগ্রাম। সংবিধান-সভার তিরোভাব। প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পতন।

তিন ॥ **তৃতীয় কালপর্যায়। নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং জাতীয় বিধান-সভার** কালপর্যায়।

১। ২৮ মে, ১৮৪৯ থেকে ১৩ জুন, ১৮৪৯। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের সংগ্রাম। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরাজয়।

২। ১৩ জুন, ১৮৪৯ থেকে ৩১ মে ১৮৫০। শৃঙ্খলা পার্টির পার্লামেণ্টীয় একনায়কত্ব। সর্বজনীন ভোটাধিকার লোপ করে এরা নিজেদের শাসন সম্পূর্ণ করল, কিন্তু খোয়াল পার্লামেণ্টীয় মন্ত্রিসভা।

৩। ৩১ মে, ১৮৫০ থেকে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্টীয় বুর্জোয়াদের এবং বোনাপার্টের মধ্যে সংগ্রাম।

(ক) ৩১ মে, ১৮৫০ থেকে ১২ জানুয়ারি, ১৮৫১। সৈন্যবাহিনীর উপর সর্বাধিনায়কত্ব হারাল পার্লামেণ্ট।

(খ) ১২ জানুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিল, ১৮৫১। প্রশাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হল। পার্লামেণ্টে শৃঙ্খলা পার্টি স্বতন্ত্র সংখ্যাগুরুত্ব হারাল। প্রজাতন্ত্রীদের এবং 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মিত্রতাস্থাপন।

(গ) ১১ এপ্রিল থেকে ৯ অক্টোবর, ১৮৫১। সংশোধন, সম্মিলন এবং মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টা। বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানে বিয়োজিত হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট আর পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সাধারণ বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদ সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

(ঘ) ৯ অক্টোবর থেকে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেণ্ট এবং নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে প্রকাশ্য কাটান-ছিঁড়েন। নিজ শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী এবং বাদবাকি সমস্ত শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে পার্লামেণ্ট সেটার অন্তিম কৃত্য করে প্রাণত্যাগ করল। পার্লামেণ্টীয় আমল এবং বুর্জোয়া শাসনের তিরোভাব। বোনাপার্টের জয়। সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের প্যারোডি।

৭

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সূত্রপাতে **সামাজিক প্রজাতন্ত্র** কথাটা উঠেছিল একটি বচন হিসেবে, একটা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলিতে **প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের** রক্তে ডুবে গেলেও নাটকের পরবর্তী অঙ্কগুলিতে সেটা প্রেতের মতো অধিষ্ঠান করতে থাকে। **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** নিজ পোঁছ ঘোষণা করল। ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন সেটা ছত্রভঙ্গ হল সেটার **পেটি বুর্জোয়ারাসুদ্ধ,** তারা পিট্টান দিল, কিন্তু পালাতে পালাতেই দ্বিগুণ বড়াই করে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে গেল। গোটা রঙ্গমঞ্চ দখল করে বসল বুর্জোয়ারা সমেত **পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র;** এটা নিজ অস্তিত্ব ব্যবহার করল পূর্ণ মাত্রায়; কিন্তু ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সেটাকে কবর দিল, তার

সঙ্গে সঙ্গে উঠল সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের সকাতর ধ্বনি: 'প্রজাতন্ত্রের জয়!'

ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের প্রাধান্য প্রতিহত করে; তারা নিয়ে এল ১০ ডিসেম্বর সমিতির দলপতির নেতৃত্বাধীন লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রাধান্য। লাল নৈরাজ্যের ভবিষ্য বিভীষিকা দেখিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সকে শ্বাসরোধী আতঙ্কের অবস্থায় রেখে দিল; সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে বোনাপার্ট আগেভাগে হিসাবনিকাশ করে নিলেন: ৪ ডিসেম্বর বুলভার মঁমার্ত্র এবং বুলভার ডেস ইতালিয়েন-এর বিশিষ্ট বুর্জোয়াদের তাদের জানালায় শৃঙ্খলা বাহিনীর পানোন্মত্ত সৈন্যদের দিয়ে গুলি করালেন। তারা তরবারিকে মহিমান্বিত করেছিল, তরবারিই তাদের উপর কর্তৃত্ব করল। তারা বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকা ধ্বংস করেছিল; তাদের নিজস্ব পত্র-পত্রিকা ধ্বংস হয়ে গেল। তারা জনসভার ওপরে চাপিয়েছিল পুলিসী তত্ত্বাবধান; তাদের বৈঠকখানাগুলো পুলিসের তত্ত্বাবধানে। তারা গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দিয়েছিল, তাদের নিজস্ব জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া হল। তারা অবরোধের অবস্থা চাপিয়েছিল; তাদের উপর চাপান হল অবরোধের অবস্থা। তারা জুরিপ্রথা হটিয়ে সামরিক কমিশন চালু করেছিল; তাদের জুরিকে স্থানচ্যুত করে এল সামরিক কমিশনগুলো। তারা জনশিক্ষা ব্যবস্থাকে পাদরিদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল; পাদরিরা তাদেরকে নিল নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে. তারা বিনা বিচারে লোককে নির্বাসন দিয়েছিল; তারা বিনা বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তারা সমাজে প্রতিটি আলোড়ন দমন করেছিল; তাদের সমাজে প্রতিটি আলোড়ন রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে স্তব্ধ করা হচ্ছে। টাকার থলি সম্পর্কে উৎসাহবশত নিজেদের রাজনীতিক আর বিদ্বানের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল; তাদের রাজনীতিক আর বিদ্বানেরা দূর হয়েছে, কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে এবং কলম ভেঙে যাওয়াতে তাদের টাকার থলিই লুঠ হচ্ছে। খ্রীষ্টানদের প্রতি সন্ত আর্সেনিয়স যা হাঁকতেন সেটা বুর্জোয়া শ্রেণী অক্লান্তভাবে হেঁকেছে বিপ্লবের প্রতি: '**Fuge, tace, quiesce!** পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!' বোনাপার্ট বুর্জোয়াদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ছেন: '**Fuge, tace, quiesce!** পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!'

'Dans cinquante ans l'Europe sera républicaine ou cosaque,'* নেপোলিয়নের এই উভয়সঙ্কটের সমাধান ফরাসী বুর্জোয়ারা বহু আগেই পেয়ে গিয়েছিল। তারা সমাধানটা পেয়েছে république cosaque-এ। কোন সার্সি ডাইনী বিদ্যা দিয়ে কিন্তু বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ররূপী শিল্পকর্মটিকে বিকৃত করে বিকটাকৃতি করে তোলে নি। এই প্রজাতন্ত্রের খোয়া গেছে শুধু বাহ্য সম্ভ্রান্ত ভাবটা। আজকের ফ্রান্স** পরিসমাপ্ত রূপেই বিদ্যমান ছিল পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের ভিতরে। সঙ্গীনের একটা খোঁচাতেই বুদ্বুদ ফেটে সর্বসমক্ষে বেরিয়ে পড়ল বিকট জানোয়ারটা।

২ ডিসেম্বরের পরে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত বিদ্রোহ করল না কেন?

তখন অবধি বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের কেবল রায় জারি করা হয়েছিল: রায়টাকে বলবৎ করা হয় নি। প্রলেতারিয়েতের যে কোন গুরুতর অভ্যুত্থান তৎক্ষণাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করত, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের মিলমিশ ঘটিয়ে শ্রমিকদের দ্বিতীয় জুনের পরাজয় সুনিশ্চিত করে তুলত।

৪ ডিসেম্বর বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা (épicier) প্রলেতারিয়েতকে লড়তে প্ররোচিত করেছিল। সেই সন্ধ্যায় জাতীয় রক্ষিদলের কয়েকটা বাহিনী সশস্ত্র এবং সজ্জিত হয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কারণ বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা খবর পেয়ে যায় যে, ২ ডিসেম্বর তারিখের একটা ডিক্রিতে বোনাপার্ট গোপন ব্যালট বাতিল করে সরকারী তালিকায় নামের পাশে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' লিখবার হুকুম দেন। ৪ ডিসেম্বরের প্রতিরোধে বোনাপার্ট ভয় পান। সেই রাত্রে তিনি প্যারিসের সমস্ত রাস্তার মোড়ে গোপন ব্যালট আবার চালু হবার ঘোষণা লটকানোর ব্যবস্থা করেন। বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা মনে করল তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হল। পরদিন সকালে যাদের দেখা গেল না তারা হল বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা।

১-২ ডিসেম্বর রাত্রিতে বোনাপার্ট একটা আচমকা হামলায়

---

* 'পঞ্চাশ বছরে ইউরোপ হয় প্রজাতান্ত্রিক না হয় কসাক হয়ে যাবে।' — সম্পাঃ

** অর্থাৎ ১৮৫১ সালের কুদেতার পরেকার। — সম্পাঃ

প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের নেতাদের, ব্যারিকেডের অধিনায়কদের কেড়ে নেন। অফিসারবিহীন এক বাহিনী, ১৮৪৮ সালের জুন আর ১৮৪৯ সাল এবং ১৮৫০ সালের মে মাসের স্মৃতির কারণে 'পর্বতের' লোকদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে লড়তে বিমুখ এই প্রলেতারিয়েত তাদের সেনামুখ, অর্থাৎ গুপ্ত সমিতিগুলির হাতে ছেড়ে দিল প্যারিসের অভ্যুত্থানিক সম্মান রক্ষার দায়িত্ব, যে সম্মান বুর্জোয়া শ্রেণী সৈন্যদলের হাতে এতই নির্বিবাদে সমর্পণ করেছিল যাতে পরে জাতীয় রক্ষিদলকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্য হিসেবে বোনাপার্ট মুখ সিটকে বলতে পেরেছিলেন যে, জাতীয় রক্ষিদলের অস্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীরা ঘুরিয়ে ধরবে এই আশংকা তাঁর ছিল!

'C'est le triomphe complet et définitif du socialisme![*] গিজো ২ ডিসেম্বরের চরিত্র নির্দেশ করেছিলেন এইভাবে। কিন্তু পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের জয়ের বীজ নিহিত যদি থাকেও, সাক্ষাৎ এবং স্পষ্টপ্রতীয়মান ফল হল **পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের জয়, বিধানিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে নির্বাহী ক্ষমতার জয়, বাক্যবলের বিরুদ্ধে বিনাবাক্য বলের জয়**। পার্লামেণ্টে জাতি সেটার সাধারণ অভিপ্রায়কে আইনে পরিণত করত, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর আইনকে করে তুলত জাতির সাধারণ অভিপ্রায়। নির্বাহী ক্ষমতার কাছে সেটা নিজস্ব সমস্ত অভিপ্রায় পরিত্যাগ করে বশ্যতাস্বীকার করল একটা অভিপ্রায়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্বের কাছে, কর্তৃপক্ষের কাছে। বিধানিক ক্ষমতা থেকে বিসদৃশভাবে নির্বাহী ক্ষমতায় প্রকাশিত হয় জাতির স্বায়ত্তশাসন থেকে যা বিসদৃশ সেই পরকীয় শাসন (heteronomy) । কাজেই, ফ্রান্স যেন শ্রেণীবিশেষের স্বৈরতন্ত্র এড়িয়ে গেল শুধু ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরতন্ত্রের অধীনে, উপরন্তু কর্তৃত্বহীন এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে পড়ার জন্যে। সংগ্রামের মীমাংসা যেন এমনভাবে হল যাতে সমানই অক্ষম এবং সমানই মূক সমস্ত শ্রেণী বন্দুকের কুঁদোর সামনে নতজানু হল:

কিন্তু বিপ্লব চলে শেষ অবধি। এখনও সেটার চলছে আত্মশুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত। বিপ্লব কাজ করে যায় প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর

---

[*] 'এটা' হল সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিজয়!' — সম্পাঃ

অবধি সেটার প্রস্তুতির কাজ সারা হয়েছিল শুধু অর্ধেকটা; এখন বাকি অর্ধেকটা সমাধা করছে। প্রথমে বিপ্লব পার্লামেণ্টীয় ক্ষমতা উচ্ছেদ করতে সমর্থ হবার জন্যে সেটাকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে। এই কার্যসিদ্ধির পর এখন **নির্বাহী ক্ষমতাকে** নিখুঁত করার কাজ চলেছে, তাকে একেবারে তার বিশুদ্ধতম রূপে নিয়ে এসে, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসেবে নিজের বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড় করাচ্ছে, যাতে তার বিরুদ্ধেই সংহত করা যায় তার সমগ্র বিধ্বংসী শক্তি। এই প্রাথমিক কাজের দ্বিতীয়ার্ধ সমাধা হলে ইউরোপ আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে চিৎকার করবে: ধেড়ে ছুঁচো, বেশ খুঁড়েছ!*

বিশাল আমলাতান্ত্রিক এবং সামরিক সংগঠন, বিভিন্ন বিস্তৃত স্তরব্যাপী সুনিপুণ রাষ্ট্রযন্ত্র, পাঁচ লক্ষ কর্মচারীর বাহিনী এবং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য, এইসব নিয়ে এই নির্বাহী ক্ষমতা, এই যে-ভয়াবহ পরগাছা সংস্থাটা ফরাসী সমাজদেহে জালের মতো জড়িয়ে সমস্ত রন্ধ্রমুখ রুদ্ধ করে রেখেছে, এর উদ্ভব হয়েছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যে অবক্ষয় এটা ত্বরান্বিত করেছিল সেই অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ভূস্বামীদের এবং নগরগুলির সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকারগুলো রাষ্ট্রক্ষমতার বিশেষক উপাদানে পরিণত হল; হোমরা-চোমরা সামন্তরা বেতনভোগী কর্মচারীতে পর্যবসিত হল, আর মধ্যযুগের পরস্পরবিরোধী পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার বিচিত্র বিন্যাসটা রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠল রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নিয়মিত পরিকল্পনা, তাতে কাজ কারখানার মতো বিভক্ত এবং কেন্দ্রীকৃত। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের কাজটা ছিল সমস্ত পৃথক পৃথক স্থানীয়, আঞ্চলিক, নগরভিত্তিক এবং প্রাদেশিক ক্ষমতা চূর্ণ করে জাতির নাগরিক ঐক্য গড়া, কাজেই সেটা চলল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আরব্ধ কাজ আরও সম্প্রসারিত করার দিকে, সেটা হল কেন্দ্রীকরণ, কিন্তু সেইসঙ্গে সরকারী ক্ষমতার পরিধি, বিভিন্ন বিশেষক লক্ষণ এবং সহায়ক ব্যক্তির দিকে। নেপোলিয়ন এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিখুঁত করে তুলেছিলেন। লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র আর জুলাই রাজতন্ত্র এতে যোগ করল শুধু অধিকতর শ্রম-বিভাগ,

---

* শেক্সপীয়র, 'হ্যামলেট', প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। — সম্পাঃ

সেটা বেড়ে চলল বুর্জোয়া সমাজের ভিতরে শ্রম-বিভাগ থেকে নতুন নতুন স্বার্থগোষ্ঠী এবং তার ফলে নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক উপাদান উদ্ভবের সমান পরিমাণে। প্রতিটি সাধারণী স্বার্থকে তৎক্ষণাৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিপরীতে উচ্চতর সার্ব স্বার্থ হিসেবে দাঁড় করান হল, সমাজের সদস্যদের ক্রিয়াকলাপের আওতা থেকে কেড়ে নিয়ে সেটাকে করে তোলা হল সরকারী কর্মপরিধির বিষয়ীভূত — একটা সাঁকো, স্কুলবাড়ি এবং গ্রাম-গোষ্ঠীর সাধারণী সম্পত্তি থেকে রেলপথ, জাতীয় সম্পদ আর ফ্রান্সের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র দমন-পীড়ন ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতার সামর্থ্য এবং কেন্দ্রীকরণ দৃঢ়তর করতে বাধ্য হয়। প্রতিটি বিপ্লবই এই যন্ত্রটিকে চূর্ণ না করে আরও নিখুঁতই করেছে। যেসব পার্টি পালা করে আধিপত্যের জন্যে লড়েছে সেগুলো সবই এই বিরাট রাষ্ট্রসৌধটাকে বিজয়ীর প্রধান লাভ বলে গণ্য করেছে।

কিন্তু নিরংকুশ রাজতন্ত্রের আমলে, প্রথম বিপ্লবের সময়ে, নেপোলিয়নের আমলে আমলাতন্ত্র ছিল বুর্জোয়াদের শ্রেণী-শাসন প্রস্তুতির উপায় মাত্র। পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের অবস্থায়, লুই ফিলিপের আমলে, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সেটা ছিল শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার — সেটা নিজস্ব ক্ষমতার জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন।

একমাত্র দ্বিতীয় বোনাপার্টের অধীনেই মনে হতে পারে রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে নিল। নাগরিক সমাজের বিপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থিতি এতই পুরোপুরি সংহত হল যাতে সেটার নেতৃত্ব চলে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারকে দিয়েই, বিদেশ থেকে ভেসে-আসা এই ভাগ্যান্বেষীকে দিয়ে, যাকে ঢালের উপরে তুলে ধরেছে মাতাল সৈন্যের দল, যাদের সে মদ আর সসেজ দিয়ে কিনেছে, আর যাদের সে ক্রমাগতই সসেজ-ভোগ দিতে বাধ্য। তাই একটা গুরুভার হতাশা, একটা নিদারুণ অপমান আর গ্লানিবোধ বুক চেপে ধরেছে ফ্রান্সের। লাঞ্ছিত বোধ করছে দেশটি।

তবু রাষ্ট্র-ক্ষমতা তো শূন্যে ঝুলে থাকে না। বোনাপার্ট একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি, তায় আবার ফরাসী সমাজে যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি সেই খুদে জোত-জমার (Parzellen) কৃষিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি।

বুরবোঁরা যেমন ছিল বৃহৎ ভূমিসম্পত্তির রাজবংশ, অর্লিয়ান্স যেমন ছিল অর্থজগতের রাজবংশ, তেমনি বোনাপার্টরা হল কৃষকদের, অর্থাৎ ফরাসীদের প্রধান অংশের রাজবংশ। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের কাছে আত্মসমর্পণকারী বোনাপার্ট নয়, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টকে যিনি ছত্রভঙ্গ করেন সেই বোনাপার্টই কৃষককুলের বৃত মানুষ। তিন বছর ধরে শহরগুলি ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের অর্থের মিথ্যাকরণে এবং সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনা সম্বন্ধে কৃষকদের ঠকাতে কৃতকার্য হয়েছিল। ১৮৪৮-এর ১০ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে চূড়ান্ত রূপ দিল কেবল ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা।

খুদে জোত-জমার কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমষ্টি, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ অনুরূপ, কিন্তু তাদের মধ্যে বহুধা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। তাদের উৎপাদন-প্রণালী পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বদলে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফ্রান্সের নিকৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের দারিদ্র্যের জন্যে এই বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। এদের উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ খুদে জোত-জমায় চাষ-বাসে শ্রমবিভাগ, বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই বিকাশের বিভিন্নতা, গুণাবলীর বৈচিত্র্য, সামাজিক সম্পর্কের প্রাচুর্য কিছুই সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার প্রায় স্বয়ম্ভর; সেটা ভোগাবস্তুর প্রধান অংশটা সরাসরি নিজেই উৎপাদন করে, এইভাবে জীবনোপায় সংগ্রহ করে সামাজিক সংসর্গের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বিনিময়ের সাহায্যেই বেশি। একটি খুদে জোত-জমা, একজন কৃষক, আর তার পরিবার; এদের পাশে আর-একটা খুদে জোত-জমা, আর-একজন কৃষক, আর তার পরিবার। এইরকম কয়েক কুড়ি পরিবার নিয়ে এক-একটি গ্রাম, এবং কয়েক কুড়ি গ্রাম নিয়ে এক-একটি জেলা। এইভাবে, ফরাসী জাতির সবচেয়ে বড় অংশটা হল সদৃশ রাশিগুলির নিছক যোগফল, যেভাবে বস্তার আলুগুলো নিয়ে একবস্তা আলু, অনেকটা সেই রকমের। লক্ষ লক্ষ পরিবার জীবনের এমন অর্থনৈতিক পরিবেশে থাকে যাতে তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাদের স্বার্থ এবং তাদের সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণীর ঐসব উপাদান থেকে স্বতন্ত্র হয় এবং তারা পড়ে শেষোক্তদের প্রতি বৈর-বিরুদ্ধ অবস্থানে — এই দিক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে। এই খুদে জোত-জমার কৃষকদের

মধ্যে পরস্পর-সংযুক্তি যে-পরিমাণে স্থানীয় মাত্র, এবং স্বার্থের অভিন্নতা তাদের মধ্যে পয়দা করে না কোন যৌথসত্তা, জাতীয় পরিসরের বন্ধন, রাজনৈতিক সংগঠন, সেই পরিমাণে তারা শ্রেণী নয়। কাজেই তারা নিজেদের নামে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ পার্লামেণ্টে অথবা কনভেনশনে জোর দিয়ে তুলে ধরতে অপারক। তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাদের হয়ে কাউকে প্রতিনিধিত্ব করা চাই। তাদের প্রতিনিধিকে আবার সেইসঙ্গে আসা চাই তাদের কর্তা হিসেবে, তাদের উপর একটা কর্তৃত্ব হিসেবে, একটা নিরঙ্কুশ শাসন-ক্ষমতা হিসেবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করে, উপর থেকে তাদের জন্যে পাঠায় রোদ, পাঠায় বর্ষা। কাজেই যে নির্বাহী ক্ষমতা সমাজকে অধীন করে রাখে তারই মধ্যে প্রকাশ পায় খুদে জোত-জমায় কৃষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের চরম অভিব্যক্তি।

নেপোলিয়ন নামধারী এক ব্যক্তি তাদের সমস্ত পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবে, এই মর্মে একটা অলৌকিক কাণ্ডে ফরাসী কৃষকদের বিশ্বাস জন্মেছিল কিংবদন্তি থেকে। একজন দেখা দিলও বটে, সে নিজেকে সেই ব্যক্তি বলে জাহির করল, কারণ তার নাম নেপোলিয়ন, আর যেহেতু 'নেপোলিয়ন-সংহিতায়' লেখা আছে la recherche de la paternité est interdite*। বিশ বছরের ভবঘুরের জীবন এবং একের পর এক উৎকট অ্যাডভেঞ্চারের পরে জনশ্রুতিটা বাস্তব হয়ে উঠল, লোকটা হয়ে দাঁড়াল ফরাসীদের সম্রাট। ভ্রাতুষ্পুত্রের বদ্ধভাব বাস্তবে পরিণত হল, কারণ সেটা মিলে গিয়েছিল ফরাসীদের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল শ্রেণীর বদ্ধভাবের সঙ্গে।

আপত্তি উঠতে পারে, ফ্রান্সের অর্ধেক অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, কৃষকদের উপর সৈন্যবাহিনীর হামলা, ব্যাপকভাবে কৃষকদের জেলে দেওয়া আর নির্বাসন তবে কেন?

চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে ফ্রান্সে 'বক্তৃতাবাজির জন্যে' কৃষকদের উপর এইরকম উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত আর নেই।

কিন্তু কথাটার যেন ভুল অর্থ না হয়। বোনাপার্টবংশ যাদের প্রতিনিধি তারা বিপ্লবী কৃষক নয়, রক্ষণশীল কৃষক; যে কৃষক তাদের সামাজিক জীবনের

---

* পিতৃবংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ। — সম্পাঃ

পরিবেশ, অর্থাৎ খুদে জোত-জমা ছাড়িয়ে বেরতে চেষ্টা করে তারা নয়, সেই জোত-জমা যারা মজবুত করতে চায় সেই কৃষক; যে গ্রামীণ জনতা শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজেদের উদ্যমে পুরনো ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে চায় তারা নয়, বরং উলটে সেইসব লোক যারা সেই সাবেক ব্যবস্থার ভিতরে হতবুদ্ধিকর বিচ্ছিন্নতার মাঝে থেকে সাম্রাজ্যের ভূতের কাছ থেকে নিজেদের এবং নিজেদের ছোটো জোত-জমাগুলোর জন্যে নিরাপত্তা আর আনুকূল্য পেতে চায়। বোনাপার্ট রাজবংশ প্রতিফলিত করছে কৃষকের জ্ঞানালোক নয়, তার কুসংস্কার; তার বিচারশক্তি নয়, তার অন্ধ বিশ্বাস; তার ভবিষ্যৎ নয়, তার অতীত; তার আধুনিক সেভেন্ (৬৬) নয়, তার আধুনিক ভাঁদে (৬৭)।

পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের তিন বছরের কঠোর শাসনে ফরাসী কৃষকদের একাংশের নেপোলিয়নীয় মোহ কেটেছিল, শুধু ভাসাভাসা হলেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের মধ্যে; কিন্তু যতবারই তারা সচল হয়ে উঠেছে বুর্জোয়ারা হিংস্র উপায়ে তাদের দমন করেছে। পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফরাসী কৃষকদের নবচেতনা এবং সাবেকী মানসের মধ্যে প্রাধান্যের জন্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। স্কুল শিক্ষক এবং যাজকদের মধ্যে অবিরাম সংঘাতের আকার ধারণ করেছিল এই অগ্রগতি। বুর্জোয়ারা স্কুল শিক্ষকদের ঘায়েল করল। সরকারী কার্যকলাপের স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা কৃষকরা করেছিল এই প্রথম বার। গ্রাম-প্রধান (maires) এবং জেলাশাসকদের (prefects) মধ্যে ধারাবাহিক দ্বন্দ্বে সেটা প্রকাশ পায়। বুর্জোয়ারা গ্রাম-প্রধানদের বরখাস্ত করে। শেষে, পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা তাদের আপন সন্তান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবরোধের অবস্থা এবং পিটুনি অভিযান দিয়ে বুর্জোয়ারা তাদের শাস্তি দেয়। সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণী আজ জনগণের, ইতর জনতার নির্বুদ্ধিতার কথা বলে চেঁচাচ্ছে, তারা নাকি বেইমানি করে বোনাপার্টের হাতে তুলে দিয়েছে বুর্জোয়াদের। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই জোর করে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্য-ভাবালুতা [Imperialismus] সুদৃঢ় করেছে, এই কৃষক ধর্মটি পয়দা হবার পরিবেশটাকে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। অবশ্য জনগণ যতদিন রক্ষণশীল থাকে ততদিন তাদের নির্বুদ্ধিতাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেতে বাধ্য, এবং জনগণ বিপ্লবী হয়ে উঠলেই ভয় পেতে বাধ্য তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে।

কুদেতার পরবর্তী বিদ্রোহগুলিতে ফরাসী কৃষকদের একাংশ ১৮৪৮-এর ১০ ডিসেম্বরে দেওয়া তাদের নিজেদের ভোটের বিপক্ষেই অস্ত্রহাতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পরে তারা যে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়েছিল সেটাই তাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করে। কিন্তু তারা যে নিজেদের তুলে দিয়েছিল ইতিহাসের দুর্বৃত্ত জগতের হাতে; ইতিহাস তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যদানে বাধ্য করল; তখনও তাদের অধিকাংশের অন্ধসংস্কার ছিল এতই প্রবল যে, সবচেয়ে লাল জেলাগুলিতেই কৃষক জনতা প্রকাশ্যে বোনাপার্টের পক্ষে ভোট দেয়। এদের মতে জাতীয় সভা তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। গ্রামাঞ্চলের অভিপ্রায়ের উপর শহর যে বেড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল সেটাকে তিনি ভেঙে দিলেন মাত্র। কয়েকটি এলাকায় কৃষকরা নেপোলিয়নের পাশাপাশি কনভেন্শনের একটা কিম্ভূত ধারণা পর্যন্ত পোষণ করত।

প্রথম বিপ্লব কৃষকদের অর্ধ-ভূমিদাস থেকে ভূমিতে স্থায়িস্বত্বভোগীতে রূপান্তরিত করবার পরে নেপোলিয়ন অনুমোদন এবং নিয়মিত করেছিলেন সেইসব শর্ত যেগুলোর ভিত্তিতে তারা সদ্যপ্রাপ্ত ফরাসী জমি নিরুপদ্রবে কাজে লাগাতে এবং সম্পত্তির জন্যে তাদের প্রবল আসক্তি পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে ফরাসী কৃষকের সর্বনাশ করছে ঠিক এই খুদে জোত-জমাই, জমি-বিভাগ, মালিকানার যে-রূপটাকে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পাকাপোক্ত করেছিলেন। বৈষয়িক পরিবেশটাই সামন্ততান্ত্রিক আমলের কৃষককে করল খুদে জোত-জমার মালিক, আর নেপোলিয়নকে করল সম্রাট। দুই পুরুষেই তার অনিবার্য ফলটা পয়দা হল: কৃষির ক্রমাবনতি, কৃষিজীবীর ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা। মালিকানার 'নেপোলিয়নীয়' রূপটা উনিশ শতকের গোড়ায় ছিল ফরাসী গ্রামাঞ্চলের মানুষের মুক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্যে অপরিহার্য, সেটা এই শতাব্দীর মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের দাসত্ববন্ধন আর নিঃস্বতার অনুশাসন। আর দ্বিতীয় বোনাপার্টকে যেসব 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' তুলে ধরতে হবে, এই অনুশাসনটাই সেগুলোর মধ্যে প্রথম। এখনও যদি কৃষকদের মতো তাঁর এই মোহ থেকে থাকে যে তাদের সর্বনাশের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এই খুদে জোত-জমিরই মাঝে নয়, তার বাইরে, কোন গৌণ পরিস্থিতির প্রভাবের মধ্যে, তাহলে উৎপাদন-সম্পর্কের সংস্পর্শে এলে তাঁর পরীক্ষাগুলো সাবানের বুদ্বুদের মতোই ফেঁসে যাবে।

খুদে জোত-জমার অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক আমূলে পরিবর্তিত হয়েছে। নেপোলিয়নের আমলে গ্রামাঞ্চলে ভূমির খন্ড-বিখন্ড অবস্থাটা ছিল শহরে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং বৃহৎ শিল্পের সূচনার সম্পূরক। সদ্য-উৎখাত ভূস্বামী অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণী ছিল সর্বব্যাপী প্রতিবাদ। ফ্রান্সের মাটিতে খুদে জোত-জমা যে শিকড় গাড়ে তার ফলে সামন্ততন্ত্র পোষক-বঞ্চিত হয়েছিল। খুদে জোত-জমার সীমানাগুলো ছিল পূর্বতন অধিস্বামীদের যে কোন অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের প্রাকৃতিক আত্মরক্ষা-প্রাকারের মতো। কিন্তু উনিশ শতকের গতিপথে সামন্ত মনিবদের স্থান নিল শহরে মহাজনের দল; জমির সঙ্গে জড়িত সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার জায়গায় এল মর্টগেজ প্রথা; অভিজাতদের ভূমিসম্পত্তির জায়গা নিল বুর্জোয়া পুঁজি। কৃষকদের খুদে জোত-জমা তখন হল জমি থেকে পুঁজিপতিদের লাভ সুদ আর খাজনা আদায়ের অছিলা মাত্র, আর জমির চাষী কী করে মজুরি তুলবে সেটা ছেড়ে দেওয়া রইল তারই ওপর। ফ্রান্সের জমিতে মর্টগেজ ঋণের বোঝা ফরাসী কৃষক শ্রেণীর উপরে যে সুদের ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটার পরিমাণ সমগ্র ব্রিটিশ জাতীয় ঋণের বাৎসরিক সুদের সমান। খুদে জোত-জমার বিকাশ অনিবার্যভাবেই সেটাকে ঠেলে দেয় পুঁজির কাছে দাসত্ব-বন্ধনের মাঝে, তার ফলে ফরাসী জাতির অধিকাংশ মানুষ গুহাবাসীতে পরিণত হয়েছে। নারী আর শিশু সমেত এক কোটি ষাট লক্ষ কৃষক থাকে জঘন্য কুঁড়ে ঘরে, তার অনেকগুলোয়ই ফাঁক একটিমাত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র দুটি, আর সবচেয়ে সুবিধাযুক্ত বাড়িগুলিতে তিনটি মাত্র। অথচ বাড়ির জানালাগুলো হল মস্তিষ্কের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় যেমনটা। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নবোদ্ভূত খুদে জোত-জমার রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান কায়েম ক'রে তাতে সম্মানের সার দিয়েছিল, সেই ব্যবস্থাটা একটা রক্তচোষা হয়ে সেই জোত-জমার রক্ত আর মস্তিষ্ক চুষে-চুষে পুঁজির অপরাসায়নিক কটাহে নিক্ষেপ করছে। 'নেপোলিয়নীয় সংহিতা' এখন মালক্রোক, দেনার দায়ে সম্পত্তি নিলাম এবং বাধ্যতামূলক নিলামের 'সংহিতা' ছাড়া কিছু নয়। ফ্রান্সে সরকারীভাবে স্বীকৃত ভিক্ষুক, ভবঘুরে, অপরাধী আর গণিকা আছে (শিশু ইত্যাদি সমেত) চল্লিশ লক্ষ, তাদের সঙ্গে ধরতে হবে আরও পঞ্চাশ লক্ষ

লোক, যারা কোনমতে ঝুলে রয়েছে প্রাণান্তের কিনারে, তারা হয় গ্রামাঞ্চলেই ভেরা বেঁধে আছে, নয়ত লোটা-কাঁথা আর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এবং শহর ছেড়ে গ্রামে ঘোরাঘুরি করছে সমানে। কাজেই কৃষকদের স্বার্থ নেপোলিয়নের আমলের মতো বুর্জোয়াদের স্বার্থের, পুঁজির অনুযায়ী আর নয়, বরং তার বিরুদ্ধ। তাই কৃষকরা দেখতে পায়, তাদের স্বাভাবিক মিত্র এবং নেতা হল **শহরের প্রলেতারিয়েত**, যাদের নির্দিষ্ট কাজটা হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন। কিন্তু **শক্ত আর নিরঙ্কুশ সরকার**, এই যে দ্বিতীয় 'নেপোলিয়নীয় ধারণাটিকে' দ্বিতীয় নেপোলিয়নের কাজে পরিণত করা চাই, সেটার উপর ভার পড়ল বলপ্রয়োগে এই 'বৈষয়িক' ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করার। এই 'বৈষয়িক ব্যবস্থাই' আবার বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সমস্ত ঘোষণাপত্রের প্রধান ধরতাই বুলি।

পুঁজি যে মর্টগেজ চাপাচ্ছে সেটা ছাড়াও খুদে জোত-জমা নানা করের ভারাক্রান্ত। আমলাতন্ত্র, সৈন্যদল, যাজকেরা, দরবার, এককথায় নির্বাহী ক্ষমতার সমগ্র যন্ত্রটার জীবনের উৎসাহ হল কর। শক্তিশালী সরকার এবং গুরুভার কর অভিন্ন। খুদে জোত-জমা স্বভাবগুণেই সর্বশক্তিমান এবং সংখ্যাবহুল আমলাতন্ত্রের উপযুক্ত ভিত্তি। সারা দেশে সম্পর্কতন্ত্র আর ব্যক্তিবর্গের একটা সমরূপ মাত্রা সৃষ্টি করে এই জোত-জমা। তাই একটা সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে এই সমরূপ পুঞ্জের প্রত্যেকটা বিন্দুতে একরূপ ক্ষমতাপ্রয়োগও এর ফলে সম্ভব হয়। জনগণ এবং রাষ্ট্রশক্তির মধ্যবর্তী অভিজাত স্তরগুলি এতে নির্মূল হয়ে যায়। তাই সর্বদিকেই এই রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতা এবং সেটার সরাসর সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। শেষে, খুদে জোত-জমা পয়দা করে একটা বাড়তি বেকার জনসমষ্টি, গ্রামাঞ্চলে বা শহরে তাদের স্থান নেই, কাজেই ভদ্রজনোচিত মুষ্টিভিক্ষা গোছের সরকারী পদের জন্যে তারা হাত বাড়ায়, সরকারী পদসৃষ্টির প্রয়োজন জাগায়। সঙিনের মুখে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ ক'রে, ইউরোপের মূলভূমিতে লুণ্ঠন চালিয়ে নেপোলিয়ন বাধ্যতামূলক কর সুদসমেত পরিশোধ করেছিলেন। তখন ঐসব কর কৃষকের শ্রমশীলতা জাগিয়ে তুলেছিল, কিন্তু এখন ঐসব কর তার শ্রমশীলতার অবশিষ্ট শক্তি কেড়ে নিচ্ছে, তার নিঃস্বতা রোধের অক্ষমতাটাকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। আর সুসজ্জিত এবং ভোজন-পরিতৃপ্ত একটা বিশাল

আমলাতন্ত্র হল একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' যা দ্বিতীয় বোনাপার্টের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর। কী করে তা না হয়ে পারে, যখন সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির পাশে একটা কৃত্রিম সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে তিনি বাধ্য, যাদের কাছে তাঁর শাসন রক্ষাই অন্নবস্ত্রের সমস্যা? তাই সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে আগেকার মাত্রায় তোলা এবং নতুন নতুন বিনাকাজের সৃষ্টি করাই হল তাঁর একটা প্রথম আর্থিক ব্যবস্থা।

শাসনের হাতিয়ার হিসেবে **যাজকদের** কর্তৃত্ব হল আর-একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'। সমাজের সঙ্গে সঙ্গতির দিক থেকে, প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করার ব্যাপারে, এবং উপর থেকে রক্ষক কর্তৃপক্ষের কাছে নতিস্বীকার করাতে সদ্য-উদ্ভূত খুদে জোত-জমা স্বভাবতই ছিল ধর্মপরায়ণ; কিন্তু যে খুদে জোত-জমা দেনায় জেরবার, সমাজ আর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যাবার তাগিদ বোধ করে, সেটা স্বভাবতই অধার্মিক হয়ে ওঠে। সবে-পাওয়া জমির ফালিটুকুর সঙ্গে আসমান সংযোজন বেশ প্রীতিকরই ছিল, বিশেষত সেটা আবহাওয়া পয়দা করে বলে; কিন্তু খুদে জোত-জমার বদলি হিসেবে সেটাকে সামনে ঠেলে দেওয়া মাত্রই তা অপমান হয়ে ওঠে। পুরোহিত তখন হয়ে দাঁড়ায় পার্থিব পুলিসবাহিনীর চন্দনচর্চিত হিংস্র সন্ধানী কুকুর — আর-একটা 'নেপোলিয়নীয় ধারণা'। পরের বার রোমের বিরুদ্ধে অভিযানটা হবে ফ্রান্সের ভিতরেই, কিন্তু শ্রীযুক্ত মঁতালাঁবের যেমনটা ভেবেছেন তার বিপরীত অর্থে।

শেষে, সমস্ত 'নেপোলিয়নীয় ধারণার' শীর্ষস্থানে রয়েছে **সৈন্যবাহিনীর** প্রাধান্য। সৈন্যবাহিনী ছিল মালিক কৃষকদের point d'honneur*; সৈন্যবাহিনীতে তো বীরমূর্তিতে রূপান্তরিত তারা নিজেরাই, বহির্বিশ্বের বিরুদ্ধে যারা তাদের নবলব্ধ সম্পত্তি রক্ষা করে, নবার্জিত জাতীয় সত্তাকে গৌরবমণ্ডিত করে, ভূভাগে লুণ্ঠন চালিয়ে সেখানে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সৈনিকের উর্দি তো ছিল তাদের সরকারী পোশাক, যুদ্ধ তাদের কাব্য, খুদে জোত-জমা কল্পনায় পরিবর্ধিত এবং নিটোল রূপ নিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের পিতৃভূমি; দেশপ্রেম ছিল মালিকানা চেতনার আদর্শরূপ। কিন্তু আজ

---

* সম্মানের বিষয়, বিশেষ গর্বের বস্তু। — সম্পাঃ

যে শত্রুদের হাত থেকে ফরাসী কৃষকদের সম্পত্তি রক্ষা করতে হয় তারা আর কসাক নয়, তারা হল huissiers* এবং কর আদায়কারী। খুদে জোত-জমার অবস্থিতি আর তথাকথিত পিতৃভূমিতে নয়, সেটার স্থান মর্টগেজের রেজিস্ট্রি খাতায়। সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত আর কৃষক নওজোয়ানের কুসুমদাম নয়, সেটা এখন কৃষক লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের এঁদো কচুরিপানা। এই ফৌজ এখন বহুলাংশে বদলি সৈনিক নিয়ে গড়া, ঠিক যেমন বোনাপার্ট নিজেই হলেন নেপোলিয়নের বদলি মাত্র। বর্তমানে তারা হরিণের পালের মতো কৃষকদের তাড়া ক'রে এবং সশস্ত্র পুলিসের কাজ ক'রে বীরকীর্তি জাহির করে, আর যদি কোনক্রমে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারকে তাঁর নিজ ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধের দরুন তাড়িত হয়ে ফরাসী সীমানা পার হতে হয়, তাহলে কিছুটা লুটপাটের পর তাঁর এই ফৌজের কপালে জুটবে জয়মাল্যের বদলে প্রহার।

দেখা যাচ্ছে: সমস্ত 'নেপোলিয়নীয় ধারণা' হল অপরিণত **খুদে জোত-জমার তাজা তারুণ্যের ধারণা**; যে খুদে জোত-জমার দিন ফুরিয়ে গেছে সেটার বেলায় ধারণাগুলো উদ্ভট। এইসব ধারণা শুধু সেটার মৃত্যুযন্ত্রণার বিভ্রম, বুলিতে পরিণত কতকগুলো শব্দ মাত্র, এমন প্রেরণা যা রূপান্তরিত হয়েছে প্রেতাত্মায়। কিন্তু ফরাসী জাতির অধিকাংশকে সনাতন ঐতিহ্যের ভারমুক্ত করার জন্যে এবং রাষ্ট্রশক্তি আর সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধতাটাকে বিশুদ্ধ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যে সাম্রাজ্যের [des Imperialismus] এই প্যারডি প্রয়োজন ছিল। খুদে জোত-জমা ক্রমাগত ক্ষয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেটার উপরে স্থাপিত রাষ্ট্রসৌধটা ভেঙে পড়ছে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন সেটা দেখা দিতে পারে শুধু সামন্ততন্ত্রের প্রতি বিপক্ষতা করে গড়া সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরেই।**

নাজিররা। — সম্পাঃ

** ১৮৫২ সালের সংস্করণে এই অনুচ্ছেদের শেষে নিচের পঙক্তিগুলি ছিল, ১৮৬৯ সালের সংস্করণে মার্কস সেগুলিকে বাদ দিয়েছিলেন: 'রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের ফলে কেন্দ্রীকরণ বিপন্ন হবে না। যে কেন্দ্রীকরণ অদ্যাবধি সেটার বিপরীতটা দিয়ে, সামন্ততন্ত্র দিয়ে ক্লিষ্ট, আমলাতন্ত্র হল সেটারই হীন এবং বর্বর রূপমাত্র। 'নেপোলিয়নীয়

২০ আর ২১ ডিসেম্বরের যে সাধারণ নির্বাচন দ্বিতীয় বোনাপার্টকে সাইনাই পর্বতে* তুলে দিল বিধান পাবার জন্যে নয়, তা দিতে, সেটার ধাঁধার উত্তর যুগিয়ে দিচ্ছে ফরাসী কৃষকদের অবস্থা।

বোনাপার্টকে নির্বাচিত না করে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপায় ছিল না সেটা স্পষ্টই। কনস্ট্যান্সের কাউন্সিলে (৬৮) পিউরিটানরা পোপদের বিরুদ্ধে লম্পট জীবনযাপনের অভিযোগ এনে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কান্না জুড়ে দিলে কার্ডিনাল পিয়ের দ'আইয়ি বজ্রকণ্ঠে তাঁদের বলেছিলেন: 'ক্যাথলিক চার্চকে এখনও রক্ষা করতে পারে একমাত্র সশরীর শয়তান, আর আপনারা চাইছেন দেবদূত!' তেমনি, কূদেতার পরে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বলে উঠল: একমাত্র ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দারই এখনও বুর্জোয়া সমাজকে রক্ষা করতে পারে! একমাত্র চৌর্যই এখনও পারে সম্পত্তি রক্ষা করতে; একমাত্র ভণ্ডামিই — ধর্মকে; জারজবৃত্তি — পরিবারকে; বিশৃঙ্খলা — শৃঙ্খলাকে।

যেটা হয়ে উঠল একটা স্বতন্ত্র ক্ষমতা এমন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বোনাপার্ট মনে করেন 'বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে' নিরাপদ করাই তাঁর কর্মব্রত। কিন্তু এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শক্তি মধ্যশ্রেণীতে নিহিত। কাজেই তিনি নিজেকে মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে সেই মর্মে ডিক্রি জারি করতে থাকেন। তবে, তিনি একজন কেষ্টবিষ্টু সেটা সর্বত এই কারণে যে, তিনি এই মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন এবং নিয়ত চূর্ণ করছেন। কাজেই তিনি নিজেকে দেখেন মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক শক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে। অথচ তাদের বৈষয়িক ক্ষমতা রক্ষা করে তিনি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার নবজন্ম দিচ্ছেন। তদনুসারে কারণকে জিইয়ে রাখতে

পুনঃস্থাপনায়' আশাভঙ্গ হলে ফরাসী কৃষক খুদে জোত-জমায় আস্থা হারাবে, এই খুদে জোত-জমার ভিত্তিতে গড়া সমস্ত রাষ্ট্রসৌধ ধূলিসাৎ হবে, আর **যে ঐকতান ছাড়া প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের একক সঙ্গীত কৃষিপ্রধান সমস্ত দেশে অন্তিম সঙ্গীতে পরিণত হয় সেই ঐকতান লাভ করবে ঐ বিপ্লব।**'

* সাইনাই পর্বত — বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর মোজেস সাইনাই পর্বতে (সম্ভবত মিশরে সাইনাই উপদ্বীপে, কিন্তু শনাক্ত নয়) ঈশ্বরের কাছ থেকে বিধান পেয়েছিলেন। — সম্পাঃ

হবে, অথচ ক্রিয়াফল যেখানেই প্রকটিত হবে সেখানে সেটাকে খতম করতে হবে। কিন্তু কারণ আর ক্রিয়ার কিছুটা তালগোল না পাকিয়ে সেটাকে চালিয়ে দেওয়া যায় না, কেননা পারস্পরিক ক্রিয়ায় উভয়ের বিশেষত্ব লোপ পায়। সীমারেখাটা নিশ্চিহ্ন করার মতো নতুন ডিক্রি। যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে বোনাপার্ট নিজেকে মনে করেন কৃষকদের এবং সাধারণভাবে জনগণের প্রতিনিধি বলে, যিনি জনসমষ্টির নিম্নতন শ্রেণীগুলিকে সুখী করতে চান বুর্জোয়া সমাজের কাঠামের ভিতরেই। তাই নতুন নতুন ডিক্রি যাতে 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীরা' (৬৯) আগেভাগেই তাদের রাষ্ট্রবিদ্যা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বোনাপার্ট নিজেকে দেখেন সর্বোপরি ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে, সেই লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি হিসেবে, যেটার অন্তর্ভুক্ত হলেন তিনি নিজে, তাঁর পার্শ্বচরগণ, সরকার এবং সৈন্যদল, যেটার প্রধান চিন্তা হল নিজ সুযোগ-সুবিধা এবং রাজকোষ থেকে কালিফোর্নিয়া লটারির পুরস্কার আহরণ। তাই তিনি ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে নিজ অবস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করেন ডিক্রি মারফত, বিনা ডিক্রিতে এবং ডিক্রি সত্ত্বেও।

লোকটার করণীয় কাজগুলোর পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি থেকে আসছে তাঁর শাসনের মধ্যে অসংগতি, একটা বিহ্বল পথ হাতড়ানি, তাতে কখনও একটা শ্রেণীকে কখনও অন্য একটা শ্রেণীকে দলে টানা অথবা অবমাননা করা হয়, আর সমস্ত শ্রেণী একইভাবে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়; কর্মক্ষেত্রের এই অনিশ্চিত ভাবটা তাঁর সরকারী ডিক্রিগুলির উদ্ধত এবং চরম ধরনধারনের সঙ্গে খুবই হাস্যকর বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে —এই ধরনধারনটা হল তাঁর খুড়োমহাশয়ের অতি বিশ্বস্ত অনুকরণ.

শক্তিশালী সরকারের অধীনে তো শিল্প-বাণিজ্যের এবং তার থেকে মধ্যশ্রেণীর কাজ-কারবারের উন্নতি ঘটার কথা উষ্ণগৃহের ধাঁচে। রেলপথ নির্মাণের অসংখ্য পারমিট দান ঘটে। কিন্তু বোনাপার্টপন্থী লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের বাড়-বাড়ন্ত হওয়া চাই। যারা সন্ধান জানে তারা রেলপথের পারমিট নিয়ে ফটকবাজারে লুকন-ছাপান খেল চালিয়েছে। কিন্তু রেলপথের জন্যে পুঁজি আসছে না। রেলপথের শেয়ারের জন্যে অগ্রিম যোগানের বাধ্যবাধকতা চাপান হল ব্যাঙ্কের উপর। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ককেও

ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে, তাই সেটাকে মিষ্টি কথায় ভোলান চাই। সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশের দায় থেকে ব্যাঙ্ককে দেওয়া হল অব্যাহতি। সরকারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা শ্বাপদ চুক্তি। লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। আরম্ভ হল পূর্তকার্য। কিন্তু পূর্তকার্যের ফলে জনগণের কর-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বাড়ে। তাই করভার লাঘবের জন্যে লভ্যাংশজীবীদের উপর হামলা চালিয়ে, পাঁচ শতাংশ সুদের বণ্ডকে সাড়ে-চার শতাংশ সুদের কাগজে পরিণত করে কর-হ্রাস। কিন্তু আর একবার শান্ত করার জন্যে বুর্জোয়াকে কিছু দেওয়া চাই। সুতরাং যারা খুচরা কেনে সেই জনগণের উপর মদ্য-কর দ্বিগুণ, আর যারা খায় পাইকারী হারে সেই মধ্যশ্রেণীর জন্যে সেই কর অর্ধেক করা হল। বাস্তবের শ্রমিক-সংঘগুলি ভেঙে দেওয়া হল, কিন্তু ভবিষ্য তাজ্জব-তাজ্জব সংঘের প্রতিশ্রুতি তার সঙ্গে। কৃষকদের সাহায্য করতে হবে। তাই মর্টগেজ ব্যাঙ্ক. যাতে তাদের ঋণগ্রহণ সহজ হয় এবং সম্পত্তির সমাহার ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু অর্লিয়ান্স পরিবারের বাজেয়াপ্ত ভূমিসম্পত্তি থেকে টাকা করার জন্যে এইসব ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করা চাই। কোন পুঁজিপতি এই শর্তে রাজী নয়, সরকারী ডিক্রিতেও তেমন কথা নেই, অতএব মর্টগেজ ব্যাঙ্ক নিছক ডিক্রিমাত্র থেকে যায়. ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বোনাপার্ট সমস্ত শ্রেণীর পিতৃপ্রতিম হিতকারী রূপে প্রতীয়মান হবার ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত না করে অন্য কোন শ্রেণীকে কিছু দেওয়া তাঁর অসাধ্য। ফ্রোন্দের আমলে যেমন ডিউক অভ্ গিজ্ সম্বন্ধে বলা হত তিনি ফ্রান্সে সবচেয়ে দায়বান ব্যক্তি (obligeart), কারণ নিজের সমস্ত ভূমিসম্পত্তিকে তিনি তাঁর প্রতি নিজ পক্ষাবলম্বীদের দায়ে পরিণত করেন, ঠিক তেমন বোনাপার্টও ফ্রান্সে সবচেয়ে দায়বান ব্যক্তি হিসেবে ফ্রান্সের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত শ্রমকে নিজের প্রতি ব্যক্তিগত দায়ে পরিণত করতে ব্যগ্র। তিনি গোটা ফ্রান্স চুরি করতে চান তা ফ্রান্সকেই উপহার দিতে পারার জন্যে, অথবা বলা ভাল, ফরাসী মুদ্রা দিয়ে ফ্রান্সকে নতুন করে কিনে নিতে পারার জন্যে, কারণ ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সামগ্রী তাঁকে কিনতেই হবে। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সেনেট, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বিধানিক সংস্থা, 'লিজিয়ন অভ্ অনার', সৈনিকদের পদক,

ধোবিখানা, পূর্তকর্ম, রেলপথ, সাধারণ সভ্যদের বাদ দিয়ে জাতীয় রক্ষিদলের জেনারেল স্টাফ এবং অর্লিয়ান্স রাজবংশের বাজেয়াপ্ত ভূমিসম্পত্তি - সবকিছুই হয়ে পড়েছে ক্রয়ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সৈন্যবাহিনীর এবং সরকারী যন্ত্রের প্রতিটি পদ কেনাবেচার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সকেই তা দান করার জন্যে ফ্রান্স কেড়ে নেবার এই প্রক্রিয়ার সর্বপ্রধান দিকটা হল এই কারবারের সময়ে যে শতাংশটা পড়ে ১০ ডিসেম্বর সমিতির সর্দার এবং সভ্যদের পকেটে। শ্রীযুক্ত দ্য মর্নির রক্ষিতা কাউন্টেস ল. যে সরস মন্তব্যে অর্লিয়ান্সী ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বর্ণনা দিয়েছিলেন, **'C'est le premier vol* de l'aigle'** [এ হল ঈগলপাখির প্রথম ওড়া] সেই কথা এই ঈগলটির প্রতিটি উড্ডয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য, যদিও **দাঁড়কাকের** সঙ্গেই এ **ঈগলের** বেশি মিল। জনৈক কৃপণ ব্যক্তি যখন বড়াই করে তার দীর্ঘকাল জীবনযাপনের উপযোগী ধনের হিসাব করছিল তখন এক ইতালীয় কার্থুজেন সন্ন্যাসী তাকে যে ভাষায় তিরস্কার-উপদেশ দিয়েছিল সেইভাবেই বোনাপার্ট এবং তাঁর অনুগামীরা রোজ পরস্পরকে ডেকে বলছেন: 'Tu fai conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni'।** পাছে বছরের হিসাবে ভুল হয়, তাই তাঁরা হিসাব করেন মিনিটের। একদল হোঁজিপেঁজি ঢুকে পড়েছে রাজসভায়, মন্ত্রিদপ্তরগুলোয়, প্রশাসনিক সংস্থা আর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে, যে-দঙ্গলের সেরা লোকটি সম্পর্কে বলতে হবে, তার উৎপত্তি সবার অজানা — সুলুকের হোমরা-চোমরাদের মতোই কিন্তুত সম্ভ্রান্তপনার চালে জরিদার কোর্তার মধ্যে কোনরকমে ঢুকে পড়েছে এই হুল্লোড়ে অশ্রদ্ধেয় লুঠেরা বোহেমা। এদের নীতি-প্রচারক হলেন ভেরোঁ-ক্রেভেল, আর গ্রানিয়ে দা কাসানিয়াক এদের চিন্তাবীর, এটা বিবেচনা করলে ১০ ডিসেম্বর সমিতির উপরকার স্তরটার চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। গিজো তাঁর মন্ত্রিসভার আমলে যখন রাজবংশানুগামী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একটা ওঁছা পত্রিকায় গ্রানিয়েকে ব্যবহার করতেন তখন তিনি তাকে নিয়ে বড়াই

---

* **Vol** অর্থে ওড়া এবং চুরি বোঝায়। [মার্কসের টীকা।]

** 'তুমি জিনিসপত্রের হিসাব করছ, আগে তোমার বাকি বছরগুলির হিসাব করা উচিত।' [মার্কসের টীকা।]

করতেন এই রসিকতা দিয়ে — 'C'est le roi des drôles', 'ও হল ভাঁড়দের রাজা'। লুই বোনাপার্টের দরবার এবং ঘোঁট প্রসঙ্গে রিজেন্সি (৭০) অথবা পঞ্চদশ লুই-কে স্মরণ করাটা ভুল হবে। কারণ 'ঈতিপূর্বে বহুবার রক্ষিতাদের শাসনের অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের হয়েছে, কিন্তু hommes intretenus[*]-দের শাসন আগে কখনও দেখা যায় নি।'[**]

নিজ অবস্থার পরস্পরবিরোধী চাহিদাগুলোর তাড়নায়, এবং তার সঙ্গে ভেলকিবাজের মতো ক্রমাগত চমক লাগিয়ে নেপোলিয়নের বদলি হিসেবে নিজের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজনের তাগিদে, অর্থাৎ প্রতিদিন এক-একটা ছোটখাট কুদেতার কাণ্ড ঘটাবার প্রয়োজনের তাগিদে বোনাপার্ট সমগ্র বুর্জোয়া অর্থনীতিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পক্ষে যা অলঙ্ঘ্য মনে হয়েছিল তা সবই লঙ্ঘন করছেন, কিছু লোককে করছেন বিপ্লব সম্পর্কে সহিষ্ণু, আর কিছু লোককে বিপ্লবকামী করে তুলছেন, শৃঙ্খলার নামে বাস্তব অরাজকতা সৃষ্টি করছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের জ্যোতি ঘুচিয়ে সেটাকে কলুষিত করছেন, সেটাকে একাধারে ঘৃণা আর উপহাসের পাত্রে পরিণত করছেন। ত্রিভস-এর পবিত্র পরিচ্ছদ (৭১) পূজার অনুকরণে তিনি প্যারিসে নেপোলিয়নের সম্রাটবেশ পূজার আয়োজন করেছেন। কিন্তু অবশেষে যেদিন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট সজ্জিত হবেন সেদিন ভাঁদোম স্তম্ভের উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে।

ডিসেম্বর ১৮৫১ থেকে
মার্চ ১৮৫২-এর মধ্যে
মার্কসের লেখা
Die Revolution
পত্রিকায়
প্রকাশিত, নিউ ইয়র্ক,
১৮৫২
স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

১৮৬৯ সালের সংস্করণ
অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

---

[*] রক্ষিত পুরুষ। — সম্পাঃ

[**] উদ্ধৃত মন্তব্যটি শ্রীমতী দ্য জিরার্দাঁ-র। [মার্কসের টীকা।]

কার্ল মার্কস

‘জনগণের সংবাদপত্রের’ (৭২) বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

১৮৪৮-এর তথাকথিত বিপ্লবগুলি হচ্ছে নগণ্য ঘটনামাত্র — এগুলি ছিল ইউরোপীয় সমাজের শক্ত আবরণে ছোটো ছোটো ভাঙ্গন ও ফাটল। অবশ্য তা পাতালের আভাস দিয়েছিল। সমাজের এই আপাত-কঠিন উপরিভাগের নিচে তরল বস্তু-সমুদ্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে তাতে, যা স্ফীত হয়ে উঠলেই উপরের প্রস্তর কঠিন মহাদেশগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। বিভ্রান্তভাবে এবং হৈচৈ করে এই বিপ্লবগুলি ঘোষণা করল প্রলেতারিয়েতের মুক্তিবার্তা, যা হল উনিশ শতকের এবং সে শতকের বিপ্লবের গূঢ় কথা। অবশ্য, এই সামাজিক বিপ্লবটি ১৮৪৮ সালে উদ্ভাবিত কোন অভিনব সামগ্রী নয়। স্টীম, বিদ্যুৎ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নাগরিক বার্বে, রাস্পাই এবং ব্লাঙ্কির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক চরিত্রের বিপ্লবী। কিন্তু, যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা আছি তা যে প্রত্যেকের উপর ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ দিচ্ছে, তা কি আপনারা অনুভব করেন? ১৮৪৮-এর পূর্বেকার ইউরোপীয় সমাজও অনুভব করে নি যে বৈপ্লবিক বায়ুমণ্ডল তাকে পরিবেষ্টিত করে চতুর্দিক থেকে তাকে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব হিসেবে একটি বিরাট সত্য রয়েছে, যাকে কোন পার্টিই অস্বীকার করতে সাহস পায় না। একদিকে শুরু হয়েছে এমন শিল্প ও বৈজ্ঞানিক শক্তি যা মানুষের পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোনো যুগেই কোনদিন কল্পনাও করা যায় নি। অপরদিকে দেখা দিল ক্ষয়ের লক্ষণ, যা রোম সাম্রাজ্যের শেষাংশে অনুষ্ঠিত লিপিবদ্ধ বিভীষিকাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের এ যুগে যেন সবকিছুর গর্ভেই তার বিপরীতের অস্তিত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও তাকে

ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে যন্ত্র, সে যন্ত্রকে আমরা দেখছি মানুষকেই উপবাসী রাখছে, তাকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে। সম্পদের নতুন উদ্ভাবিত উৎসগুলি যেন কোন অদ্ভুত অপ্রাকৃত মায়ায় অভাবের কারণে পরিণত হচ্ছে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জয়যাত্রার মূল্য দিতে হচ্ছে যেন চরিত্রহীনতা দিয়ে। যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, সেই গতিতেই যেন মানুষ অন্য মানুষের বা তার নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। এমনকি, বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকও যেন অজ্ঞতার কৃষ্ণ পটভূমিতে ছাড়া দীপ্তি পায় না। আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও প্রগতির ফল যেন দাঁড়াচ্ছে বৈষয়িক শক্তিসমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানবজীবনকে বৈষয়িক শক্তির স্তরে নামিয়ে আনা। একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং অপরদিকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে বিরোধ, আমাদের যুগে উৎপাদন-শক্তি ও সমাজ-সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা জাজ্বল্যমান, সর্বগ্রাসী, অবিসংবাদী। কোন কোন পার্টি এর জন্যে বিলাপ করতে পারে; অন্যেরা হয়ত বর্তমান বিরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিল্পের হাত থেকেই মুক্তি চায়। অথবা তারা এমন কল্পনাও করতে পারে যে, শিল্পক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাজনীতি ক্ষেত্রের একইরকম উল্লেখযোগ্য পশ্চাদগতি দিয়েই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, এই সমস্ত বিরোধের মধ্যে যে সুচতুর চেতনার প্রকাশ বরাবর দেখা যাচ্ছে, তার রূপনির্ধারণে আমরা ভুল করি না। আমরা জানি, সমাজের এই নবোদিত শক্তিসমূহ যথোচিতভাবে কার্যকরী হবার জন্যে দরকার শুধু নবোদিত মানুষের কর্তৃত্ব, আর তেমন মানুষ হল শ্রমিক মানুষ। যন্ত্র যেমন আধুনিক যুগের আবিষ্কার, এরাও ঠিক তেমনই। বুর্জোয়া, অভিজাতবর্গ এবং পশ্চাদগতির শোচনীয় পয়গম্বরেরা যে সংকেত দেখে বিভ্রান্ত বোধ করে তারই মধ্যে আমরা চিনে নিই আমাদের সেই বীর বন্ধু রবিন গুডফেলো-কে, সেই বুড়ো ছুঁচোকে যে অতি দ্রুত মাটির মধ্যে কাজ করে, সেই যোগ্য পথিকৃৎ বিপ্লবকে। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অগ্রজ সন্তান হচ্ছে ইংরেজ শ্রমিকেরা। তাই তারা নিশ্চয়ই সামাজিক বিপ্লবকে সাহায্য করতে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকবে না, যে সেই বিপ্লব জন্ম লাভ করছে এই শিল্প থেকেই; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদেরই নিজস্ব শ্রেণীর মুক্তি; যে

বিপ্লব পুঁজির শাসন ও মজুরি-শ্রমের দাসত্বের মতোই সর্বজনীন। আমি জানি, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী চলেছে, যদিও বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের দ্বারা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত হওয়ার দরুন সে সংগ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত কম গৌরব অর্জন করে নি। শাসক শ্রেণীর দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবার জন্যে মধ্যযুগে জার্মানিতে 'ভেমগেরিখট' (Vehmgericht) নামে একটি গুপ্ত বিচারমণ্ড ছিল। যদি কোন বাড়িতে লাল ক্রুসচিহ্ন দেখা যেত তবে লোকে বুঝত যে, এই 'ভেম' (Vehm) সে বাড়ির মালিককে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আজ ইউরোপের প্রতিটি সৌধই রহস্যজনক সেই লাল-ক্রুসে চিহ্নিত। ইতিহাস এখানে বিচারক, আর দণ্ডদাতা হল প্রলেতারিয়েত।

১৮৫৬ সালের ১৪
এপ্রিলে ইংরেজী ভাষায়
প্রদত্ত মার্কসের বক্তৃতা
The People's Paper
পত্রিকায়
১৯ এপ্রিল, ১৮৫৬
সালে প্রকাশিত

সংবাদপত্রটির মূল
পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
ইংরেজী থেকে অনুবাদ

কার্ল মার্কস

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (৭৩) গ্রন্থের ভূমিকা

বুর্জোয়া অর্থনীতির মতবাদকে আমি বিচার করেছি নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে: **পুঁজি, ভূমিসম্পত্তি, মজুরি-শ্রম, রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশ্ব-বাজার।** যে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিভক্ত, প্রথম তিনটি শিরোনামায় আমি সেই শ্রেণী-তিনটির জীবনের অর্থনৈতিক শর্ত সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি; বাকি তিনটি শিরোনামার মধ্যে যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ আছে সেটা একনজরেই প্রত্যক্ষ। প্রথম বইয়ের প্রথম অংশে, যাতে পুঁজি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আছে: ১। পণ্য, ২। মুদ্রা অথবা সরল সঞ্চলন, ৩। সাধারণ পুঁজি। প্রথম পরিচ্ছেদ দুটি হল বর্তমান অংশের বিষয়বস্তু। গোটা বিষয়টি আমার কাছে রয়েছে খণ্ড খণ্ড রচনা হিসেবে, এগুলি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ ব্যবধানে, নিজের ধারণা স্পষ্ট করার জন্যে, প্রকাশনার জন্যে নয়। উপরিলিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলির সুসংবদ্ধ পরিব্যাখ্যান নির্ভর করবে বাইরেকার অবস্থার উপরে।

যে সাধারণ ভূমিকাটি (৭৪) আমি খসড়া করে রেখেছিলাম সেটি আমি বাদ দিচ্ছি; কেননা, আরও ভাল করে ভেবে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে যে এখনও যেসব ফলাফল সপ্রমাণ হয় নি সেগুলি আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া অস্বস্তিকর, আর তাছাড়া যে পাঠক মোটামুটিভাবে আমাকে অনুসরণ করতে চান তাঁকে বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে আরোহণের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্রের বিষয়ে আমার অধ্যয়নের ধারা সম্বন্ধে এখানে কিছু বললে হয়ত তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে।

আমি আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলাম, অবশ্য দর্শন ও ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে একটি গৌণ বিষয় হিসেবেই আমি তার চর্চা করতাম। ১৮৪২-১৮৪৩ সালে *Rheinische Zeitung* (৭৫) পত্রিকার সম্পাদকরূপে তথাকথিত বৈষয়িক স্বার্থের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার বিড়ম্বনা আমার এই প্রথম হল। কাঠচুরি ও ভূমিসম্পত্তির বিখণ্ডীকরণ সম্বন্ধে রাইন প্রাদেশিক সভায় *(Rheinisch Landtag)* কার্যবিবরণী; মোসেল অঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা নিয়ে *Rheinische Zeitung*-এর বিরুদ্ধে রাইন প্রদেশের তদানীন্তন সর্বাধ্যক্ষ হের ফন শাপার কর্তৃক আরব্ধ সরকারী তর্কযুদ্ধ; এবং সর্বশেষে অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ শুল্ক বিষয়ক বিতর্কাবলী থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে আমার মনোনিবেশ করার প্রথম সুযোগ আসে। অন্যদিকে, যে-সময় বিষয়ের জ্ঞানের চেয়ে 'এগিয়ে যাবার' সদিচ্ছা ছিল অনেক বেশি, সেই সময়ে *Rheinische Zeitung*-এ শোনা যেত ফরাসী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দার্শনিকভাবে সামান্য ছোপলাগা প্রতিধ্বনি। এই অপেশাদারিপনার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালাম, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে *Allgemeine Augsburger Zeitung*-এর (৭৬) সঙ্গে এক বিতর্কে একথাও আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করেছিলাম যে, আমার পূর্বকার পড়াশুনা এমন নয় যাতে ফরাসী ঝোঁকগুলির অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে আমি সাহসী হতে পারি। বরঞ্চ, *Rheinische Zeitung*-এর পরিচালকরা যে মোহের বশবর্তী হয়ে ভাবছিলেন যে কাগজটিতে দুর্বলতর মনোভাব প্রকাশ করলে তার প্রতি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত এড়ানো যাবে, সাগ্রহে সেই মোহের সুযোগ নিয়ে আমি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে পাঠাগারে আশ্রয় নিলাম।

যে সন্দেহে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, তার সমাধানের জন্যে প্রথম যে কাজটি আমি হাতে নিলাম তা হল অধিকার সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শনের* সমালোচনামূলক পর্যালোচনা। এই লেখার ভূমিকাটি** মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৪৪-এ প্যারিসে প্রকাশিত *Deutsch-Französische Jahrbücher*

---

* ক. মার্কস, 'আইন সংক্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায় অবদান'। — সম্পাঃ

** ঐ। 'ভূমিকা'। — সম্পাঃ

(৭৭) পত্রিকায়। আমার অনুসন্ধান থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে বিভিন্ন আইনগত সম্পর্কের তথা বিভিন্ন রাষ্ট্র রূপের অনুধাবন করতে হলে, সেই সম্পর্ক ও রূপ দেখেই বা মানব-মনের তথাকথিত সাধারণ বিকাশ দেখেই তা করা সম্ভব হয় না; এদের মূল রয়েছে বরং মানব-জীবনের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে, যার সমস্তটাকে একত্র করে হেগেল আঠারো শতকের ইংরেজ ও ফরাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে নাম দিয়েছেন 'পৌরসমাজ' ('Civil Society'). কিন্তু এই পৌরসমাজের শারীর-সংস্থান খুঁজে বার করতে হবে আবার অর্থশাস্ত্রে। শেষোক্ত ব্যাপারে অধ্যয়ন আমি শুরু করি প্যারিসে, ও তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে যাই ব্রাসেল্‌স্‌-এ; মসিয়ে গিজোর বহিষ্কার আদেশের ফলে সেখানেই আমাকে দেশান্তরিত হতে হয়। অনুসন্ধানের ফলে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি পেঁছিলাম, এবং ধরতে পারার পর থেকে যাকে আমি আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশিকা সূত্র হিসেবে কাজে লাগিয়েছি, সংক্ষেপে তাকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে: মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের, অর্থাৎ, আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে মালিকানা-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম-বেশি দ্রুত

রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করতে গেলে, উৎপাদনের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ সূক্ষ্মতার সঙ্গেই নিরূপণ করা যায় তা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে আইনগত, রাজনীতিগত, ধর্মগত, নন্দনতত্ত্বগত বা দর্শনগত, সংক্ষেপে বলতে গেলে ভাবাদর্শগত রূপগুলিকে, যার মাধ্যমে মানুষ এ সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও লড়াই করে তার নিষ্পত্তি করে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নির্ভর করে না সে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তার উপর, তেমনি কোনো রূপান্তরের সময়কালকে সে যুগের স্বকীয় চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না; বিপরীতপক্ষে, সেই চেতনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধিতা দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যকার সংঘর্ষ দিয়ে। কোন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদন-শক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে সামাজিক ব্যবস্থার কখনও বিলুপ্তি ঘটে না; আর নতুন উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের আবির্ভাবও আসতে পারে না যতক্ষণ না পুরনো সমাজের গর্ভের মধ্যেই তেমন সম্পর্কের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠছে। সুতরাং মানবজাতি সর্বদা সেই কর্তব্যেই প্রবৃত্ত হয় যার সমাধান সম্ভব; কেননা, বিষয়টির প্রতি আরও গভীর দৃষ্টি দিলে সর্বদাই দেখা যাবে যে, কর্তব্যটাই দেখা দেয় শুধু তখন যখন তা সমাধানের বৈষয়িক শর্তগুলো ইতিমধ্যেই বর্তমান কিংবা অন্তত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ রূপরেখা হিসেবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক রূপগঠনের ক্রমাগ্রসর পর্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক অবস্থাও সৃষ্টি করে। সুতরাং এই সমাজ-গঠন তাই মানব-সমাজের প্রাক-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে।

অর্থনীতিক সংজ্ঞা-বিভাগের* (economic categories) সমালোচনা প্রসঙ্গে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের চমৎকার স্কেচটি (*Deutsch-Französische Jahrbücher* পত্রিকায়) প্রকাশের পর থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে আমি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় রক্ষা করেছি, তিনিও অন্য পথ দিয়ে (তাঁর 'The Condition of the Working Class in England' মিলিয়ে দেখুন) আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন। তাই ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনিও ব্রাসেল্‌স্‌-এ এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন আমরা স্থির করলাম যে, জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেব। আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনারূপে।** অক্‌টাভো-আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি ওয়েস্টফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পেঁছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ে যেসব বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্য দিয়ে, কখনও একদিক থেকে, কখনও-বা আর একদিক থেকে, আমাদের মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছিলাম, তার মধ্যে আমি শুধু উল্লেখ করব এঙ্গেলস ও আমার মিলিত লেখা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'*** ও মৎ-প্রকাশিত 'অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা' ('Discours sur le libr échange')। শুধুমাত্র তর্কযুদ্ধ হলেও সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের মতামতের চূড়ান্ত বিষয়গুলির ইঙ্গিত দেওয়া হল ১৮৪৭-এ প্রকাশিত এবং প্রুধোঁর বিরুদ্ধে লিখিত আমার 'দর্শনের দারিদ্র্য' ('Misère de la Philosophie') গ্রন্থে। 'মজুরি-শ্রমের'****

---

* **F. Engels, 'Outlines of a Critique of Political Economy'.** — সম্পাঃ

** ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

*** ১ম খণ্ডের পৃঃ ১৫১-১৮১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

**** ২য় খণ্ডের পৃঃ ১৭-৪৮ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বিষয়ে জার্মান ভাষায় লিখিত যে নিবন্ধটিতে আমি ব্রাসেল্‌স্‌ জার্মান শ্রমিক সমিতিতে (৭৮) প্রদত্ত উক্ত বিষয়ে আমার বক্তৃতাবলি সন্নিবিষ্ট করেছি, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও তৎকারণে বেলজিয়ম থেকে আমার জবরদস্তি অপসারণের ফলে তার মুদ্রণ ব্যাহত হয়েছিল।

১৮৪৮-এ ও ১৮৪৯-এ *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার (৭৯) সম্পাদনা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের ফলে আমার অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গবেষণায় বাধা হয়। আবার আমি তা শুরু করতে পারি কেবল ১৮৫০-এ লন্ডনে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত যে বিপুল মালমসলা পুঞ্জীভূত রয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে লন্ডনে যে সুবিধা আছে, এবং সর্বশেষে কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের যে নব পর্যায়ে বুর্জোয়া সমাজের যেন প্রবেশ ঘটল তাতে করে স্থির করতে হল যে একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করব, নতুন মালমসলা নিয়ে কাজ চালাব বিচার করে। অংশত এই চর্চাই আমাকে এমন সমস্ত বিষয়ে নিয়ে ফেলল, যেগুলি বাহ্যত বহুদূরবর্তী বিষয় আর তার জন্যে আমাকে কম বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য, আমার হাতে যে সময় ছিল তা বিশেষ করে কমে গিয়েছিল রুজি উপার্জনের অনিবার্য প্রয়োজনের চাপে। আজ আট বৎসর ধরে প্রথম ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্র *New York Tribune*-এ (৮০) আমি যেসব প্রবন্ধ লিখে আসছি তার জন্যে আমার অধ্যয়ন অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়; কারণ ঠিক কাগুজে সাংবাদিকতা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি খুব ব্যতিরেকী ক্ষেত্রেই। যাই হোক, ইংলন্ড ও ইউরোপ মহাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ঘটনাবলি বিষয়ে প্রবন্ধগুলি ছিল আমার প্রেরিত লেখার এত বেশি অংশ যে, প্রকৃত অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরেও অনেক ব্যবহারিক খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমার গবেষণা ধারার এই রূপরেখাটি উপস্থিত করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত সম্পর্কে যাই ভাবা হোক ও শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থবদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে তার যত কম মিলই থাকুক না কেন, তা বহুবর্ষব্যাপী সবিবেকী অনুসন্ধানের ফল। কিন্তু, বিজ্ঞানের

প্রবেশ-দ্বারে নরকের প্রবেশ-দ্বারের মতোই এই দাবি নিশ্চয়ই লিখিত থাকা দরকার:

> ‘Qui si convien lasciare ogni sospetto;
> Ogni viltà convien che qui sia morta.’[*]

কার্ল মার্কস

লন্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫৯

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা
প্রসঙ্গে' মার্কসের এই
গ্রন্থে মুদ্রিত, বার্লিন, ১৮৫৯

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

---

[*] এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস;
এখানে ধ্বংস হবে সমস্ত ভীরু ভাবনার।’
(দান্তে, ‘ডিভাইন কমেডি’)। — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'

প্রথম সংস্করণ, বার্লিন, ফ্রানট্স ডুঙ্কের, ১৮৫৯ (৮১)

১

বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে জার্মানরা যে অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির সমপর্যায়ে, এমনকি অধিকাংশ বিষয়ে উন্নততর পর্যায়ে উঠেছে, বহুদিন আগেই তার পরিচয় তারা দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞানের অগ্রবর্তীদের মধ্যে কোন জার্মানকে পাওয়া যেত না, সে বিজ্ঞান হল অর্থশাস্ত্র। এর কারণ সুস্পষ্ট। অর্থশাস্ত্র হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, সুতরাং, তার পূর্ব শর্ত হল বিকশিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার অস্তিত্ব। কিন্তু জার্মানিতে, ধর্ম-সংস্কার (৮২) যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কৃষক সমরগুলির পরে, বিশেষত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর (৮৩), কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তেমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে নি। জার্মান সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ড বেরিয়ে যাবার ফলে (৮৪) জার্মানি বাধ্য হয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের আওতার বাইরে পড়ে যায় ও গোড়া থেকেই তার শিল্প বিকাশ ন্যূনতম আকারে নেমে আসে। আর জার্মানরা যখন অতি ধীরে ও অতি পরিশ্রমে গৃহযুদ্ধের ধ্বংস থেকে নিজেদের পুনরুদ্ধার করছিল, প্রতিটি ক্ষুদে রাজা ও সাম্রাজ্যের ব্যারনরা তাদের প্রজাদের শিল্পের উপর যে শুল্ক বেষ্টনী ও নির্বোধ বাণিজ্যবিধি আরোপ করত তার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে যখন জার্মানদের যে নাগরিক শক্তি কোনদিনই খুব বেশি ছিল না তার সমস্তটুকুকেই তারা ক্ষয় করে ফেলছিল, যখন সরাসরি সম্রাটের অধীন শহরগুলি তাদের গিল্ডসুলভ গোঁড়ামি ও প্যাট্রিশিয়ানসুলভ বিধিব্যবস্থা সমেত ক্ষয় পাচ্ছিল, সেই সময় বিশ্ব বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় অবস্থানগুলি অধিকার করে বসল হল্যান্ড, ইংলন্ড ও ফ্রান্স; উপনিবেশের পর উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগল তারা, হস্তশিল্প-

কারখানাকে উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে বিকশিত করল, এবং শেষ পর্যন্ত যে স্টীমশক্তি সবেমাত্র ইংলন্ডের কয়লা ও লৌহ আকরকে মূল্যবান করে তুলতে শুরু করেছিল তার কল্যাণে ইংলন্ড আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে ফেলল। মধ্যযুগের যেসব হাস্যকর প্রাচীন জের ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির বৈষয়িক বুর্জোয়া বিকাশকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে যতদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে ততদিন অবশ্য কোন জার্মান অর্থশাস্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র শুল্ক-ইউনিয়ন (৮৫) প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানেরা এমন একটা অবস্থায় এসে পেঁছিল যাতে তারা অর্থশাস্ত্রের বিষয়টা অন্তত বুঝতে পারল। বস্তুত এই সময় থেকেই জার্মান বুর্জোয়াদের উপকারার্থে বৃটিশ ও ফরাসী অর্থশাস্ত্রের আমদানি শুরু হয়। অনতিবিলম্বে বিদগ্ধমন্ডলী ও আমলাতন্ত্রীরা এসে এই আমদানী বস্তুটি দখল করে নিয়ে এমন কায়দায় তাকে গড়ে তুলল যা 'জার্মান ভাবধারার' দিক থেকে মোটেই গৌরবজনক নয়। রচনাকার্যের অনধিকার চর্চায় যেসব উচ্চ শ্রেণীর প্রতারক, বণিক, শিক্ষক ও আমলা এসে জড়ো হল তাদের পাঁচমিশালী দঙ্গল থেকে উদ্ভব হয় এক জার্মান অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্য, নীরসতা, অগভীরতা, চিন্তাশূন্যতা, বাগবাহুল্য এবং চুরি বিদ্যার দিক দিয়ে যার সঙ্গে শুধু জার্মান উপন্যাসেরই তুলনা চলে। ব্যবহারিক বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রথমে শিল্পপতিদের সংরক্ষণ-নীতিবাদী গোষ্ঠীটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রামাণিক মুখপাত্র লিস্ট, এখনও পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, -- যদিও তাঁর গৌরবমণ্ডিত রচনা সমস্তটাই হচ্ছে মহাদেশীয় পদ্ধতির (৮৬) তত্ত্বগত প্রবর্তক ফরাসী ফেরিয়ে থেকে নকল করা। এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে পঞ্চম দশকে বল্টিক প্রদেশসমূহের বণিকদের অবাধ-বাণিজ্যমতবাদী দলের উদ্ভব হয়; এরা শিশুসুলভ অথচ স্বার্থপ্রণোদিত বিশ্বাস নিয়ে ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্যবাদীদেরই (৮৭) যুক্তিগুলি প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। সর্বশেষে, বিষয়টির তত্ত্বগত দিক নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়েছিল সেই শিক্ষক ও আমলাদের মধ্যে দেখা গেল হের রাউ-এর মতো শুষ্ক, দোষগুণ বিচার-অক্ষম ওষধি-সংগ্রহকদের, অনায়ত্ত হেগেলীয় ভাষায় বিদেশী প্রকল্পসমূহের তর্জমাকারী হের স্টাইনের মতো জল্পনাবাজ পণ্ডিতমূর্খদের, অথবা হের রিল-এর মতো 'সাংস্কৃতিক-

ঐতিহাসিক' ক্ষেত্রের সাহিত্যিক উঞ্ছজীবীদের। এসবের শেষ পরিণতি হল ক্যামেরালিস্‌টিকস্‌ (Cameralistics) (৮৮) বিদ্যা। এটি হল নানা রকম অবান্তর পদার্থে পূর্ণ খিচুড়ি বিশেষ, তার সঙ্গে যেন একলেকটিক অর্থশাস্ত্রের একটু চাট্‌নি ছিটানো। সে জ্ঞানটা রাষ্ট্র-নিযুক্ত একজন আইন স্কুল স্নাতকের পক্ষে রাষ্ট্র পর্ষদের শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হবার দিক দিয়ে কাজে লাগবে।

এইভাবে যখন জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণী, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং আমলাতন্ত্র বৃটিশ-ফরাসী অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কথাগুলিকে অখন্ডনীয় আপ্তবাক্য হিসেবে কণ্ঠস্থ ও সে বিষয়ে কিছু পরিমাণ স্পষ্ট ধারণা করার জন্যে পরিশ্রম করে চলেছে, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল জার্মান প্রলেতারীয় পার্টি। এই পার্টির সামগ্রিক তত্ত্বগত ভিত্তিটাই এসেছে অর্থশাস্ত্রের বিচার থেকে; এবং ঠিক এই পার্টির আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই বিজ্ঞানসম্মত স্বাধীন **জার্মান অর্থশাস্ত্রের** উদয় হয়। এই জার্মান অর্থশাস্ত্র মূলত প্রতিষ্ঠিত **ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার** ভিত্তির উপর, যার মূল দিকগুলি উপরোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে।* এই ভূমিকার প্রধান প্রধান কথাগুলি *Das Volk* পত্রিকায় (৮৯) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে এবং সেইজন্যেই ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করলাম। শুধু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই (প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দিলে সব বিজ্ঞানই হল ইতিহাসগত বিজ্ঞান) এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার হল এই প্রতিজ্ঞা যে, 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে'; ইতিহাসে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের, যেসব ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যেসব তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপত্তি। 'মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।' সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদী মোহে আচ্ছন্ন নয়

---

* এই খন্ডের পৃঃ ১৩৭-১৪৩ দ্রঃ। — সম্পাঃ

এরকম যে কোন ব্যক্তির কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। কিন্তু বিরাট বৈপ্লবিক পরিণাম এর মধ্যে নিহিত, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও: 'সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে, অর্থাৎ আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে মালিকানা-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়... বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক শর্তাবলীও সৃষ্টি করে।'* আমাদের এই বস্তুবাদী থিসিস যদি আরও এগিয়ে নিই ও বর্তমানের অবস্থায় এর প্রয়োগ করি, তাহলে এক বিরাট বিপ্লবের, বস্তুত সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতটাই আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

আরও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলে কিন্তু অবিলম্বে উপলব্ধি হবে যে, মানুষের চেতনা তার সত্তার উপর নির্ভরশীল, তার উল্টোটা নয়, এই আপাত সরল সূত্রটি অবিলম্বেই এবং তার প্রথম পরিণতিতেই সমস্ত ভাববাদের, এমনকি সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন ভাববাদেরও প্রত্যক্ষ বিরোধী। সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারে সমস্ত রকম ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি নাকচ হয়ে পড়ে তাতে। রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের সমস্ত চিরাচরিত পদ্ধতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়; এহেন নীতিবিগর্হিত ধারণার বিরুদ্ধে সক্রোধ সংগ্রামে নামে দেশপ্রেমিক মহাত্মাপনা। সুতরাং, দৃষ্টিভঙ্গির এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদেরই অনিবার্য সংঘাত লাগল তা নয়; মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব এই যাদুমন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে চায় যে গোটা ফরাসী

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ১০৯-১৪১ দ্রঃ। — সম্পাঃ

সমাজতন্ত্রী মহল, সংঘাত লাগে তাদেরও সঙ্গে। তবে জার্মানির ইতর-গণতন্ত্রবাদী হৈচৈকারীদের মধ্যেই তা সবচেয়ে প্রবল ক্রোধের উদ্রেক করল। তাহলেও তারা সাগ্রহেই এই নতুন চিন্তাকে চুরি করে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, যদিও অসাধারণ ভুল বুঝে।

ঐতিহাসিক একটিমাত্র দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী ধারণার বিকাশ ঘটানো এমন এক বৈজ্ঞানিক কীর্তি যার জন্যে বছরের পর বছর নির্বিঘ্ন অনুশীলন দরকার; কেননা, এ কথা তো সহজবোধ্য যে, এক্ষেত্রে কেবল বুলি দিয়ে কাজ হবে না। এ কাজ সম্পন্ন করা যায় শুধু রাশীকৃত ঐতিহাসিক মালমসলাকে সবিচারে বাছাই করে, পরিপূর্ণ আয়ত্ত করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আমাদের পার্টিকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিল এবং ফলে তার পক্ষে নিছক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য অনুসরণ করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি পার্টি-রচিত সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেই একটি অন্তর্লীন সূত্রের মতোই গ্রথিত আছে। এই সমস্ত লেখাতেই প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয়কে উপলক্ষ্য করে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিক্ষেত্রেই কর্মোদ্যমের উদ্ভব হয়েছে সরাসরি বৈষয়িক প্রণোদনা থেকেই, সংশ্লিষ্ট বাক্যাবলী থেকে নয়; দেখানো হয়েছে যেমন রাজনৈতিক কর্মোদ্যম ও তার ফলাফল তেমনই রাজনৈতিক ও আইনগত বাক্যাবলীও বরং বৈষয়িক প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত।

১৮৪৮-১৮৪৯-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর এমন একটা সময় এল যখন বাহির থেকে জার্মানিকে প্রভাবিত করা ক্রমশই বেশি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের পার্টি তখন প্রবাসী কোন্দলের ক্ষেত্রটা — কেননা, সেটাই তখন একমাত্র সম্ভাব্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল -- ছেড়ে দেয় ইতর-গণতন্ত্রবাদীদের হাতে। শেষোক্তরা যখন প্রাণভরে ঘোঁট পাকিয়ে চলল, একদিন ঝগড়া-বিবাদ করে পরের দিন মিটমাট করতে লাগল, এবং তার পরের দিন আবার নিজেদের ভেতরকার কেলেঙ্কারির প্রকাশ্য প্রচার চালাচ্ছিল; যখন সমগ্র আমেরিকা জুড়ে ইতর-গণতন্ত্রবাদীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াচ্ছিল শুধু জুটানো পয়সাকটি নিয়ে পরের মুহূর্তেই গন্ডগোল পাকাতে, সেই সময়টা আমাদের পার্টি ফের খানিকটা অধ্যয়নের অবসর পেয়ে খুশিই হয়। তার খুব বড় একটা সুবিধা এই যে, তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

পার্টির আয়ত্তে ছিল; তাকে সংরচিত করে তোলার কাজেই পার্টিকে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্তত এই এক কারণেই দেশান্তরীদের মধ্যকার 'মহৎ ব্যক্তিদের' মতো অধঃপতন আমাদের পার্টির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নি।

সেই অধ্যয়নের প্রথম ফল হল আলোচ্য গ্রন্থখানি।

২

আমাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে তার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র থেকে নেওয়া স্বতন্ত্র কতগুলি পরিচ্ছেদের শুধুমাত্র একটা অসংবদ্ধ সমালোচনার অথবা কোন কোন বিতর্কমূলক অর্থতত্ত্বগত প্রশ্নের বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং শুরু থেকেই গ্রন্থটির রচনা-বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র বিষয়টিকে একটা প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায়, যাতে বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া বিনিময়ের নিয়মগুলির একটা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিকাশ দেখানো যায়। যেহেতু অর্থতত্ত্ববিদরা এইসব নিয়মের ব্যাখ্যাকার বা পক্ষসমর্থনকারী ছাড়া আর কিছুই নন, সেইজন্যে বিকাশের চিত্রটি একইসঙ্গে সমগ্র অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়।

কোন বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পরস্পর-সংযোগের ভিত্তিতে বিকশিত করার চেষ্টা হেগেলের মৃত্যুর পর থেকে আর হয় নি বললেই হয়। হেগেলের সরকারী শিষ্যসম্প্রদায় গুরুর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি থেকে সবচেয়ে সহজ কৌশলটির কায়দা শুধু আয়ত্ত করে নেয়; সে কায়দা যে কোন বিষয়ের উপর, এবং প্রায়ই হাস্যকর অপটুভাবে তারা প্রয়োগ করতে থাকে। এই গোষ্ঠীর কাছে হেগেলের সমগ্র উত্তরাধিকারটি সীমিত হয়ে পড়ল শুধুমাত্র একটি ছকে, যার সাহায্যে যে কোন প্রশ্ন তারা উদ্ভাবন করতে লাগল, সীমিত হয়ে পড়ল কতগুলি শব্দ ও বাক্য-রীতির সংকলনে, — চিন্তা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবের ক্ষেত্রে সময় মত হাতের কাছে পাওয়া ছাড়া যার আর কোন উদ্দেশ্য রইল না। এর ফলে, বন্-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায় বলতে গেলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এই সমস্ত হেগেলপন্থীরা কোন বিষয় কিছুই বুঝত না, অথচ সব বিষয়ে লিখতে পারত। বাস্তবিকই তাদের কাজের প্রকৃতি এইরকমই হয়ে

হেগেলীয় পদ্ধতির পরিণতি

উঠেছিল। এদিকে তাদের দম্ভ সত্ত্বেও এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, বড় সমস্যা থেকে তাঁরা যতদূর সম্ভব তফাৎ থাকতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচীন পন্ডিতী বিজ্ঞানের প্রাধান্যটাই বজায় রইল; যখন ফয়েরবাখ অনুমানভিত্তিক প্রত্যয়কে অচল বলে ঘোষণা করলেন, তখনই মাত্র হেগেলবাদ ধীরে ধীরে হল নিদ্রামগ্ন; মনে হতে লাগল যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার নতুন করে প্রাচীন অধিবিদ্যার ও তার অনড় সংজ্ঞাগুলির রাজত্ব শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটির একটা স্বাভাবিক কারণ ছিল। নিছক বাক্য-বিন্যাসে হেগেলবাদী দিয়াদোচির (৯০) (Diadochi) রাজত্বের পরিসমাপ্তি হবার পর স্বভাবতই যে-যুগটি এল, তাতে বিজ্ঞানের ইতিবাচক অন্তর্বস্তুটি তার বহিরূপের চেয়ে আবার বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে এক অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে জার্মানি ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রকৃতিবিজ্ঞানসমূহের মধ্যে, যা ছিল ১৮৪৮-এর পরেকার শক্তিশালী বুর্জোয়া বিকাশের সহগামী। এবং এই যেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে জল্পনা-প্রবণতা কখনই বিশেষ গুরুত্বলাভ করতে পারে নি, সেগুলি ফ্যাশন হয়ে পড়ার ফলে প্রাচীন অধিবিদাক কায়দায় চিন্তাপ্রণালীর, এমনকি ভল্‌ফ-এর চূড়ান্ত রকমের অসার মামুলিয়ানারও পুনরাবির্ভাব দেখা দেয়। হেগেল বিস্মৃতির অতলে গেলেন, এবং গড়ে উঠল নতুন প্রকৃতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তত্ত্বগত দিক দিয়ে এই বস্তুবাদের সঙ্গে আঠারো শতকের বস্তুবাদের কোন প্রভেদ নেই; এর সুবিধাটা প্রধানত ছিল এই যে এর হাতে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের, বিশেষত রসায়ন ও শারীরবৃত্তের সমৃদ্ধতর মালমসলা। বুখনার ও ফগ্‌ট-এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই কাণ্ট-পূর্বযুগের সংকীর্ণ-চিত্ত অর্বাচীন চিন্তাপ্রণালীর পুনঃপ্রকাশ, যার মধ্যে অতি-তুচ্ছ অসারতাও বাদ পড়ে না। এমনকি, যে মলেশট ফয়েরবাখের নামে শপথ নেন তিনি পর্যন্ত অতি হাস্যকর ভাবে বারবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সরলতম সংজ্ঞার মধ্যে। অন্তর্বস্তু ও বাহ্যরূপের অন্ধকার, কারণ ও ফলাফলের অন্ধকার খাদের সামনে এসে বুর্জোয়া সাংসারিক বোধের গেঁতো ছ্যাকরা ঘোড়া স্বভাবতই থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু অমূর্ত চিন্তার জংলী জমির উপর দিয়ে ফুর্তি করে শিকার-যাত্রা করতে হলে ছ্যাকরা ঘোড়ায় না চাপাই উচিত।

সুতরাং এখানে এমন আর একটি সমস্যার সমাধান দরকার যার সঙ্গে নিছক অর্থশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানকে কীভাবে বিকশিত করতে হবে? একদিকে ছিল হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, যাকে হেগেল এক সম্পূর্ণ অমূর্ত ও 'জল্পনামূলক' রূপে রেখে গিয়েছিলেন; অপরদিকে রইল সাধারণ এবং মূলত ভল্‌ফ-নির্দিষ্ট অধিবিদ্যক পদ্ধতি, যা পুনরায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে-পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদেরও বৃহদায়তন অসংলগ্ন গ্রন্থখণ্ডসমূহ। শেষোক্ত পদ্ধতিটিকে কাণ্ট এবং বিশেষ করে হেগেল তত্ত্বগতভাবে এমন করে বিধ্বস্ত করেছিলেন যে, শুধুমাত্র আলস্যবশে এবং অন্য একটা সহজ বিকল্প পদ্ধতির অভাবের দরুন এই পদ্ধতিটির ব্যবহার অব্যাহত থাকাটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, হেগেলীয় পদ্ধতিটি তার লব্ধ রূপে একেবারেই অব্যবহার্য। সে পদ্ধতি ছিল মূলত ভাববাদী, অথচ আগেকার সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি বস্তুবাদী এক বিশ্ব-দৃষ্টি বিকাশের সমস্যাটাই তখন প্রশ্ন। সে পদ্ধতি শুরু হত বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে, অথচ এক্ষেত্রে শুরু করা চাই কঠোর বাস্তব তথ্য থেকে। নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ীই যে পদ্ধতি 'শূন্য থেকে শূন্যের মাধ্যমে শূন্যেতে পৌঁছিয়ে এসেছে' (৯১), সে পদ্ধতি সেই আকারে এক্ষেত্রে কোনক্রমেই উপযোগী নয়। তবুও যুক্তিবিদ্যার সমস্ত মালমসলার মধ্যে শুধুমাত্র একেই অন্তত আরম্ভ-বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এর সমালোচনাও হয় নি, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও হয় নি। এই মহান দ্বান্দ্বিকতত্ত্ববিদের যারা বিরোধী তাদের কোন একজন ব্যক্তিও তাঁর চিন্তার গৌরবজনক কাঠামোর মধ্যে কোন ভাঙ্গন ধরাতে পারে নি; সে চিন্তা শুধু বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল, কারণ তাকে নিয়ে কী করতে হবে তার সামান্যতম ধারণাও হেগেলপন্থী গোষ্ঠীর ছিল না। সুতরাং, সর্বোপরি দরকার হয়েছিল হেগেলীয় পদ্ধতিকেই একটা আমূল সমালোচনার লক্ষ্যীভূত করা।

অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তাপদ্ধতি থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য তার প্রচণ্ড ইতিহাস বোধে, এর ওপরেই তার ভিত্তি। গঠনরূপের দিক থেকে এ পদ্ধতি যদিও অমূর্ত ও ভাববাদী, তবু তার চিন্তাবিকাশ ধারাটি সর্বদাই চলেছে বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং এই শেষোক্তকে ধরা হত আসলে কেবল প্রথমের কষ্টিপাথর হিসেবে।

তাতে করে যদিও আসল সম্পর্কটি উল্টে দিয়ে মাথার ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল, তাহলেও দর্শনের মধ্যে আসল সারবস্তু প্রতি পদেই প্রবেশলাভ করেছে, আরও বেশি করেছে কারণ হেগেল তাঁর শিষ্যদের মতো অজ্ঞতা জাহির করেন নি, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অন্যতম। ইতিহাসের মধ্যে যে একটা ক্রমবিকাশ, একটা অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত দর্শনের অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গির মহিমা আজও শ্রদ্ধেয়, সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা বিশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা করি না কেন। তাঁর 'চেতনাবাদ', 'নন্দনতত্ত্ব', 'ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই তাঁর এই অপূর্ব ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগতভাবে, ইতিহাসের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট, যদিও বিমূর্ত বিকৃত অন্তঃসম্পর্কে।

ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত ভিত্তি এবং যুক্তি পদ্ধতির জন্যেও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই। যেহেতু, এমনকি 'বিশুদ্ধ চিন্তার' দিক দিয়ে দেখলেও, এই বিস্মৃতপ্রায় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব থেকে যে এমন ফল পাওয়া গিয়েছে, এবং অধিকন্তু, এত সহজে যে পূর্বগামী সমস্ত যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার নিকাশ করেছে, তাতে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, আর যাই হোক, এর মধ্যে কূটতর্ক (Sophistry) ও চুলচেরা ব্যাপার-স্যাপারের চেয়ে বড় জিনিস ছিল। কিন্তু পদ্ধতির সমালোচনা সহজ ব্যাপার ছিল না, সমস্ত সরকারী দর্শন তা এড়িয়ে গিয়েছে এবং এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে।

যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে হেগেলের যা আসল আবিষ্কার হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যা থেকে সেই অন্তর্বস্তুটিকে উদ্ধার করে, ভাববাদী আবরণ থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে সেই সহজ আকারে পুনর্গঠিত করা যাতে তা চিন্তা বিকাশের একমাত্র যথার্থ রূপ হয়ে দাঁড়ায় — এ কর্তব্য যে একটি মাত্র লোক গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মার্কস এবং আজও তিনিই একক। যে-পদ্ধতিটি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনার ভিত্তিভূমিস্বরূপ,

তার সংরচনের কাজটাকে আমরা খোদ মূল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটার চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ফল বলে মনে করি না।

এই যে-পদ্ধতি আমরা পেলুম সেই পদ্ধতি অনুসারেও, অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা করা যেত দুভাবে: ইতিহাসগতভাবে অথবা যুক্তিগতভাবে। যেহেতু ইতিহাসে এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলনেও, সমগ্রভাবে বিকাশের ধারাটি অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলে, সেইহেতু অর্থশাস্ত্রের সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেও এমন একটি স্বাভাবিক নির্দেশক সূত্র পাওয়া গেল যার সঙ্গে সমালোচনাকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক সংজ্ঞা বিভাগগুলিও সামগ্রিকভাবে ঠিক যুক্তিগত বিকাশের মতোই একই অনুক্রমে প্রতিভাত হয়। এই ধরনটির বাহ্যিক সুবিধা হচ্ছে এই যে, এটা অধিকতর স্বচ্ছ, কেননা, প্রকৃতই এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে **বাস্তব** বিকাশটাকেই, কিন্তু আসলে এর ফলে সেটা দাঁড়াত বড়জোর একটা জনবোধ্য প্রণালী। অনেক সময় ইতিহাস এগিয়ে চলে লাফ দিয়ে ও আঁকাবাঁকা পথে; এবং এতে প্রত্যেক স্থলেই ইতিহাসকেই অনুসরণ করে যেতে হত। তার ফলে শুধু যে অনেক গৌণ গুরুত্বের মালমসলা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হত তাই নয়, ভাবনাধারাও অনেক ব্যাহত হত। অধিকন্তু, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস না লিখে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস লেখা যায় না এবং তার ফলে কর্তব্যটা অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়, কেননা এর জন্যে যে প্রাথমিক কাজ দরকার তার কিছুই করা হয় নি। সুতরাং, আলোচনায় যুক্তিগত বিশ্লেষণই দাঁড়ায় একমাত্র উপযোগী পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুত এই পদ্ধতি ইতিহাসগত বিচার ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু তার ঐতিহাসিক আকার ও আপতিক বিক্ষেপগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। যা দিয়ে এ ইতিহাসের শুরু, চিন্তা-শৃঙ্খলের শুরুও হবে সেই একই জিনিস থেকে, আর চিন্তার পরবর্তী ধারাটিও হবে আর কিছুই নয়, ইতিহাসের ধারারই অমূর্ত এবং তত্ত্বের দিক থেকে সুসঙ্গত আকারের একটি প্রতিফলন; সংশোধিত প্রতিফলন, কিন্তু সেই নিয়মেই সংশোধিত, যে নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে ইতিহাসেরই প্রকৃত ধারা থেকে, যাতে প্রত্যেক উপাদানকে তার পরিপূর্ণ পরিপক্বতার বিকাশ মুহূর্তে, তার চিরায়তরূপে বিবেচনা করতে পারা যায়।

এই পদ্ধতিতে আমরা শুরু করি সেই সর্বপ্রথম ও সহজতম সম্পর্কটি

থেকে, যা ইতিহাসগতভাবে ও কার্যক্ষেত্রে আমাদের সামনে দেখা দেয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তা হল সর্বপ্রথম পাওয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু এটি যেহেতু একটা **সম্পর্ক**, সেইহেতু এর দুটি দিক আছে যা **পরস্পর সংশ্লিষ্ট**। প্রত্যেকটি দিককে আলাদাভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়, তা থেকে তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় গিয়ে পৌঁছাই। বিরোধ দেখা যাবে যার সমাধান দরকার। কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোন অমূর্ত চিন্তাপ্রণালীকে বিচার করছি না, বিচার করছি বিশেষ সময়ে সংঘটিত অথবা এখনও সংঘটমান এক প্রকৃত ঘটনা-প্রবাহকে, সেইহেতু এই বিরোধগুলোও নিশ্চয় বাস্তবরূপে দেখা দিয়ে থাকবে এবং সেগুলির সম্ভবত সমাধানও মিলে থাকবে৷ সে সমাধানের প্রকৃতি অনুসরণ করে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে তা সম্পন্ন হয়েছে একটি নতুন সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার মধ্যে; সে সম্পর্কের দুই বিপরীত দিককে আবার আমাদের বিকশিত করে তুলতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের শুরু হচ্ছে **পণ্য দিয়ে**, এর শুরু উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের বিনিময় আরম্ভের মুহূর্ত থেকে, তা সে বিনিময় ব্যক্তিবিশেষ অথবা আদিম গোষ্ঠী যারাই করুক না কেন। বিনিময়ের মধ্যে যে-দ্রব্যটি এসে পড়ছে সেটাই হল পণ্য। পণ্য হল অবশ্য একমাত্র এই কারণেই যে, **বস্তুতে**, উৎপন্ন দ্রব্যে এসে যুক্ত হচ্ছে দুটি মানুষের বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যকার **সম্পর্ক**, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যেকার সম্পর্ক, যারা এক্ষেত্রে আর একই ব্যক্তিতে মিলিত নয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত পাই, যা সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে যা প্রচন্ড বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে: অর্থশাস্ত্রের বিচার্য বস্তু নয় মানুষে মানুষে সম্পর্ক, এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক; অথচ এই সম্পর্ক সর্বদাই **বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বস্তুরূপেই প্রতিভাত হয়**। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন অর্থনীতিবিদের কাছে এই অন্তঃসম্পর্কের আভাস ধরা পড়েছে সত্য, কিন্তু এটা যে সমগ্র অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন মার্কস; এর ফলে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নগুলিকেও তিনি এত সহজ ও

স্বচ্ছ করে দিলেন যে, এখন এমনকি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও তা আয়ত্ত করতে পারবে।

এখন যদি আমরা পণ্যের বিভিন্ন দিকের বিচার করি, দুই আদিম গোষ্ঠীর মধ্যকার আদিম দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম অতি কষ্টে যে-পণ্য গড়ে উঠেছিল সে-হিসেবে নয়, পণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তাকে যদি বিচার করি, তাহলে ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা আমাদের কাছে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে পড়ি অর্থতত্ত্বগত বিতর্কের ক্ষেত্রে। মধ্যযুগীয় যানবাহনের তুলনায় রেলওয়ে যতটা উন্নত, বর্তমান রূপে সংরচিত জার্মান দ্বান্দ্বিক তত্ত্বও যে প্রাচীন অগভীর অতিভাষী আধিবিদ্যক পদ্ধতির তুলনায় অন্তত ততটা উন্নত, তার উজ্জ্বল উদাহরণ পেতে চাইলে অ্যাডাম স্মিথ বা খ্যাতনামা অন্য কোন সরকারী অর্থতাত্ত্বিকের লেখা পড়ে দেখুন, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য এই ভদ্রলোকদের কাছে কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল, এদুটি জিনিসকে যথাযুক্ত পৃথক করে রাখা ও স্বকীয় নির্দিষ্টতায় আলাদা আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটিকে অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে হয়েছিল কত কঠিন; তারপর এর সঙ্গে মার্কসের লেখার স্বচ্ছ ও সহজ ব্যাখ্যার তুলনা করে দেখুন।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ব্যাখ্যা করার পর পণ্যকে উপস্থিত করা হয়েছে এই দুই মূল্যের আশু ঐক্যের রূপ হিসাবে, **বিনিময়-প্রণালীতে** এইরূপেই পণ্যের আবির্ভাব হয়। এর ফলে কী কী বিরোধ দেখা দেয় তা পরে জানতে পারা যাবে ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা* পড়লে। আমরা শুধু এটুকু উল্লেখ করি যে এই বিরোধগুলির তাৎপর্য শুধু তত্ত্বগত ও অমূর্ত ক্ষেত্রেই নয়; সেইসঙ্গে এগুলি সাক্ষাৎ বিনিময়-সম্পর্কের, সরল দ্রব্য-বিনিময়-সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্য থেকে উদ্ভূত অসুবিধাও প্রতিফলিত করছে; যে-অসম্ভাব্যতার মধ্যে বিনিময়ের এই প্রথম স্থূল রূপটির অবসান হতে বাধ্য, তাকে প্রতিফলিত করছে। সেই অসম্ভাব্যতাগুলির সমাধান হচ্ছে এই ঘটনায় যে, সমস্ত পণ্যেরই বিনিময়-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করার ধর্মটি স্থানান্তরিত হল একটি বিশেষ পণ্যের মধ্যে **মুদ্রায়**। মুদ্রা, অথবা সরল সঞ্চলন সম্বন্ধে তারপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, যথা: ১। **মূল্যের পরিমাপ** হিসেবে মুদ্রা,

---

* ক. মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'। — সম্পাঃ

এই প্রসঙ্গে মুদ্রায় মাপা মূল্য, অর্থাৎ **দামের** সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; ২। **সঞ্চলনের মাধ্যম** হিসেবে ও ৩। এই দুই সংজ্ঞার ঐক্য **আসল মুদ্রা** হিসেবে, বৈষয়িক বুর্জোয়া সম্পদের প্রতীক স্বরূপ মুদ্রা। এতেই প্রথম খণ্ডের শেষ হয়েছে। মুদ্রা কী করে পুঁজিতে পরিণত হল, তা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে।

দেখা গেল যে, এই পদ্ধতিতে যুক্তিবিদ্যাসম্মত ধারা কোনক্রমেই নিছক অমূর্ত ক্ষেত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। বিপরীতপক্ষে, এই পদ্ধতির জন্যে প্রয়োজন হয় ইতিহাস থেকে উদাহরণ এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ। তাই তেমন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্যে, যথা সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসের প্রকৃত ধারাটির এবং অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের উভয়েরই নজির দেওয়া হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিষ্কার সংজ্ঞা-নির্ধারণ গোড়া থেকেই অনুসৃত হয়েছে। তাই এক-একটা নির্দিষ্ট, কম-বেশি একতরফা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাগুলির সমালোচনা যুক্তিগত বিকাশ ধারার মধ্যেই মূলত দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ও তাদের সংক্ষেপে সূত্রাকারে উপস্থিত করাও সম্ভব।

তৃতীয় প্রবন্ধে খাস গ্রন্থটির অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব।

১৮৫৯-এর অগস্টের
প্রথমার্ধে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

৬ ও ২০ অগস্ট, ১৮৫৯
তারিখের *Das Volk*
সংবাদপত্রে ১৪ ও ১৬ নং
সংখ্যায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

পত্রাবলি

ইয়ো. ভেইডেমেয়ার সমীপে মার্কস

লন্ডন, ৫ মার্চ, ১৮৫২

...এখন আমার প্রসঙ্গ ধরলে, বর্তমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিষ্কারের, বা তাদের মধ্যে সংগ্রাম আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহুপূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক শারীরস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি তা হচ্ছে এইটে প্রমাণ করা যে, ১) **উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের** সঙ্গেই শুধু **শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব** জড়িত; ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপেই **প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে** পৌঁছয়; ৩) এই একনায়কত্বটাও হল **সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি** ও একটি **শ্রেণীহীন সমাজে** উত্তরণ মাত্র...

১৯৩৩ সালে
Jungsozialistische Blätter
পত্রিকায় পূর্ণ আকারে প্রকাশিত

শ্রুতিলিপির পাঠ
অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

লন্ডন, ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৬

... *People's Paper* পত্রিকাখানির বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পরশু একটি ছোটোখাটো ভোজসভা হয়েছিল। এবার আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কেননা মনে হয়েছিল এটা সময়োপযোগী হবে, গ্রহণ করি আরও এইজন্যে যে, দেশান্তরীদের মধ্যে **একমাত্র** আমিই ছিলাম আমন্ত্রিত (পত্রিকায় তাই ঘোষণা করা হয়), প্রথম স্বাস্থ্যপান প্রস্তাবও জোটে আমার ভাগ্যেই; ঠিক হয়েছিল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সার্বভৌমতা নিয়ে আমাকে বলতে হবে। অতএব, ইংরেজীতে ছোটো একটি বক্তৃতা করেছিলাম, যা ছাপাতে আমি চাই না।* আমার মনে মনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা সিদ্ধ হয়েছিল। যাকে আড়াই শিলিং দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছিল সেই শ্রী তলাঁদিয়ে এবং ফরাসী ও অন্যান্য দেশান্তরী দঙ্গলের বাকী সকলেই সুনিশ্চিত হয়েছে যে, আমরাই হচ্ছি চার্টিস্টদের একমাত্র 'অন্তরঙ্গ' মিত্র এবং যদিও আমরা প্রকাশ্যে জাহির করি না এবং চার্টিজমের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে দহরমমহরমটা ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি, তবু যে স্থানটি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাপ্য সে স্থানটি যে কোন সময় আবার আমরা দখল করতে পারি। এবং সেটা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এইজন্যে যে, পিয়া-র সভাপতিত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারীর সভায় **শেরটসার** নামক সেই বুড়ো জার্মান গর্দভটা এগিয়ে এসে মারাত্মক গিল্ড সংকীর্ণতায় জার্মান 'পণ্ডিতদের' ও 'বুদ্ধিজীবী কর্মীদের' চুটিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, যারা তাদের (গর্দভদের) গাছে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে এবং অন্যান্য জাতির সামনে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করতে তাদের

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ১০৪-১০৬ দ্রঃ। — সম্পাঃ

বাধ্য করেছে। প্যারিসে থাকার সময় থেকেই তো এই শেরটসারকে তুমি জানো। বন্ধু **শাপারের** সঙ্গে আরও কয়েকবার আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, দেখেছি সে অত্যন্ত অনুতপ্ত পাপী। গত দুই বছর ধরে সে যে অবসর গ্রহণ করে আছে তাতে মনে হয় যেন তার মানসিক শক্তির বাহার বেড়েছে। বুঝতেই পারছ, যে কোন বিপদ আপদে এই লোকটিকে হাতে রাখা এবং বিশেষ করে ভিলিখের কবল থেকে বাইরে রাখা সব সময়ই ভাল। শাপার এখন উইণ্ডমিল্ স্ট্রীটের (৯২) গর্দভদের প্রতি রেগে লাল হয়ে আছে!

স্টেফেনের কাছে লেখা তোমার চিঠিখানি আমি পৌঁছিয়ে দেব। লেভির চিঠিখানা ওখানে নিজের কাছে রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যেগুলি আমার কাছে ফেরত পাঠাতে বলব না, সেই চিঠিগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কাজটি করবে। চিঠিগুলি যত কম ডাকে দেওয়া হয় ততই ভাল। রাইন প্রদেশ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু দেখছি যা থেকে 'পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' গন্ধ পাওয়া যায়। পুরাতন বিপ্লবে মাইনৎসের ক্লাবিস্টদের (৯৩) যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থায় পড়তে আমরা বাধ্য হই কিনা তা বহুলাংশ নির্ভর করছে বার্লিনের ঘটনাবলি কী রূপ নেবে তার উপর। ব্যাপার তাহলে আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। রাইনের অপর পারের আমাদের সুযোগ্য বন্ধুদের সম্পর্কে তো আমরা কম ওয়াকিবহাল নই! কৃষকযুদ্ধের এক ধরনের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সহায়তা করার উপর জার্মানিতে সবকিছু নির্ভর করবে। তাহলে চমৎকার ব্যাপার হবে...

১৯২৯ সালে
ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলসের
রচনাবলি'র ২২ খণ্ডের
প্রথম সংস্করণে রুশ ভাষায়
সম্পূর্ণ প্রকাশিত

শ্রুতলিপি পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

[লণ্ডন,] ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭

...তোমার 'ফৌজ' চমৎকার হয়েছে। শুধু এর আয়তন দেখে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ, এতখানি পরিশ্রম করা তোমার পক্ষে খুব ক্ষতিকর। যদি জানতাম যে রাত্রি জেগে কাজ করতে শুরু করবে, তাহলে বরং ব্যাপারটা চুলোয় দিতেই রাজী হতাম।

উৎপাদন-শক্তি ও সমাজ-সম্পর্কের সংযোগ সম্পর্কিত আমাদের ধারণার নির্ভুলতা ফৌজের ইতিহাস থেকে যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর কিছু থেকে তত নয়। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে ফৌজ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ফৌজের মধ্যেই প্রাচীনেরা সর্বপ্রথম একটি পুরোপুরি মজুরি-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে, রোমকদের মধ্যে peculium castrense* ছিল প্রথম আইনী রূপ, যাতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিবারের পিতা ছাড়া অন্যদের অধিকারও স্বীকৃত হয়। Fabri** কর্পোরেশানের মধ্যে গিল্ড ব্যবস্থাও প্রথম দেখা দেয়। এখানেও দেখি যন্ত্রপাতির প্রথম ব্যাপক ব্যবহার। এমনকি ধাতুর বিশেষ মূল্য এবং মুদ্রারূপে তাদের ব্যবহারের ভিত্তিটার গুরুত্ব গোড়াতে সম্ভবত ছিল সামরিক -- গ্রিমের প্রস্তরযুগ শেষ হবামাত্রই। একটি শাখার মধ্যে শ্রমবিভাগও সর্বপ্রথম ফৌজেই ঘটে। বুর্জোয়া সমাজের রূপগুলির সমগ্র ইতিহাসটি এখানে আশ্চর্য স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। যদি কোনদিন সময় পাও, তবে এই দিক থেকে সমস্যাটা নিয়ে কাজ করো।

---

* ফৌজী শিবিরের সম্পত্তি। — সম্পাঃ

** ফৌজের সঙ্গে সংযুক্ত কারুশিল্পীরা। — সম্পাঃ

আমার মতে তোমার বিবরণীতে মাত্র এই কয়টি বিষয় বাদ পড়েছে: ১) প্রথম আসল ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বৃহদাকারে ও তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব কার্থেজীয়দের মধ্যে (আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে কার্থেজীয় ফৌজ সম্পর্কে বার্লিনের এক ভদ্রলোকের লেখা (৯৪) একখানি বই পড়ে দেখব। বইখানির কথা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি)। ২) পঞ্চদশ শতকে এবং ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম দিকে ইতালিতে ফৌজ ব্যবস্থার বিকাশ। রণকৌশলগত ধূর্ততা সেখানেই বেরিয়েছিল। কনডোটিয়েরের (৯৫) পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করত মেকিয়াভেলি তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন (জিনিসটা তোমার জন্যে নকল করে পাঠাব) তা অত্যন্ত কৌতুককর। (না, যখন ব্রাইটনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব — কবে? — তখন মেকিয়াভেলির বইখানি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাস এক অপূর্ব সৃষ্টি।) এবং সর্বশেষে ৩) এশীয় সামরিক ব্যবস্থা, যা প্রথমে পারসিকদের মধ্যে এবং পরে নানাভাবে পরিবর্তিত আকারে মোগল, তুর্কী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে...

১৯১৩ সালে, স্টুটগার্টে
'Der Briefwechsel
zwischen F. Engels
und K. Marx'
বইয়ের ২ খণ্ডে প্রকাশিত

মূললিপির পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী
অনুবাদের ভাষান্তর

টীকা

(১) ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ঘটনাবলির বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেখা এই **'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'** হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কসীয় রচনাগুলিরই একটি। শ্রেণী-সংগ্রাম এবং প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের তত্ত্ব, রাষ্ট্র এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব — ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই সমস্ত বুনিয়াদী নীতির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যান মার্কস দিয়েছেন এই রচনায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতি প্রলেতারিয়েতের মনোভাব সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি বিপ্লবই এই যন্ত্রটিকে চূর্ণ না করে আরও নিখুঁতই করেছে' (এই বইয়ে ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। লেনিন বলেছেন, এটা হল রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপস্থাপনা।

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস আগামী বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে কৃষককুল সংক্রান্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণ চালিয়ে গেছেন, সমাজ-জীবনে বিভিন্ন রাজনীতিক পার্টির ভূমিকা তুলে ধরেছেন, আর খুলে ধরেছেন বোনাপার্টবাদের বিশেষত্বগুলোর স্বরূপ। পৃঃ ৭

(২) **ভাঁদোম স্তম্ভ** প্যারিসে স্থাপিত হয় ১৮০৬ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে — নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিজয়গুলির উদ্দেশে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে; শত্রুর যেসব কামান হস্তগত হয়েছিল সেগুলো থেকে নেওয়া ব্রঞ্জ দিয়ে নির্মিত এই স্তম্ভের মাথায় ছিল নেপোলিয়নের প্রতিমূর্তি। ১৮৭১ সালে ১৬ মে প্যারিস কমিউনের নির্দেশে স্তম্ভটাকে ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সেটাকে পুনঃস্থাপন করে ১৮৭৫ সালে। পৃঃ ৮

(৩) J.C.L. Simonde de Sismondi. 'Etudes sur l'economie politique'. T. I. Paris, 1837, p. 35. পৃঃ ৯

(৪) **১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর** — ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতিবৈপ্লবিক কুদেতার দিন। পৃঃ ১০

(৫) **রেনেসাঁস** — পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উদ্ভবের ফলে পশ্চিম আর মধ্য ইউরোপের কিছু দেশে সাংস্কৃতিক এবং ভাবাদর্শগত বিকাশ ঘটে। এই সময়ে শিল্প এবং বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ঘটে; প্রাচীন জগতের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগে (এ থেকেই এই কালের নাম)। পৃঃ ১০

(৬) দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১১

(৭) **১৭৯৩-১৭৯৫ সালের 'পর্বত'** — অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে কনভেনশনের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক উপদল।

১৮৪৮-১৮৫১ সালের মধ্যে ফ্রান্সের সংবিধান আর বিধান-সভায় একটি পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক উপদলের আখ্যা হল **'পর্বত'**। পৃঃ ১২

(৮) **ব্রুমেয়ার** — ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকায় একটা মাসের নাম। আঠারোই ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর), ১৭৯৯ — এই দিনে সংঘটিত কুদেতার ফলে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হয়। 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণ' বলতে মার্কস বোঝাচ্ছেন ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা। পৃঃ ১২

(৯) **বেড্‌লাম্‌** — ইংলণ্ডে একটা পাগলাগারদ। পৃঃ ১৪

(১০) ১৮৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর গণভোটে লুই বোনাপার্ট ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পৃঃ ১৫

(১১) **'মিশরের মাংসের হাঁড়ির জন্যে আপসোস'** কথাটা নেওয়া হয়েছে বাইবেলের একটা কাহিনী থেকে; তাতে আছে, মিশর থেকে ইহুদীদের ব্যাপক প্রস্থানের সময়ে তাদের মধ্যে কিছুটা ভীরু লোকেরা আপসোস করে বলত, পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে তখনকার ক্লেশস্বীকার করার চেয়ে মিশরে মাংসের ডেগের ধারে বসে মরাই ছিল ভাল। পৃঃ ১৫

(১২) **ফেব্রুয়ারি বিপ্লব** — ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি দিনের বিপ্লব, তাতে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের ঘোষণা হয়। পৃঃ ১৫

(১৩) Hic Rhodus, hic salta! (এই তো রোড্‌স্‌, এখানে লাফ দাও!) — কথাটা নেওয়া হয়েছে একজন চালিয়াত সম্বন্ধে ঈশপের একটা উপাখ্যান থেকে, সে বলেছিল একবার সে রোড্‌স্‌-এ একটা অসাধারণ লাফ দিয়েছিল, তার জন্যে সে সাক্ষী-সাবুদ হাজির করতে পারে, তার জবাবে বলা হয়েছিল, 'কথাটা সত্যি হলে

সাক্ষী-সাবুদের কথা কেন? এই তো রোড্‌স্‌, এখানে লাফ দাও!' অর্থাৎ কিনা, 'কী করতে পারো তা দেখিয়ে দাও এই এখানেই!'

এই তো গোলাপফুল, এখানে নৃত্য করো! — আগেকার উদ্ধৃতিটার শব্দান্তরিত বয়ান (রোড্‌স্‌ একটা দ্বীপের নাম, গ্রীক ভাষায় শব্দটার আর একটা অর্থ 'গোলাপফুল'), কথাটাকে হেগেল ব্যবহার করেন তাঁর 'Grundlinien der Philosophie des Rechts' ('অধিকার সংক্রান্ত দর্শনের মূলনীতিসমূহ')-এর ভূমিকায়। পৃঃ ১৬

(১৪) ১৮৪৮ সালের ফরাসী সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হত চার বছর অন্তর-অন্তর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে লুই বোনাপার্টের মেয়াদ ফুরিয়েছিল ১৮৫২ সালের মে মাসে। পৃঃ ১৭

(১৫) **চিলিয়াস্টরা** (গ্রীক শব্দ 'চিলিয়াস' থেকে, শব্দটার অর্থ — হাজার) — খ্রীষ্ট দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হবেন, প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর 'সহস্র বছরের রাজত্বের স্বর্ণযুগ', তখন হবে ন্যায়, বিশ্বজনীন সমতা আর সমৃদ্ধির চূড়ান্ত বিজয়, এই মর্মে একটা অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মমতের প্রচারকেরা। পৃঃ ১৭

(১৬) In partibus infidelium (ঢিলেঢালা অর্থে — 'অধর্মীদের দেশে') — অখ্রীষ্টীয় দেশে নিছক নামে-মাত্র ডায়োসিস-এ নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের উপাধিতে একটা অতিরিক্ত সংযোজন। কোনো দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে বিদেশে গঠিত প্রবাসী সরকারের আখ্যা হিসেবে মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের বিভিন্ন রচনায় কথাটা বারবার ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ১৭

(১৭) **ক্যাপিটোল** — রোম্‌-এ একটা টিলার নাম, একটা সুরক্ষিত নগরদুর্গ — সেখানে গড়া হয়েছিল জুপিটার, জুনো এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির। একটা উপাখ্যানে আছে, ৩৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গলদের একটা আক্রমণ থেকে রোম্‌ রক্ষা পেয়েছিল শুধু জুনোর মন্দির থেকে হাঁসগুলোর প্যাঁকপ্যাঁকানির কল্যাণে, — ক্যাপিটোলে ঘুমন্ত রক্ষীরা জেগে উঠেছিল সেই আওয়াজের দরুন। পৃঃ ১৭

(১৮) তথাকথিত 'আফ্রিকানেরা' বা 'আলজেরীয়দের' সম্বন্ধে উল্লেখ। স্বাধীনতার সংগ্রামরত উপজাতির বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে যে ফরাসী জেনারেল এবং অফিসাররা নিজেদের কর্মজীবন গড়ে তোলে তাদের নাম। সংবিধান-সভায় আফ্রিকার জেনারেলরা কাভেনিয়াক, লামোরিসিয়ের আর বেদো প্রজাতন্ত্রীদের উপদলের নেতৃত্বে দাঁড়িয়েছিলেন। পৃঃ ১৭

(১৯) **রাজবংশবিরোধী তরফ** — জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে ফরাসী প্রতিনিধিদের কক্ষে ওদিলোঁ বারোর নেতৃত্বে একটি দল। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের উদারনৈতিক

বুর্জোয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে নরমপন্থী নির্বাচন সংস্কারের জন্যে তারা দাঁড়িয়েছিল, কেননা সেই সংস্কারে তারা দেখেছিল বিপ্লবের বিরোধিতা করা এবং অর্লিয়ান্সবংশ বজায় রাখার উপকরণ। পৃঃ ১৯

(২০) **জুলাই রাজতন্ত্র** — লুই ফিলিপের একটা রাজত্বকাল (১৮৩০-১৮৪৮) — নামটা আসে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব থেকে। পৃঃ ২০

(২১) **১৮৪৮ সালে ১৫ মে** একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক এবং হস্তশিল্পীরা সংবিধান-সভার অধিবেশন চলাকালে সেই হল্-ঘরে ঢুকে পড়ে সভা ভেঙে দেওয়া হল বলে ঘোষণা করে গড়েছিল একটি বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যদলগুলি বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছিল অচিরেই। ব্লাঙ্কি, বার্বে, আলবের, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন। পৃঃ ২০

(২২) রোমক ইতিহাসবিদ এ. কেসারিইস্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ৩১২ সালে সম্রাট ১ম কনস্তান্তিন মাক্‌সেনৎস-এর নিধনের প্রাক্কালে নাকি আকাশে একটি ক্রুসচিহ্ন দেখেছিলেন, যার উপর লেখা ছিল: 'জয়ী হইবে'। পৃঃ ২৩

(২৩) দেলফায় আপোলোর মন্দিরের পরিচারিকা আর ভবিষ্যদ্বক্তা পিথিয়া বিশেষ এক তেপায়া থেকে নিজ ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন। পৃঃ ২৩

(২৪) *Le National* ('জাতীয় পত্রিকা') — ১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক; নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিরা ছিলেন মারাস্ত, বাস্তিদ এবং গার্নিয়ে-পাজেস্।

Journal des Débats politiques et littéraires ('রাজনীতিক-সাহিত্যিক আলোচনা পত্রিকা') — ১৭৮৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে সরকারী পত্রিকা, অর্লিয়ান্সী বুর্জোয়াদের মুখপত্র। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় পত্রিকাটি প্রতিবিপ্লবিক বুর্জোয়াদের তথাকথিত শৃঙ্খলা পার্টির অভিমত প্রকাশ করে। পৃঃ ২৪

(২৫) ১৭৯২ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র। পৃঃ ২৪

(২৬) **ভিয়েনা সন্ধিচুক্তি** — নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রাহী দেশগুলির ১৮১৫ সালে মে-জুন মাসে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি। পৃঃ ২৪

(২৭) **নিয়মতান্ত্রিক সনদ** — ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরে এটা গৃহীত হয়; এটা ছিল জুলাই রাজতন্ত্রের বুনিয়াদী বিধান। পৃঃ ২৬

(২৮) **ক্লিশি** — ১৮২৬-১৮৬৭ সালে ফ্রান্সে দেনদারদের জেলখানা। পৃঃ ২৯

(২৯) **প্রিটোরীয় বাহিনী** — প্রাচীন রোম-এ জেনারেল কিংবা সম্রাটের দেহরক্ষিদল, তাদের ভরণপোষণ করত সংশ্লিষ্ট জেনারেল কিংবা সম্রাট, তারা নানা রকম বিশেষ সুবিধা পেত। তারা সবসময়ে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে শামিল হত এবং কখনও কখনও নিজেদের দৃঢ় সমর্থকদের সিংহাসনে বসাত। এখানে ১০ ডিসেম্বর সমিতির পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে (এজন্যে এই বইয়ের পৃঃ ৭১-৭৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩২

(৩০) ১৮৪৯ সালের মে-জুলাই মাসে রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেপ্‌ল্‌স্‌ আর অস্ট্রিয়া রাজ্যের যুক্ত অংশগ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩২

(৩১) লুই বোনাপার্টের জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা বলছেন মার্কস: ১৮৩২ সালে লুই বোনাপার্ট থুর্গাউ ক্যান্টনে সুইস্‌ নাগরিক হন; ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনে থাকবার সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন স্পেশ্যাল কনস্টব্‌ল বাহিনীতে (সিভিলিয়ানদের নিয়ে গড়া রিজার্ভ পুলিস)। পৃঃ ৩২

(৩২) **১৮১৪-১৮৩০ সালের পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের আমল** — ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজত্বের কালপর্যায়। অভিজাতকুল এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থসমর্থক বুরবোঁদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজ উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ৩৩

(৩৩) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসী বুর্জোয়াদের রাজতান্ত্রিক পার্টি-দুটোর কথা বলা হচ্ছে: লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী।

লেজিটিমিস্টরা — ১৮৩০ সালে উৎখাত 'বৈধ' বুরবোঁ রাজবংশের অনুগামীরা, এরা ছিল বৃহৎ ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের স্বার্থের প্রতিনিধি। অর্লিয়ান্স রাজবংশ নির্ভর করত ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর; এই বংশের রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৮) এটার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টরা সোশ্যাল-বক্তৃতাবাগীশি চালাত এবং বুর্জোয়াদের শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের স্বার্থরক্ষী বলে নিজেদের জাহির করত।

অর্লিয়ান্সী — বুরবোঁ রাজবংশের কোনো কনিষ্ঠ পুত্রের শাখা-বংশ অর্লিয়ান্স কুলের সমর্থকেরা; অর্লিয়ান্স বংশ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে, সেটা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। অর্লিয়ান্সীরা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে (১৮৪৮-১৮৫১) লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সী হয়েছিল সম্মিলিত রক্ষণপন্থী শৃঙ্খলা পার্টির কোষকেন্দ্র। পৃঃ ৩৩

(৩৪) কালিগুলো — একজন রোমক সম্রাট (৩৭-৪১) — তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল প্রীটোরীয় বাহিনী। পৃঃ ৩৬

(৩৫) *Le Moniteur universel* ('সর্বজনীন অগ্রদূত') — ফরাসী দৈনিক, সরকারী মুখপত্র, ১৭৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। সরকারী ডিক্রি, পার্লামেণ্টের বিবরণী এবং অন্যান্য সরকারী দলিলপত্রের প্রকাশনা তাতে আবশ্যিক ছিল। ১৮৪৮ সালে পত্রিকাটি লুক্সেমবুর্গ কমিশনের বৈঠকগুলির রিপোর্টও প্রকাশ করেছিল। পৃঃ ৩৭

(৩৬) বিধান-সভার কোয়েস্টররা ছিল অর্থনৈতিক আর আর্থিক বিষয়াবলি এবং নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটিদের আখ্যা (রোমক কোয়েস্টরদের অনুরূপ)। জাতীয় সভার অধ্যক্ষের সরাসর সৈন্য তলব করার অধিকার মঞ্জুর করার বিল্-এর কথা এখানে বলা হচ্ছে; লা ফ্লো বাজ এবং পানা, এই রাজতন্ত্রী কোয়েস্টররা ঐ বিল্ পেশ করেন ১৮৫১ সালের ৬ নভেম্বরে; গরম-গরম বিতর্কের পরে বিল্টা বাতিল হয় ১৭ নভেম্বরে। পৃঃ ৩৮

(৩৭) **নিয়মতন্ত্রীরা** — নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীরা, বৃহৎ বুর্জোয়া আর উদারনৈতিক অভিজাতবর্গের প্রতিনিধি যারা রাজ্যশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

জিরণ্ডিন — ১৮ শতাব্দীর শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক উপদল। জিরণ্ডিনরা নরমপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থ সমর্থন করে, তারা বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল, রাজতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি-রফা করার পথে চলেছিল। নামাঙ্কিত হল জিরণ্ড জেলা থেকে, সংবিধান-সভায় এবং কনভেন্শনে যার প্রতিনিধি হিসেবে ছিল এই উপদলের নেতৃবৃন্দ।

জ্যাকবিন — ১৮ শতাব্দীর শেষের দিককার বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে একটি রাজনৈতিক উপদল। ফরাসী বুর্জোয়াদের বামপন্থী পক্ষের প্রতিনিধিরা, সামন্ততন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে এবং অবিচলিতভাবে সমর্থন করে। পৃঃ ৩৮

(৩৮) ১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিলে প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপ করার' দাবির একখানা আর্জি পেশ করতে যাচ্ছিল সাময়িক সরকারের কাছে; মিছিলটাকে থামিয়ে দিয়েছিল

বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল — তাদের বিশেষভাবে জড় করা হয়েছিল এইজন্যেই।
পৃঃ ৩৯

(৩৯) **ফ্রোন্দ্** — ১৬৪৮-১৬৫৩ সালে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী অভিজাতবর্গ এবং বুর্জোয়াদের একটা আন্দোলন। অভিজাতদের মধ্য থেকে এই আন্দোলনের নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নির্ভর করেছিল তাদের সামন্ত আর বৈদেশিক সৈন্যদের উপর, তাছাড়া কাজে লাগিয়েছিল বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ এবং শহরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। পৃঃ ৪০

(৪০) **ফ্রিজীয় উষ্ণীষ** — লাল টুপি — প্রাচীন ফ্রিজীয়দের শিরোভূষণ। অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় তা জ্যাকবিনদের মাথার টুপি হিসেবে গৃহীত হয় এবং সেই থেকে তা হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার প্রতীক। পৃঃ ৪০

(৪১) **পদ্মফুল** — বুরবোঁ রাজবংশের একটা কুল-প্রতীকচিহ্ন। পৃঃ ৪০

(৪২) **এম্স্** — পশ্চিম জার্মানির নগর। আগে এখানে কাউণ্ট শাঁবরের একটা স্থায়ী আবাস ছিল। কাউণ্ট শাঁবর বুরবোঁ জ্যেষ্ঠ বংশ থেকে ফরাসী সিংহাসনের প্রার্থী হিসেবে ছিলেন।

ক্ল্যারমণ্ট — লণ্ডনের নিকটবর্তী একটি কেল্লা, ফ্রান্স থেকে পলায়নের পর লুই ফিলিপ এখানে বাস করতেন। পৃঃ ৪৭

(৪৩) **বুর্জে**-তে ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের ১৫ মে-র ঘটনাবলিতে যোগদানকারীদের মোকদ্দমা চলেছিল (টিকা নং ২১ দ্রঃ)। বার্বে সারা জীবনের জন্যে, ব্লাঙ্কি দশ বছরের জন্যে কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আলবের, দ্য ফ্লত, সোব্রিয়ে, রাস্পাই আর অন্যান্যেরা বিভিন্ন মেয়াদের জন্যে দণ্ডিত হয়েছিলেন। পৃঃ ৪৮

(৪৪) **জেরিকো** — বাইবেলের কথা অনুসারে প্যালেস্টাইন বিজয়কালে ইহুদিরা প্রথম এই নগরটি অধিকার করে, নগরের দেয়াল নাকি অবরোধকারীদের শিঙার আওয়াজে ভেঙে পড়ে। পৃঃ ৪৯

(৪৫) লুই বোনাপার্ট আশা করেছিলেন পোপ ৯ম পায়াস তাঁকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবেন -- সেই পরিকল্পনার পরোক্ষ উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। বাইবেলের কিংবদন্তিতে আছে, ইস্রায়েলের রাজা ডেভিডকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন পয়গম্বর স্যামুয়েল। পৃঃ ৫৪

(৪৬) মোরাভিয়ায় অস্টারলিত্স-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮০৫ সালে ২ ডিসেম্বর (২০

নভেম্বর) — এই যুদ্ধে রুশ-অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ১ম নেপোলিয়ন বিজয়ী হন। পৃঃ ৫৪

(৪৭) ১৮৩৯ সালে প্যারিসে প্রকাশিত লুই বোনাপার্টের বই 'Des idées napoleoniennes' ('নেপোলিয়নীয় ধারণাসমূহ')-এর পরোক্ষ উল্লেখ। পৃঃ ৬০

(৪৮) **বারগ্রেভ-রা** (Burgraves) — নতুন নির্বাচনী আইনের মুসাবিদা করার জন্যে বিধান-সভার কমিশনের ১৭ জন নেতৃস্থানীয় অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টের ক্ষমতার জন্যে অসমর্থনীয় দাবি এবং প্রতিক্রিয়াশীল দূরাকাঙ্ক্ষার দরুন তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটা নেওয়া হয় ভিক্তর হ্যুগোর ঐ একই নামের ঐতিহাসিক নাটক থেকে। এই নাটকের ঘটনাস্থল হল মধ্যযুগীয় জার্মানি, সেখানে এক-একটা 'বার্গ' (সুরক্ষিত শহর কিংবা দুর্গ)-এর শাসকের উপাধি ছিল বার্গ-গ্রাফ্, তাকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। পৃঃ ৬৫

(৪৯) ১৮৫০ সালের জুলাই মাসে বিধান-সভার পাস করা মুদ্রণ আইনে সংবাদপত্র প্রকাশকদের দেয় জামানতের পরিমাণ বেশ কিছুটা বাড়ান হয়, আর পুস্তিকার উপরও একটা মুদ্রাঙ্কন শুল্ক ধার্য করা হয়। পৃঃ ৬৭

(৫০) ***National*** পত্রিকা সম্বন্ধে ২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

La Presse ('সংবাদপত্র') — ১৮৩৬ সাল থেকে থেকে প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা; জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে পত্রিকাটি ছিল প্রতিপক্ষীয়; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের এবং পরে বোনাপার্টপন্থীদের মুখপত্র। পৃঃ ৬৭

(৫১) **লাজারোনি** (Lazzaroni) — ইতালিতে শ্রেণীচ্যুত লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের আখ্যা; উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লাজারোনিদের বারবার ব্যবহার করেছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজতন্ত্রীরা। পৃঃ ৭২

(৫২) লুই বোনাপার্টের জীবনের নিম্নলিখিত দুটো ঘটনার কথা বলা হচ্ছে: ১৮৩৬ সালে ৩০ অক্টোবর তিনি দুটো গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সাহায্যে স্ট্রাসবুর্গে একটা বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র করা হয়, আর লুই বোনাপার্টকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হয় আমেরিকায়। ১৮৪০ সালে ৬ অগস্ট আবার তিনি বুলোন্-এ স্থানীয় গ্যারিসনের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ উসকাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তাঁর উপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়, কিন্তু তিনি পালিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান ১৮৪৬ সালে

পৃঃ ৭২

(৫৩) **ইলিজে কাগজগুলি** — বোনাপার্টপন্থী মতধারার পত্র-পত্রিকা; রাষ্ট্রপতি হিসেবে লুই বোনাপার্টের প্যারিসের বসতস্থল ইলিজে প্রাসাদের নামানুসারে। পৃঃ ৭৬

(৫৪) 'Lied an die Freude' ('Ode to Joy', 'আনন্দ-গাথা') কবিতার একটা চরণে শিলার আনন্দকে 'ইলিশিয়ামের দুহিতা' বলে কীর্তিত করেছেন, সেটাকে মার্কস উল্লেখ করছেন শব্দের খেলায়। ক্ল্যাসিকাল পুরাণে ইলিশিয়াম বা ইলিশিয়ান প্রান্তর হল স্বর্গের সমতুল। প্যারিসে যে বীথিকায় লুই বোনাপার্টের বসস্থান ছিল সেটারও নাম সাঁজ ইলিজে (ইলিশিয়ান প্রান্তর)। পৃঃ ৮১

(৫৫) ১৮ শতকের শেষভাগের বুর্জোয়া বিপ্লবের আগে পার্লামেণ্ট ছিল ফ্রান্সে সর্বোচ্চ বিধানতান্ত্রিক সংস্থা। এইসব সংস্থায় রাজকীয় ফরমান নিবন্ধভুক্ত হত, আর সেগুলির ছিল তথাকথিত বিধিমত আপত্তির অধিকার, অর্থাৎ কোন ফরমানে দেশের প্রথা এবং বিধান লঙ্ঘিত হলে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। পৃঃ ৮৬

(৫৬) **বেল্ ইল্** (Belle Isle) — বিস্কে উপসাগরে একটা দ্বীপ; রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার জায়গা। পৃঃ ৮৯

(৫৭) গ্রীক লেখক আথেনাউস-এর (২-৩ শতাব্দী) 'Deipnosophistae' ('খানা-মেজের দার্শনিকেরা'। বইয়ে বিবৃত একটা কাহিনীকে মার্কস এখানে শব্দান্তরিত করেছেন। প্রাচীন স্পার্টার রাজা এজেসিলেস সৈন্যদল নিয়ে গিয়েছিলেন মিশরের ফেয়ারো তাকোস-কে সাহায্য করতে, তাঁর দৈহিক খর্বতার উল্লেখ করে ফেয়ারো বলেছিলেন: 'পর্বতের তখন প্রসববেদনা। জিউস ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু পর্বত প্রসব করল একটা মূষিক।' এজেসিলেস তাঁর জবাবে বলেছিলেন: 'এখন আমাকে তোমার মনে হচ্ছে মূষিক মাত্র, কিন্তু সময় আসবে যখন তোমার মনে হবে আমি একটা সিংহ।' পৃঃ ৯২

(৫৮) *L'Assemblée nationale* ('জাতীয় সভা') — রাজতান্ত্রিক লেজিটিমিস্ট মতধারার ফরাসী দৈনিক পত্রিকা; ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী, এই দুই রাজবংশীয় পার্টির সম্মিলনী সমর্থন করেছিল ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল অবধি। পৃঃ ৯৫

(৫৯) ফরাসী সিংহাসনে লেজিটিমিস্ট দাবিদার শাঁবর-এর কাউণ্ট উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বাস করতেন ভেনিস-এ। পৃঃ ৯৫

(৬০) ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল অবধি পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের কালপর্যায়ে

লেজিটিমিস্টদের শিবিরে কর্মকৌশলগত মতবিরোধের কথা বলা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাবলি একটু সাবধান হয়ে চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন ১৮শ লুই-র সমর্থক ছিলেন, আর ১৮২৪ সাল থেকে রাজা ১০ম চার্লস — কাউন্ট দ্য'আর্তুয়া-এর অনুগামী পলিনিয়াক প্রাক্‌বৈপ্লবিক শাসনের নিরঙ্কুশ পুনঃপ্রবর্তনের ওকালতি করেছিলেন।

প্যারিসে **টুইলেরিস প্রাসাদ** ছিল ১৮শ লুই-র বাসস্থান; পুনঃস্থাপিত রাজতন্ত্রের আমলে কাউন্ট দ্য'আর্তুয়া থাকতেন ঐ প্রাসাদের **মার্সাঁ-র প্যাভিলিয়ন (Pavilion Marsan)** পার্শ্বভাগে। পৃঃ ৯৭

(৬১) *The Economist* – একটা ইংরেজী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা, বৃহৎ শিল্প বুর্জোয়াদের মুখপত্র; ১৮৪৩ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃঃ ১০০

(৬২) প্রথম আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে মে-অক্টোবর মাসে। পৃঃ ১০৫

(৬৩) **জাক্‌রি** — 'জাক্‌' শব্দ থেকে ফরাসী কৃষকদের কুনাম; ভিন্ন অর্থে — কৃষকদের অভ্যুত্থান। পৃঃ ১০৮

(৬৪) *Le Messager de l'Assemblée* – ('সভার দূত')। ১৮৫১ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত বোনাপার্টবিরোধী ফরাসী দৈনিক। পৃঃ ১০৮

(৬৫) **দীর্ঘ পার্লামেন্ট** (Long Parliament) (১৬৪০-১৬৫৩) — বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হবার সময়ে রাজা ১ম চার্লসের আহূত ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট; এটা হয়েছিল বিধান সংস্থা। ১৬৪৯ সালে এই পার্লামেন্ট ১ম চার্লসের উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় এবং ইংলণ্ডকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। ১৬৫৩ সালে ক্রমওয়েল এই পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। পৃঃ ১১৩

(৬৬) **সেভেন্‌** — ফ্রান্সে লাঙেদোক প্রদেশের একটা পার্বত্য অঞ্চল, এখানে একটা কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৭০২-১৭০৫ সালে। প্রটেস্টান্টদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ হিসেবে শুরু হয়ে এই বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল খোলাখুলি সামন্ততন্ত্রবিরোধী। পৃঃ ১২৩

(৬৭) **ভাঁদে** — আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে ফ্রান্সের এই অঞ্চলটি প্রতিবিপ্লবের একটি কেন্দ্র ছিল। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবীরা ক্যাথলিক যাজকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং পশ্চাৎপদ ভাঁদে-র কৃষকদের কাজে লাগায়। পৃঃ ১২৩

(৬৮) **কনস্টান্সের কাউন্সিল** (১৪১৪-১৪১৮) বসান হয়েছিল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হবার সময়ে ক্যাথলিক চার্চের দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থা থেকে সেটাকে সবল করে তোলার জন্যে। পৃঃ ১২৯

(৬৯) **'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীরা'** — ১৯ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জার্মানিব্যাপী বিশেষত পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার প্রতিনিধিরা। তারা সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ নয়, প্রেম আর ভ্রাতৃত্বের ভাবপ্রবণতার প্রচলন বেশি পছন্দ করত এবং জার্মানিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন অস্বীকার করত। পৃঃ ১৩০

(৭০) ফ্রান্সে ১৫শ লুই-র নাবালক অবস্থায় ১৭১৫ থেকে ১৭২৩ সাল অবধি সময়ে ফিলিপ দ্য অর্লিয়ান্সের রাজ-প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৩

(৭১) **ট্রিভস-এর পবিত্র পরিচ্ছদ** — ট্রিভস-এ ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে প্রদর্শিত একটা 'পবিত্র' স্মৃতিচিহ্ন। বলা হয় এটা খ্রীষ্টের একটা পোশাক, যা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময়ে খুলে ফেলা হয়েছিল। পৃঃ ১৩৩

(৭২) ১৮৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল চার্টিস্ট *People's Paper* ('জনগণের সংবাদপত্র')-এর চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় মার্কস প্রথম বক্তা হবার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে প্রলেতারিয়েতের পৃথিবীজোড়া ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। চার্টিস্টদের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের সংসর্গ, ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের উপর ভাবাদর্শগত প্রভাব খাটাবার জন্যে এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন পুনঃপ্রবর্তন করতে চার্টিস্ট নেতাদের সাহায্য করার জন্যে তাঁদের প্রবল ইচ্ছার একটি লক্ষণীয় নিদর্শন হল ঐ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মার্কসের অংশগ্রহণ।

The People's Paper — ১৮৫২ সালের মে থেকে ১৮৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত লণ্ডনে প্রকাশিত চার্টিস্ট সাপ্তাহিক। ১৮৫২ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা দেন এবং সম্পাদকীয় কাজকর্মেও সাহায্য করেন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে পত্রিকাটি বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। পৃঃ ১৩৪

(৭৩) মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র সৃষ্টির কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হল মার্কসের **'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'** বইখানি। বইখানা লেখা শুরু করার আগে মার্কস গবেষণা করেছিলেন পনর বছর ধরে, ঐ সময়ে তিনি বিপুল পরিমাণ সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং রচনা করেন নিজ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তি। মার্কস তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলিকে অর্থবিদ্যা বিষয়ে একটা মুখ্য রচনায় তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন। মালমশলা সুসংবদ্ধ করা এবং রচনার প্রথম কাঁচা

খসড়া লেখার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন ১৮৫৭ সালের অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে। তার পরের মাসগুলিতে মার্কস বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ভবিষ্য রচনাটিকে ভাগে-ভাগে পৃথক পৃথক সংখ্যায় প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। বার্লিনের জনৈক প্রকাশক ফ. ডুঙ্কের-এর সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি করে মার্কস প্রথম ভাগটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন, সেটা ছাপা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের জুন মাসে।

প্রথম ভাগের একটু পরেই মার্কস দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন, তাতে আলোচনা থাকত পুঁজি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী গবেষণার ফলে মার্কস মূল পরিকল্পনা বদলে ফেলেন। পরিকল্পিত প্রবন্ধগুলির বদলে তিনি লিখলেন 'পুঁজি', সেটার মধ্যে তিনি সংশোধিত আকারে অন্তর্ভুক্ত করলেন 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' বইয়ের মূল ভাবগুলিকে। পৃঃ ১৩৭

(৭৪) মার্কস অর্থবিদ্যা সম্পর্কে নিজ মুখ্য রচনার যে ভূমিকা লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন সেই অসমাপ্ত ভূমিকার কথা এখানে বলা হয়েছে (৭৩ নং টীকা দ্রঃ)। পৃঃ ১৩৭

(৭৫) *Rheinische Zeitung* (পূর্ণ নাম হল *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe)* ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্প সম্বন্ধে রাইনীয় সংবাদপত্র') —১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ অবধি কলোনে প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাস থেকে মার্কস এই সংবাদপত্রে সহযোগ করেন; ঐ বছরের অক্টোবর মাস থেকে এর অন্যতম সম্পাদক হন। পৃঃ ১৩৮

(৭৬) *Allgemeine Zeitung* ('সর্বজনীন পত্রিকা') — প্রতিক্রিয়াপন্থী জার্মান দৈনিক; এটার প্রকাশনা শুরু হয়েছিল ১৭৯৮ সালে। ১৮১০ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এটা প্রকাশিত হয় অগ্‌স্‌বুর্গে। ১৮৪২ সালে এতে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে ইউটোপীয় কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রের ভাব-ধারণাকে বিকৃত করা হয়। ঐ অপচেষ্টাটাকে মার্কস ধরিয়ে দিয়েছিলেন 'Der Kommunismus und die Augsburger *Allgemeine Zeitung*' ('কমিউনিজম এবং অগ্‌স্‌বুর্গের 'সর্বজনীন পত্রিকা'') প্রবন্ধে। পৃঃ ১৩৮

(৭৭) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী ঘটনা-বিবরণী') — কার্ল মার্কস এবং আর্নল্ড রুগে-র সম্পাদিত এবং জার্মান ভাষায় প্যারিসে প্রকাশিত পত্রিকা। শুধু প্রথম ডবল সংখ্যা বেরিয়েছিল (১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে)। তাতে ছিল কার্ল মার্কসের দুটো প্রবন্ধ — 'Zur Judenfrage ('ইহুদি সংক্রান্ত প্রশ্নে') এবং 'Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung' ('আইন সংক্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায় অবদান'), আর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের দুটো প্রবন্ধ — 'Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie' ('অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার রূপরেখা') এবং 'Die Lage Englands. 'Past and Present' by Thomas Carlyle, London, 1843' ('ইংলন্ডের অবস্থিতি। টমাস কার্লাইলের 'অতীত এবং বর্তমান', লন্ডন, ১৮৪৩')। বস্তুবাদে এবং কমিউনিজমে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চূড়ান্ত উত্তরণ সূচিত হয় এইসব রচনায়। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রধানত মার্কস এবং রুগে-র মধ্যে বুনিয়াদী মতবিরোধের ফলে; রুগে ছিলেন বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল। পৃঃ ১০৯

(৭৮) **জার্মান শ্রমিক সমিতি** — তার প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস আর এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালের অগস্টের শেষে, লক্ষ্য ছিল বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটান, আর তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রচার। মার্কস, এঙ্গেলস আর তাঁদের সহকর্মীদের নেতৃত্বে এই সমিতি বেলজিয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের সংঘবদ্ধ করার একটি আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমিতির সেরা লোকগুলি ব্রাসেল্‌স্ কমিউনিস্ট সংঘে যোগ দেন। ব্রাসেল্‌সের জার্মান শ্রমিক সমিতির সভ্যদের গ্রেপ্তার ও বেলজিয়ম থেকে নির্বাসনের ফলে এ সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কিছু পরে। পৃঃ ১৪২

(৭৯) *Neue Rheinische Zeitung.* Organ der Demokratie —১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে অবধি কলোন-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; এর মুখ্য সম্পাদক ছিলেন মার্কস, আর এঙ্গেলস ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য। পৃঃ ১৪২

(৮০) *New York Daily Tribune* – ১৮৪১-১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র। ১৮৫১ সালের অগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস এই পত্রিকায় লেখা দিতেন। পৃঃ ১৪২

(৮১) প্রবন্ধটা হল মার্কসের 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' বইয়ের একটা পর্যালোচনা। এঙ্গেলস বলেন, এটা হল প্রলেতারিয়ান পার্টির একটা অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্য এবং প্রলেতারিয়েতের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। প্রকাশিত হয়েছিল শুধু প্রথম দুটো ভাগ। তৃতীয় ভাগে এঙ্গেলস বইখানার অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় বলে সেটা ছেপে বেরয় নি; তৃতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। পৃঃ ১৪৪

(৮২) **ধর্ম-সংস্কার** (Reformation) – ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে সামাজিক গণ-আন্দোলন; ১৬ শতকে এতে জড়িত হয়েছিল ইউরোপের অনেক দেশ। সেগুলির বেশির ভাগ দেশে পাশাপাশি ঘটেছিল তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। জার্মানিতে ১৫২৪-১৫২৫ সালের কৃষকসমর চালান হয়েছিল ধর্ম-সংস্কারের ভাবাদর্শগত পতাকাতলে। পৃঃ ১৪৪

(৮৩) **তিশ বছরের যুদ্ধ** (১৬১৮-১৬৪৮) — প্রটেস্টান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে চিরপ্রতিকূলতার দরুন সংঘটিত সর্বাত্মক ইউরোপীয় যুদ্ধ। জার্মানি ছিল লড়াইয়ের মুখ্য কেন্দ্র; বিস্তর সামরিক লুণ্ঠন এবং যুধ্যমান শক্তিগুলির সম্প্রসারণ-কামনার লক্ষ্যস্থল হয়েছিল জার্মানি। পৃঃ ১৪৪

(৮৪) ১৪৭৭ থেকে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত হল্যান্ড ছিল 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের' একটা অংশ। সাম্রাজ্যটা ভেঙে পড়লে দেশটিকে স্পেনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ষোল শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষের দিক হল্যান্ড স্পেনীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্বতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। পৃঃ ১৪৪

(৮৫) **শুল্ক-ইউনিয়ন** — ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে প্রায় সমস্ত জার্মান রাজ্য একত্রিত হয়। সাধারণ শুল্ক — পরিসীমা স্থাপন করে সেটা ভবিষ্যতে জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্যের সহায়ক ছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৬) **মহাদেশীয় পদ্ধতি** বা ইউরোপের মূলভূমির অবরোধ ঘোষণা করেছিলেন ১ম নেপোলিয়ন ১৮০৬ সালে; তাতে ইউরোপের মূলভূমির দেশগুলি এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮১২ সালে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে সেটাকে বাতিল করা হয়েছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৭) **অবাধ-বাণিজ্যবাদীরা** — অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতীরা। ইংলন্ডে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে তারা একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল হিসেবে ছিল। পৃঃ ১৪৫

(৮৮) **ক্যামেরালিস্‌টিকস্‌ বা সরকারী, বারোয়ারি কাজকর্ম সংক্রান্ত বিদ্যা** (Cameralistics or cameral sciences) – কোন কোন ইউরোপীয় দেশের মধ্যযুগীয় এবং পরে বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও প্রশাসনিক, আর্থ, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের পাঠ্যধারা। পৃঃ ১৪৬

(৮৯) *Das Volk* ('জনগণ') — মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগে ১৮৫৯ সালের ৭ মে থেকে ২০ অগস্ট অবধি লন্ডনে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক; জুলাই মাসের গোড়ার দিকে মার্কস কার্যত হন পত্রিকাটির সম্পাদক। পৃঃ ১৪৬

(৯০) ঊনিশ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে যেসব দক্ষিণপন্থী হেগেলবাদী জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু 'চেয়ার'-এ অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং নিজেদের অবস্থিতিটাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল মতধারার প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ চালাতেন, তাঁদের সম্বন্ধে পরোক্ষ বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে।

দিয়াদোচি -- মহান আলেকজান্ডারের যেসব সেনাপতি তিনি মারা যাবার পরে ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়িতে পরস্পরের মধ্যে হিংস্র লড়াই চালিয়েছিলেন। পৃঃ ১৫০

(৯১) গ. ভ. ফ. হেগেল, 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান', ১ম ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫১

(৯২) লণ্ডন **জার্মান শ্রমিক শিক্ষা সমিতির** কথা বলা হচ্ছে; ঊনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে সেটার কার্যালয় ছিল গ্রেট উইণ্ডমিল্ স্ট্রীটে। কার্ল শাপার, ইওসেফ মোল্ এবং 'সমদর্শীদের লীগ'-এর অন্যান্য সদস্য ঐ সমিতি স্থাপন করেছিলেন ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস এই সমিতির ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাঁদের কয়েক জন সমর্থক সমিতি ছেড়ে যান, কেননা সেটার বহু সদস্য সংকীর্ণতাবাদী-হঠকারী ভিলিখ-শাপার উপদলের পক্ষে চলে গিয়েছিল। ১৮৬৪ সালে 'আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সমিতি হয়েছিল লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের একটি জার্মান শাখা। ঐ লণ্ডন শিক্ষামূলক সমিতি টিকে ছিল ১৯১৮ সাল অবধি, তখন সরকার সেটাকে বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১৫৯

(৯৩) বৈপ্লবিক ফরাসী ফৌজ মাইন্‌ট্‌স দখল করার পরে জার্মান প্রজাতন্ত্রী-গণতন্ত্রীরা ১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাকথিত 'সমতা আর ভ্রাতৃত্ব বান্ধব ক্লাব'। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা লোপ, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং রাইন্‌-এর পশ্চিম পারের অঞ্চলকে বৈপ্লবিক ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছিল মাইন্‌ট্‌স-এর ক্লাবিস্টরা। শহরের জনসমষ্টি কিংবা কৃষকেরা, কেউই তাদের অভিমত সমর্থন করে নি। ১৭৯৩ সালে জুলাই মাসে প্রুশিয়রা মাইন্‌ট্‌স দখল করার পরে ক্লাবিস্টরা ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। পৃঃ ১৫৯

(৯৪) হতে পারে উল্লেখ করা হচ্ছে W. Bötticher. 'Geschichte der Carthager', Berlin, 1827. (ডবলিউ বেটিখের, 'কার্থেজ-এর ইতিহাস' বার্লিন, ১৮২৭)। বইখানা মূলত কার্থেজ-এর যুদ্ধ-ইতিহাস প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৬১

(৯৫) **কনডোটিয়েরেরা** (Condottiere) -- চোদ্দ এবং পনর শতকে ইতালিতে ভাড়াটে সৈন্যদের সর্দারেরা। পৃঃ ১৬১

নামের সূচি

অ

অর্লিয়ান্স — ফ্রান্সের রাজবংশ (১৮৩০-১৮৪৮)। — ৩৩, ৪৩, ৯২-৯৬

অর্লিয়ান্স, এলেনা, জন্মসূত্রে মাকলেনবার্গ, ডাচেস (১৮১৪-১৪৫৮) — লুই ফিলিপের জ্যেষ্ঠপুত্র ফের্দিনাঁর বিধবা পত্নী। — ২৭, ৫৮

অর্লিয়ান্স, ডিউক অভ্ — লুই ফিলিপ দ্রষ্টব্য।

আ

আঙ্গলা (Anglès), **ফ্রাঁসোয়া এর্নস্ত** (১৮০৭-১৮৬১) — ফরাসী ভূমিমালিক, বিধান-সভার ডেপুটি (১৮৫০-১৮৫১), শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিনিধি। —১০২

আলে (Allais), **লুই পিয়ের কন্সটান** (জন্ম আনুমানিক ১৮২১) — ফরাসী পুলিস চর। —৭৪, ৭৯

আলেকজান্ডর ম্যাসিডোনিয়ার (খৃীঃ পূঃ ৩৫৬-খৃীঃ পূঃ ৩২৩) — প্রাচীন বিশ্বের বিখ্যাত সেনাপতি এবং রাষ্ট্রনায়ক। —৭৫

ই

ইয়োন (Yon) — ফরাসী পুলিস কমিসার, ১৮৫০ সালে বিধান-সভার প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব করেন। —৭৪, ৭৯, ৮০

উ

উদিনো (Oudinot), **নিকোলা শার্ল ভিক্তর** (১৭৯১-১৮৬৩) — ফরাসী জেনারেল, অর্লিয়ান্সী; ১৮৪৯ সালে রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন; ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনের প্রচেষ্টা করেন। —৩৭, ৫৩, ৫৪

এ

এঙ্গেলস (Engels), **ফ্রিডরিখ** (১৮২০-১৮৯৫)। —১০, ১৪০, ১৪১, ১৫৮

এজিস প্রথম (মৃত্যু আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯) — স্পার্টান সম্রাট (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪২৬-আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯)।—৯১

এজেসিলেস (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৪২-আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৫৮) — স্পার্টান সম্রাট (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯-আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৫৮)। —৯১

ক

কঁস্তাঁ (Constant), **বেঞ্জামিন** (১৭৬৭-১৮৩০) — ফরাসী লেখক, উদারনৈতিক রাজনীতিক। —১৩

কসিদিয়ের (Caussidière), **মার্ক** (১৮০৮-১৮৬১) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৩৪ সালের লিয়োঁ অভ্যুত্থানে অংশগ্রাহী; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-জুনে প্যারিসে পুলিসের প্রিফেক্ট, সংবিধান-সভার ডেপুটি, ১৮৪৮ সালের জুনে ইংলণ্ডে দেশান্তরী হন। —১২

কাণ্ট (Kant), **ইমানুইল** (১৭২৪-১৮০৪) — বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্মান ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা। —১৫০, ১৫১

কাভেনিয়াক (Cavaignac), **লুই এজেন** (১৮০২-১৮৫৭) — ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের মে থেকে যুদ্ধমন্ত্রী, প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান অতি নির্মমভাবে দমন করেন; নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান ব্যক্তি (১৮৪৮ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর)। —২৫, ৩২, ৩৩, ৪১, ৮৮, ১০৩

কার্লিয়ে (Carlier), **পিয়ের** (১৭৯৯-১৮৫৮) — প্যারিস পুলিসের প্রিফেক্ট (১৮৪৯-১৮৫১), বোনাপার্টপন্থী। —৬০, ৭৪, ৮১, ১১০

কালিগুলা (১২-৪১) — রোমের সম্রাট (৩৭-৪১)। —৩৬

কুজাঁ (Cousin), **ভিক্তর** (১৭৯২-১৮৬৭) — ফরাসী ভাববাদী দার্শনিক, এক্লেক্টিকবাদী। —১৩

ক্রমওয়েল (Cromwell), **অলিভার** (১৫৯৯-১৬৫৮) — সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া হয়ে যাওয়া অভিজাতদের নেতা, ১৬৫৩ সাল থেকে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের লর্ড-প্রটেক্টর। —১৪, ১১৩

ক্রেতোঁ (Creton), **নিকোলা জোসেফ** (১৭৯৮-১৮৬৪) — ফরাসী আইনজীবী; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান-সভার ডেপুটি, অর্লিয়ান্সী। —৯৪

গ

গিজ্, ডিউক অভ্ — হেনরি দ্বিতীয় লোটারিঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গিজো (Guizot), **ফ্রাঁসোয়া পিয়ের গিয়োম** (১৭৮৭-১৮৭৪) — ফরাসী বুর্জোয়া ইতিহাসকার ও রাষ্ট্রীয় কর্মী, ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বাস্তবিকপক্ষে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন। — ১৩, ২৮, ৯৬, ৯৭, ১৩২, ১৩৯

গ্যেটে (Goethe), **ইয়োহান ভোলফ্‌গাং** (১৭৪৯-১৮৩২) — মহান জার্মান লেখক ও মনীষী। —১৮

গ্রাকাস, গায়ুস সেম্প্রোনিয়ুস (খ্রীঃ পূঃ ১৫৩-১২১) এবং **তিবেরি সেম্প্রোনিয়ুস** (খ্রীঃ পূঃ ১৬৩-১৩৩) ভ্রাতৃদ্বয় — প্রাচীন রোমের গণ ট্রিবিউন, কৃষকদের স্বার্থে কৃষি সম্পর্কিত আইন পাশ করার জন্যে সংগ্রাম চালান। —১৩

গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াক (Granier de Cassagnac), **আদোল্‌ফ** (১৮০৬-১৮৮০) — ফরাসী সাংবাদিক, আদর্শহীন রাজনীতিক, ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অর্লিয়ান্সী, তারপর বোনাপার্টপন্থী; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কালে বিধান-মহলের ডেপুটি। — ১৩২

জ

জিরার্‌দাঁ (Girardin), **এমিল দ্য** (১৮০৬-১৮৮১) — ফরাসী বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিক, *Presse* পত্রিকার সম্পাদক; ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগে গিজো সরকারের বিরোধীদলে ছিলেন, বিপ্লবের কালে — বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, বিধান-সভার (১৮৫০-১৮৫১) ডেপুটি; পরে বোনাপার্টপন্থী। — ৮২

জিরার্‌দাঁ (Girardin), **দেল্‌ফিনা দ্য** (১৮০৪-১৮৫৫) — ফরাসী লেখিকা, এমিল দ্য জিরার্‌দাঁর স্ত্রী। —১৩৩

জিরো (Giraud), **শার্ল জোসেফ বার্থেলেমিউ** (১৮০২-১৮৮১) — ফরাসী আইনবিদ, রাজতন্ত্রী, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৫১)। —১১০

জুয়াঁভিল (Joinville), **ফ্রাঁসোয়া ফের্দিনান ফিলিপ লুই মারি**, ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্স, প্রিন্স (১৮১৮-১৯০০) — লুই ফিলিপের পুত্র, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের পর ইংলণ্ডে দেশান্তরী হন। — ৯৬, ৯৭, ১০৮

ড

ডুংকের (Duncker), **ফ্রান্‌ট্‌স** (১৮২২-১৮৮৮) — জার্মান বুর্জোয়া রাজনীতিক ও প্রকাশক। —১৪৪

ত

তকভিল (Tocqueville), আলেক্সি (১৮০৫-১৮৫৯) — ফরাসী বুর্জোয়া

ইতিহাসকার ও রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৪৯ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত)। —৯৮

তরিনি (Thorigny), **পিয়ের ফ্রাঁসোয়া এলিজাবেথ** (১৭৯৮-১৮৬৯) — ফরাসী আইনবিদ, লিয়োঁতে এপ্রিল অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলায় তদন্ত পরিচালনা করেন ১৮৩৪ সালে; বোনাপার্টপন্থী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৮৫১)। —১১০

তালাঁদিয়ে (Talandier), **পিয়ের তেওদর আলফ্রেদ** (১৮২২-১৮৯০) —ফরাসী সাংবাদিক, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী, ১৮৫১ সাল থেকে দেশান্তরী; আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৪); ফরাসী পার্লামেন্টের (১৮৭৬-১৮৮০, ১৮৮১-১৮৮৫) ডেপুটি। —১৫৮

তিয়ের (Thiers), **আদোল্ফ** (১৭৯৭-১৮৭৭) — ফরাসী বুর্জোয়া ইতিহাসকার ও রাষ্ট্রীয় কর্মী, বিধান-সভার ডেপুটি (১৮৪৯-১৮৫১), অর্লিয়াঁপন্থী; প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট (১৮৭১-১৮৭৩), পারিস কমিউনের ঘাতক। —৪৫, ৫২, ৬৫, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০২, ১০৪, ১০৮, ১১২, ১১৩

দ

দ'অপুল (Hautpoul), **আলফোঁস আঁরি** (১৭৮৯-১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল, লেজিটিমিস্ট, তারপর বোনাপার্টপন্থী; যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৪৯-১৮৫০)। —৫৯, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৭৭

দাঁতোঁ (Danton), **জর্জ জাক** (১৭৫৯-১৭৯৪) — অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম বিখ্যাত কর্মী, জ্যাকবিনদের দক্ষিণ শাখার নেতা। —১২, ১৩

দ'আইয়ি (Ailly), **পিয়ের** (১৩৫০-মৃত্যু ১৪২০ অথবা ১৪২৫) — ফরাসী কার্ডিনাল; কনস্ট্যান্সের কাউন্সিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। —১২৯

দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighieri) (১২৬৫-১৩২১) — মহান ইতালীয় কবি। —১৪৩

দেমুলাঁ (Desmoulins), **কামিল** (১৭৬০-১৭৯৪) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, অষ্টাদশ শতকের শেষে বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মী, দক্ষিণ পন্থী জ্যাকবিন। —১৩

দা ফ্লত (De Flotte), **পল** (১৮১৭-১৮৬০) — ফরাসী নৌবাহিনীর অফিসার, ব্লাঙ্কির অনুগামী, প্যারিসে ১৮৪৮ সালের ১৫ মের ঘটনাবলি এবং জুন অভ্যুত্থানের সক্রিয় কর্মী, বিধান-সভার (১৮৫০-১৮৫১) ডেপুটি। —৬৫

দ্যুপাঁ (Dupin), **আঁদ্রে মারি জাঁ জাক** (১৭৮৩-১৮৬৫) — ফরাসী আইনবিদ ও রাজনীতিক, অর্লিয়াঁপন্থী, বিধান-সভার (১৮৪৯-১৮৫১)

সভাপতি; তারপর বোনাপার্টপন্থী। —৭৪, ৭৯

দ্যুপ্রা (Duprat), **পাস্কাল** (১৮১৫-১৮৮৫) — ফরাসী সাংবাদিক, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। —৮১, ৮২

দ্যুশাতেল (Duchâtel), **শার্ল** (১৮০৩-১৮৬৭) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, অর্লিয়ান্সী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৩৯-১৮৪০, ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। —৯৬

ন

নে (Ney), **এদগার** (১৮১২-১৮৮২) — ফরাসী সামরিক অফিসার, বোনাপার্টপন্থী, সভাপতি লুই বোনাপার্টের এডিকং। —৫৭

নেইমেয়ার (Neumayer), **মাক্সিমিলিয়ে জর্জ জোসেফ** (১৭৮৯-১৮৬৬) — ফরাসী জেনারেল, শৃঙ্খলা পার্টির পক্ষাবলম্বী। —৭৫

নেপোলিয়ন প্রথম বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) — ফ্রান্সের সম্রাট (১৮০৪-১৮১৪ এবং ১৮১৫)। —৮, ৯, ১০, ৩১, ৩৭, ৭২, ১১৩, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৫-১২৮, ১৩৩

নেপোলিয়ন তৃতীয় (লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) — প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (১৮৪৮-১৮৫১), ফরাসী সম্রাট (১৮৫২-১৮৭০)। —৭, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৫-৩৮, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫৩-৬০, ৬৪-৬৬, ৬৯-৭৮, ৮০-৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২-১০৪, ১০৬-১১৮, ১২০-১২৪, ১২৬-১৩৩

প

পলিনিয়াক (Polignac), **অগ্যুস্ত জ্যুল আর্মাঁ মারি**, প্রিন্স (১৭৮০-১৮৪৭) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, লেজিটিমিস্ট ও ক্লারিকাল, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের প্রধান (১৮২৯-১৮৩০)। —৯৭

পায়াস নবম (১৭৯২-১৮৭৮) — রোমের পোপ (১৮৪৬-১৮৭৮)। —৫৭

পিয়া (Pyat), **ফেলিক্স** (১৮১০-১৮৮৯) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী, ১৮৪৯ সাল থেকে দেশান্তরী; কয়েক বছর ধরে মার্কস এবং আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক সংগ্রাম চালান এবং এজন্যে লন্ডনের ফরাসী শাখাকে ব্যবহার করেন, প্যারিস কমিউনের সদস্য। —১৫৮

পুব্লিকোলা (**পুব্লিয়াস ভ্যালেরিয়াস পুব্লিকোলা**) (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৫০৩) —রোম প্রজাতন্ত্রের উপকথাপ্রায় রাষ্ট্রীয় কর্মী। —১৩

পেরো (Perrot), **বেঞ্জামিন পিয়ের** (১৭৯১-১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল, ১৮৪৮ সালে জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশগ্রহণ করেন, ১৮৪৯ সালে প্যারিসে জাতীয় রক্ষিদলের অধিনায়কত্ব করেন। —৮৫

পের্সিনি (Persigny), **জাঁ জিলবের ভিক্তর**, কাউন্ট (১৮০৮-১৮৭২) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, বোনাপার্টপন্থী, বিধান-সভার (১৮৪৯-১৮৫১) ডেপুটি, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫২-১৮৫৪ এবং ১৮৬০-১৮৬৩)। — ৯১, ১০৪

প্যারিসের কাউণ্ট — লুই ফিলিপ অ্যালবের দ্রষ্টব্য।

প্রুধোঁ (Proudhon), **পিয়ের জোসেফ** (১৮০৯-১৮৬৫) —ফরাসী প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ, পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ১৮৪৮ সালে সংবিধান-সভার ডেপুটি। ৮, ৫২, ১৪১

ফ

ফগ্‌ট (Vogt), **কার্ল** (১৮১৭-১৮৯৫) — জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, ইতর বস্তুবাদী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে ফ্রাংকফুর্ট জাতীয় সভার ডেপুটি, এই সভার বামপন্থী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। —১৫০

ফয়েরবাখ (Feuerbach), **লুডভিগ** (১৮০৪-১৮৭২) — প্রাক্-মার্কসীয় যুগের মহান জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক। —১৫০

ফশে (Faucher), **লেওঁ** (১৮০৩-১৮৫৪) — ফরাসী বুর্জোয়া রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী, অর্থনীতিবিদ-ম্যালথাসপন্থী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের মে, ১৮৫১), পরে বোনাপার্টপন্থী। —৬৭, ৯১, ৯৭

ফালু (Falloux), **আলফ্রেদ** (১৮১১-১৮৮৬) — ফরাসী রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট এবং ক্লারিকাল, ১৮৪৮ সালে জাতীয় কর্মশালা উৎখাতের উদ্যোক্তা এবং প্যারিসে জুন অভ্যুত্থান দমনের প্রোৎসাহক, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৪৮-১৮৪৯)। —৪১, ৫৬, ৫৯, ৯৭, ১০০

ফুল্দ্‌ (Fould), **আশিল** (১৮০০-১৮৬৭) — ফরাসী ব্যাংকার, অর্লিয়ান্সী, তারপর বোনাপার্টপন্থী; ১৮৪৯-১৮৬৭ সালের মধ্যে একাধিকবার অর্থমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। —৬০, ৮৫, ৯১, ১০০

ফেরিয়ে (Ferrier), **ফ্রাঁসোয়া লুই অগ্যুস্ত** (১৭৭৭-১৮৬১) — ফরাসী ইতর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ। —১৪৫

ব

বাজ (Baze), **জাঁ দিদিয়ে** (১৮০০-১৮৮১) — ফরাসী আইনজীবী এবং রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী। —৯৬, ১১৩

বায়ি (Bailly), **জাঁ-সিলভাঁ** (১৭৩৬-১৭৯৩) — অষ্টাদশ শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্মী, উদারনৈতিক সাংবিধানিক বুর্জোয়ার অন্যতম পরিচালক। —১৪

বারাগে দ'ইলিয়ে (Baraguay d'Hilliers), **আশিল** (১৭৯৫-১৮৭৮) — ফরাসী জেনারেল; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময় সংবিধান এবং বিধান সভার ডেপুটি; ১৮৫১ সালে প্যারিস গ্যারিসনের অধিনায়কত্ব করেন, বোনাপার্টপন্থী। —৮৪, ৮৫, ৯৯

বারো (Barrot), **অদিলোঁ** (১৭৯১-১৮৭৩) — ফরাসী বুর্জোয়া রাজনীতিক, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উদারনৈতিক রাজবংশীয় বিরোধী পার্টির নেতা; ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত শৃঙ্খলা পার্টির উপর নির্ভরশীল মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন। —৩৪-৩৭, ৪১, ৫৬, ৫৭-৫৯, ৬৯, ৭০, ৮৭, ৯০, ৯৭, ৯৮, ১০৮

বারোশ (Baroche), **পিয়ের জুল** (১৮০২-১৮৭০) — ফরাসী রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মী, শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিনিধি, পরে বোনাপার্টপন্থী; ১৮৪৯ সালে আপীল আদালতের প্রধান অভিশংসক। —৬৬, ৭৯, ৮৫, ৯১

বার্নার্ড (Bernard), — ফরাসী সেনাপতি, প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের অংশগ্রাহীদের উৎপীড়নকারী সামরিক কমিশনগুলির নেতা, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় কুদেতার পর প্রজাতন্ত্রী-বোনাপার্টবিরোধীপন্থীদের বিচারসম্পর্কিত তদন্তের অন্যতম সংগঠক। —৩২

বার্বে (Barbès), **আর্মাঁ** (১৮০৯-১৮৭০) — ফরাসী বিপ্লবী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সক্রিয় কর্মী, ১৮৪৮ সালের ১৫ মে'র ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্যে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, ১৮৫৪ সালে মার্জনা লাভ করেন। --১৩৪

বিয়ো (Billault), **অগ্যুস্ত আদোল্ফ মারি** (১৮০৫-১৮৬৩) — ফরাসী রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী, ১৮৪৯ সাল থেকে বোনাপার্টপন্থী, সংবিধান-সভার সদস্য (১৮৪৮-১৮৪৯); স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫৪-১৮৫৮)। —৯০

বুরবোঁ — ফ্রান্সের রাজবংশ (১৫৮৯-১৭৯২, ১৮১৪-১৮১৫ এবং ১৮১৫-১৮৩০)। —৩৩, ৪৩, ৯২-৯৪, ৯৬, ১২১

বেদো (Bedeau), **মারি আলফোঁস** (১৮০৪-১৮৬৩) — ফরাসী জেনারেল এবং রাজনীতিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়

সংবিধান এবং বিধান-সভার সহসভাপতি। —৪১, ৮৬

বেনুয়া দ'আজি (Benoit d'Azy), **দেনি** (১৭৯৬-১৮৮০) — ফরাসী রাজনীতিক, পুঁজিপতি; বিধান-সভার সহসভাপতি (১৮৪৯-১৮৫১), লেজিটিমিস্ট। —৯০, ৯৫

বেরিয়ে (Berryer), **পিয়ের আঁতুয়াঁ** (১৭৯০-১৮৬৮) — ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট। —৪৫, ৬৫, ৮৭, ৯৭, ১০০, ১০৪

বোনাপার্ট — ফ্রান্সের সম্রাট বংশ (১৮০৪-১৮১৪, ১৮১৫, ১৮৫২-১৮৭০)। —১২১ ১২২

বোনাপার্ট — নেপোলিয়ন তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

ব্যুখনার (Büchner), **ল্যুডভিগ** (১৮২৪-১৮৯৯) — জার্মান বুর্জোয়া শারীরতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক, ইতর বস্তুবাদের প্রতিনিধি। —১৫০

ব্রলি (Broglie), **আশিল শার্ল** (১৭৮৫-১৮৭০) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, প্রধানমন্ত্রী (১৮৩৫-১৮৩৬), বিধান-সভার ডেপুটি (১৮৪৯-১৮৫১), অর্লিয়াল্সী। —৬৫, ৯৭, ৯৮

ব্রুটাস (মার্কুস ইউনুস ব্রুটাস) (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৮৫-৪২) — রোমান রাজনীতিক, জুলিয়স সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতা। —১৩

ব্লাঁ (Blanc), **লুই** (১৮১১-১৮৮২) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ইতিহাসকার; ১৮৪৮ সালে সাময়িক সরকারের সদস্য এবং লুক্সেমবুর্গ কমিশনের সভাপতি; ১৮৪৮ সালের অগস্ট থেকে লণ্ডনে পেটি-বুর্জোয়া দেশান্তরীদের অন্যতম পরিচালক। —১২

ব্লাঁকি (Blanqui), **লুই অগ্যুস্ত** (১৮০৫-১৮৮১) — ফরাসী বিপ্লবী, কমিউনিস্ট-ইউটোপিস্ট, ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় গণতান্ত্রিক ও প্রলেতারীয় আন্দোলনে চরম বামপন্থী অবস্থানে ছিলেন; একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। —২০, ১৩৪

ভ

ভল্‌ফ (Wolff), **খ্রীস্টিয়ান** (১৬৭৮-১৭৫৪) — জার্মান ভাবাদর্শী দার্শনিক, অধিবিদ্যাবিদ। —১৫০, ১৫১

ভাতিমেনিল (Vatimesnil), **আঁতুয়াঁ** (১৭৮৯-১৮৬০) — ফরাসী রাজনীতিক, লেজিটিমিস্ট, বিধান-সভার ডেপুটি (১৮৪৯-১৮৫১)। —৯০

ভিদাল (Vidal), **ফ্রাঁসোয়া** (১৮১৪-১৮৭২) — ফরাসী অর্থনীতিজ্ঞ, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালে লুক্সেমবুর্গ কমিশনের সেক্রেটারি, বিধান-সভার (১৮৫০-১৮৫১) ডেপুটি। —৬৬

ভিয়েরা (Vieyra) – ফরাসী কর্নেল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২

ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার সক্রিয় কর্মী। —৫৩

ভিলিখ (Willich), **আগস্ট** (১৮১০-১৮৭৮) — প্রুশীয় অফিসার, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, ১৮৪৯ সালের বাডেন-পেলাটিনেট বিদ্রোহে অংশগ্রহী; ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগ থেকে ভেঙে আলাদা হয়ে যাওয়া সম্প্রদায়িক ও হঠকারী অংশের অন্যতম নেতা; ১৮৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হন, সেখানে গৃহযুদ্ধে উত্তরের তরফে অংশগ্রহণ করেন। —১৫৯

ভিলেল (Villèle), **জাঁ বাতিস্ত সেরাফে জোসেফ** (১৭৭৩-১৮৫৪) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, লেজিটিমিস্ট, প্রধানমন্ত্রী (১৮২২-১৮২৮)। —৯৭

ভেইডেমেয়ার (Weydemeyer), **ইয়োজেফ** (১৮১৮-১৮৬৬) — জার্মান ও মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, জর্মানিতে ১৮৪৮ ১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে উত্তরের তরফে যোগ দেন; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসবাদ প্রচারের সূত্রপাত ঘটান; মার্কস ও এঙ্গেলসের মিত্র ও সুহৃদ। —৭, ১৫৭

ভেরোঁ (Véron), **লুই দেজিরে** (১৭৯৮-১৮৬৭) — ফরাসী সাংবাদিক ও রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী; *Constitutionnel* পত্রিকার মালিক। —১৩২

ভেস (Vaisse), **ক্লদ মারিয়াস** (১৭৯৯-১৮৬৪) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, বোনাপার্টপন্থী; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫১ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল)। —৮৯

ম

মঁতালাঁবের (Montalembert), **শার্ল** (১৮১০-১৮৭০) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, অর্লিয়ান্সী, ক্যাথলিক পার্টির প্রধান। —৮৩, ৯৮, ১২৭

মগাঁ (Mauguin), **ফ্রাঁসোয়া** (১৭৮৫-১৮৫৪) — ফরাসী আইনবিদ, ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক রাজবংশীয় বিরোধী পক্ষের অন্যতম নেতা; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি। —৭৮-৮০

মঙ্ক (Monk), **জর্জ** (১৬০৮-১৬৭০) — বৃটিশ জেনারেল; ১৬৬০ সালে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। —৭৫

মপা (Maupas), **শার্লেমান এমিল** (১৮১৮-১৮৮৮) — ফরাসী আইনজীবী, বোনাপার্টপন্থী, প্যারিস পুলিসের প্রিফেক্ট (১৮৫১), ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক, পুলিস মন্ত্রী (১৮৫২-১৮৫৩)। —১১০

মর্নি (Morny), **শার্ল অগ্যুস্ত লুই জোসেফ,** কাউণ্ট (১৮১১-১৮৬৫) —ফরাসী রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী, বিধান-সভার ডেপুটি (১৮৪৯-১৮৫১), ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৫১ সালের ডিসেম্বর-১৮৫২ সালের জানুয়ারি)। —১৩২

মলে (Molé), **লুই ম্যাতিয়ে,** **কাউণ্ট** (১৭৮১-১৮৫৫) — ফরাসী রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী, প্রধানমন্ত্রী (১৮৩৬-১৮৩৭, ১৮৩৭-১৮৩৯), দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি। —৬৫, ৯৭, ৯৮

মলেশট (Moleschott), **ইয়াকব** (১৮২২-১৮৯৩) — বুর্জোয়া শারীরতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক, ইতর বস্তুবাদের প্রতিনিধি; জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইতালির বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করেন। —১৫০

মাজানিয়েলো (Masaniello), (ছদ্মনাম তমাসো আনিয়েল্লো) (১৬২০-১৬৪৭) — মৎস্যশিকারী, ১৬৪৭ সালে নেপ্‌ল্‌সে স্পেনীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের নেতা। —১১২

মানিয়াঁ (Magnan), **বের্নার পিয়ের** (১৭৯১-১৮৬৫) — ফরাসী মার্শাল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক। —৯৯, ১১০, ১১৩

মারাস্ত (Marrast), **আর্মাঁ** (১৮০১-১৮৫২) —ফরাসী প্রাবন্ধিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা, *National* পত্রিকার সম্পাদক; ১৮৪৮ সালে সাময়িক সরকারের সদস্য এবং প্যারিসের মেয়র, সংবিধান-সভার (১৮৪৮-১৮৪৯) সভাপতি। —২৫, ৩৭, ৩৮

মার্ক্স (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩)—৭-৯, ১০, ১১, ১৪১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮

মালভিল (Maleville), **লেওঁ** (১৮০৩-১৮৭৯) — ফরাসী রাজনীতিক, অর্লিয়ান্সী, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে)। —৯০

মেকিয়াভেলি (Machiavelli), **নিকোলো** (১৪৬৯-১৫২৭) — ইতালীয় রাজনীতিক, ইতিহাসকার এবং লেখক। —১৬১

র

রবেস্‌পিয়ের (Robespierre), **মাক্সিমিলিয়ান** (১৭৫৮-১৭৯৪) অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বিখ্যাত কর্মী, জ্যাকোবিনদের নেতা, বৈপ্লবিক সরকারের নেতা (১৭৯৩-১৭৯৪)। --১২, ১৩

রাউ (Rau), **কার্ল হেনরিখ** (১৭৯২-১৮৭০) — জার্মান ইতর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ। —১৪৫

রাতো (Rateau), **জাঁ পিয়ের** (১৮০০-১৮৮৭) — ফরাসী আইনজীবী, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি বোনাপার্টপন্থী। —৩৫

রাস্পাই (Raspail) **ফ্রাঁসোয়া** (১৭৯৪-১৮৭৮) — বিখ্যাত ফরাসী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, সমাজতন্ত্রী, বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের ঘনিষ্ঠ; ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের অংশগ্রহণী; সংবিধান-সভার ডেপুটি। —১০২

রিচার্ড তৃতীয় (১৪৫২-১৪৮৫) — ইংলণ্ডের রাজা (১৪৮৩-১৪৮৫)।—৯৪

রিল (Riehl), **ভিলহেল্ম হেনরিখ** (১৮২৩-১৮৯৭) — জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য-ইতিহাসকার। —১৪৫

রুআয়ে-কলার (Royer-Collard), **পিয়ের পল** (১৭৬৩-১৮৪৫) — ফরাসী দার্শনিক ও রাজনীতিক, রাজতন্ত্রী। —১৩

রুয়ের (Rouher), **এজেন** (১৮১৪-১৮৮৪) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী, বোনাপার্টপন্থী, আইনমন্ত্রী (১৮৪৯-১৮৫২, বিরতিসহ)। —৭৯, ৯১

রেনিও দে সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি (Regnault de Saint-Jean d'Angély), **অগ্যুস্ত মিশেল এতিয়েন**, কাউণ্ট (১৭৯৪-১৮৭০) — ফরাসী জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৫১ সালের জানুয়ারি)। —৮৫

রেম্যুজা (Rémusat), **শার্ল ফ্রাঁসোয়া মারি**, কাউণ্ট (১৭৯৭-১৮৭৫) — ফরাসী রাষ্ট্রীয় কর্মী এবং লেখক, অর্লিয়ান্সী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৪০), পররাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৭১-১৮৭৩)। —৮৬

ল

লক্ (Locke), **জন** (১৬৩২-১৭০৪) — বিখ্যাত বৃটিশ দ্বৈতবাদী দার্শনিক, সেনসুয়ালিস্ট। —১৪

লা ইত (La Hitte), **জাঁ এর্নেস্ত** (১৭৮৯-১৮৭৮) — ফরাসী জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, বিধান-সভার (১৮৪৯-১৮৫১) ডেপুটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৪৯-১৮৫১)।—৬৫

লামার্তিন (Lamartine), **আলফোঁস** (১৭৯০-১৮৬৯) — ফরাসী কবি, ইতিহাসকার ও রাজনীতিক; ১৮৪৮ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বাস্তবিকপক্ষে সাময়িক সরকারের প্রধান ব্যক্তি।—৯০

লামোরিসিয়ের (Lamoricière), **ক্রিস্তোফ লুই লেওঁ** (১৮০৬-১৮৬৫) — ফরাসী জেনারেল, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালে জুন অভ্যুত্থান দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, পরে কাভেনিয়াক সরকারে যুদ্ধমন্ত্রী হন (জুন-ডিসেম্বর)। —৪১, ১১৩

লা রশজাকলাঁ (La Rochejaquelein), **আঁরি অগ্যুস্ত জর্জ**, মার্কিজ (১৮০৫-১৮৬৭) — ফরাসী রাজনীতিক,

লেজিটিমিস্ট পার্টির অন্যতম পরিচালক, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি। ৯৭

লিস্ট (List), **ফ্রিডরিখ** (১৭৮৯-১৮৪৬) — জার্মান ইতর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, চরম সংরক্ষণবাদের প্রচারক। —১৪৫

লুই চতুর্দশ (১৬৩৮-১৭১৫) — ফ্রান্সের রাজা (১৬৪৩-১৭১৫)। —১২২

লুই পঞ্চদশ (১৭১০-১৭৭৪) — ফ্রান্সের রাজা (১৭১৫-১৭৭৪)। —১৩৩

লুই অষ্টাদশ (১৭৫৫-১৮২৪) — ফ্রান্সের রজা (১৮১৪-১৮১৫ এবং ১৮১৫-১৮২৪)। —১৩

লুই নেপোলিয়ন — নেপোলিয়ন তৃতীয় দ্রষ্টব্য :

লুই ফিলিপ (১৭৭৩-১৮৫০) — ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্স, ফ্রান্সের রাজা (১৮৩০-১৮৪৮)। —১৮, ২০, ২৪, ২৬, ৩২, ৩৪, ৪১, ৫৪, ৭১, ৯৫, ১০০, ১২০

লুই ফিলিপ অ্যালবের অর্লিয়ান্স, প্যারিসের কাউন্ট (১৮৩৮-১৮৯৪) — রাজা লুই ফিলিপের নাতি, ফ্রান্সের রাজসিংহাসনের দাবিদার। —৯৬

লুই বোনাপার্ট — নেপোলিয়ন তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লুথার (Luther), **মার্টিন** (১৪৮৩-১৫৪৬) — শোধনবাদের বিখ্যাত কর্মী, জার্মানিতে প্রটেস্টান্টবাদের (লুথারপন্থা) প্রতিষ্ঠাতা; জার্মান বার্গারবাদের ভাবাদর্শী। —১২

লেদ্রু-রলাঁ (Ledru-Rollin), **আলেক্সাঁদ্র অগ্যুস্ত** (১৮০৭-১৮৭৪) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা, *Réforme* পত্রিকার সম্পাদক; সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি এবং এই সভাগুলিতে 'পর্বত' পার্টির নেতৃত্ব করেন, তারপর দেশান্তরী হন। —২৫, ৪২, ৫২

লেভি (Lewy), **গুস্টাভ** — জার্মান সমাজতন্ত্রী, সর্বসাধারণ জার্মান শ্রমিক লীগের অন্যতম সক্রিয় কর্মী। —১৫৯

ল্য ফ্লো (Le Flô), **আদোল্ফ এমান্যুয়েল শার্ল** (১৮০৪-১৮৮৭) — ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক; শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিনিধি, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি। —৩৮, ১১৩

শ

শাঁবর (Chambord), **আঁরি শার্ল,** কাউন্ট (১৮২০-১৮৮৩) — বুরবোঁদের জ্যেষ্ঠ বংশ-শাখার শেষ প্রতিনিধি, দশম চার্লস-এর পৌত্র, পঞ্চম হেনরি নামে ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবিদার। —৭১, ৯৫, ৯৬, ১০০

শাঙ্গার্নিয়ে (Changarnier), **নিকোলা অান তেওদ্যুল** (১৭৯৩-১৮৭৭) —

ফরাসী জেনারেল ও বুর্জোয়া রাজনীতিক, রাজতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের জুনের পর প্যারিসের গ্যারিসন এবং জাতীয় রক্ষিদলের অধিনায়ক, প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিল ছত্রভঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। — ৩৬, ৩৮, ৪১, ৫৪, ৫৫, ৭৪-৭৬, ৭৯, ৮৩-৮৭, ৯১, ৯৮, ১০২, ১০৮, ১১১, ১১৩

শাপার (Schaper), **ফন** — প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রতিনিধি; রাইন প্রদেশের ওবের-প্রেসিডেন্ট (১৮৪২-১৮৪৫)। — ১৩৮

শাপার (Schapper), **কার্ল** (১৮১২-১৮৭০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী, ন্যায়পরায়ণ লীগের অন্যতম পরিচালক, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশগ্রাহী; ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের ভাঙনের সময় সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের অন্যতম নেতা; ১৮৫৬ সালে আবার মার্কসের ঘনিষ্ঠ হন; প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য। —১৫৯

শারাস (Charras), **জাঁ বাতিস্ত আদোল্ফ** (১৮১০-১৮৬৫) — ফরাসী সামরিক কর্মী এবং রাজনীতিক, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালে প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশগ্রহণ করেন; লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন; ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হন। —৮, ১১৩

শেক্সপীয়র (Shakespeare), **উইলিয়ম** (১৫৬৪-১৬১৬) — মহান ইংরেজ লেখক। —১১৯

শেরটসার (Scherzer), **আন্দ্রেয়াস** (১৮০৭-১৮৭৯) — জার্মান দর্জি, ১৮৫০ সালে কমিউনিস্ট লীগের ভাঙনের পর ভিলিখ-শাপারের সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের অন্তর্ভুক্ত প্যারিসের একটি গ্রুপের সদস্য, ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসের তথাকথিত জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত; পরে ইংলন্ডে দেশান্তরী হন। —১৫৮, ১৫৯

শ্রাম (Schramm), **জাঁ পল আদাঁ** (১৭৮৯-১৮৮৪) — ফরাসী জেনারেল ও রাজনীতিক, বোনাপার্টপন্থী, যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৫০-১৮৫১)। —৭৬

স

সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি — রেনিও দে সাঁ-জাঁ দ'আঁজেলি, অগ্যুস্ত মিশেল এতিয়েন দ্রষ্টব্য।

সাঁ-জ্যুস্ত (Saint-Yust), **লুই আঁতুয়া** (১৭৬৭-১৭৯৪) — অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বিখ্যাত কর্মী, জ্যাকোবিনদের অন্যতম নেতা। —১৩

সাঁ-প্রিস্ত (Saint-Priest), **এমান্যুয়েল**

লুই মারি, ভাইকাউন্ট (১৭৮৯-১৮৮১) — ফরাসী জেনারেল ও কূটনীতিক, লেজিটিমিস্ট, বিধান-সভার (১৮৪৯-১৮৫১) ডেপুটি।—৯৫

সাঁ-ব্যোভ (Saint-Beuve), **পিয়ের আঁরি** (১৮১৯-১৮৫৫) — ফরাসী কারখানা-মালিক ও ভূমি-মালিক, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান ও বিধান সভার ডেপুটি, শৃঙ্খলা পার্টির প্রতিনিধি। —১০২

সাঁত-আর্নো (Saint-Arnaud), **আর্মাঁ জাক আশিল লেরয়া দ্য** (১৮০১-১৮৫৪) — ফরাসী মার্শাল, বোনাপার্টপন্থী; ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অন্যতম সংগঠক, যুদ্ধমন্ত্রী (১৮৫১-১৮৫৪)। —৩৮

সালভাঁদি (Salvandy), **নার্সিস আশিল**, কাউন্ট (১৭৯৫-১৮৫৬) — ফরাসী লেখক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মী, অর্লিয়ান্সী, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৩৭-১৮৩৯ এবং ১৮৪৫-১৮৪৮)। —৯৫

সালাঁদ্রুজ (Sallandrouze), **শার্ল জাঁ** (১৮০৮-১৮৬৭) — ফরাসী শিল্পপতি, সংবিধান-সভার (১৮৪৮-১৮৪৯) ডেপুটি; বোনাপার্টপন্থী।—১১৩

সিজার (গায়স জুলিয়স সিজার) (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০-৪৪) — বিখ্যাত রোমান সেনাধিনায়ক ও রাষ্ট্রনেতা। —১০

সিসমন্দি (Sismondi), **জাঁ শার্ল লেওনার সিমোঁদ দ্য** (১৭৭৩-১৮৪২) — সুইস অর্থনীতিবিদ, পুঁজিতন্ত্রের পেটি-বুর্জোয়া সমালোচক। —৯

সুলুক (Soulouque), **ফাউস্টিন** (আনুমানিক ১৭৮২-১৮৬৭) — নিগ্রো প্রজাতন্ত্র হাইতির প্রেসিডেন্ট, ১৮৪৯ সালে তিনি ফাউস্টিন প্রথম নাম নিয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। —১০২

সে (Say), **জাঁ বাতিস্ত** (১৭৬৭-১৮৩২) — ফরাসী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, ইতর অর্থশাস্ত্রের প্রতিনিধি। —১০

স্টাইন (Stein), **লরেনট্স** (১৮১৫-১৮৯০) — জার্মান আইনবিদ, ইতর অর্থনীতিবিদ। —১৪৫

স্টেফেন (Steffen), **ভিলহেল্ম** — প্রাক্তন প্রুশীয় অফিসার, কোলন কমিউনিস্ট মামলায় (১৮৫২) প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী, ১৮৫৩ সালে প্রথমে ইংলন্ডে, তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেশান্তরী হন; ষষ্ঠ দশকে মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। —১৫৯

স্মিথ (Smith), **অ্যাডাম** (১৭২৩-১৭৯০) — বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিনিধি। —১৫৫

স্যু (Suc), **এজেন** (১৮০৪-১৮৫৭) — ফরাসী লেখক, বিধান-সভার (১৮৫০-১৮৫১) ডেপুটি। —৬৬

হ

হ্যুগো (Hugo), **ভিক্তর** (১৮০২-১৮৮৫) — মহান ফরাসী লেখক, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে সংবিধান এবং বিধান সভার ডেপ্যুটি। —৮, ৫৮

হেগেল (Hegel), **গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিড্রিখ** (১৭৭০-১৮৩১) — চিরায়ত জার্মান দর্শনের মহান প্রতিনিধি, অবজেক্টিভ ভাববাদী। —১২, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯-১৫২

হেনরি দ্বিতীয় লোটারিঙ্গ, ডিউক অভ্ গিজ (১৬১৪-১৬৬৪) — ফ্রোন্দ-এর অন্যতম কর্মী। —১৩১

হেনরি পঞ্চম — শাঁবর, আঁরি শার্ল দ্রষ্টব্য।

হেনরি ষষ্ঠ (১৪২১-১৪৭১) — ইংলণ্ডের রাজা (১৪২২-১৪৬১)। —৯৪

সাহিত্যের এবং পৌরাণিক চরিত্র

একিলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় ট্রয় অবরোধকারী গ্রীক বীরদের মধ্যে সাহসীতম, হোমরের 'ইলিয়াডের' অন্যতম প্রধান নায়ক। —২৮, ৩০

ক্রাপ্যুলিন্স্কি — হাইনে-র 'দুই নাইট' কবিতার নায়ক যিনি নিজের জমিদারি উড়িয়ে দেন; ক্রাপ্যুলিন্স্কি পদবীটি রচিত হয়েছে ফরাসী crapule শব্দ থেকে যার অর্থ অতিভোজন, মদ্যপান করে মাতলামি করা, এবং — নিষ্কর্মা, সমাজের তলানি। ক্রাপ্যুলিন্স্কি নাম মার্কস এখানে দিয়েছেন লুই বোনাপার্টকে। —২৩

ক্রেভেল — বালজাকের 'কাজিন বেট' উপন্যাসের একটি চরিত্র, ভুঁইফোড়, আত্মসাৎকারী ও ব্যভিচারী। —১৩২

ডামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে, সিরাকুজের স্বৈরাচারী ডায়োনিসিয়াসের (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) অনুচর। একদা ডামোক্লিস ডায়োনিসিয়াসের কাছে ভোজনে আমন্ত্রিত হন। ভোজনের সময় তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ডামোক্লিসকে মানব সম্বলের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করাবার জন্যে ডায়োনিসিয়াস তাঁকে নিজের সিংহাসনে বসান এবং তাঁর মাথার উপর ঘোড়ার চুলে বাঁধা একটি ধারালো তরোয়াল ঝুলিয়ে দেন। ডামোক্লিসের তরোয়াল — নিরন্তর, নিকট এবং ভয়ঙ্কর বিপদের প্রতিশব্দ। —৬৪

থেটিস্ — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে সমুদ্রের দেবী, একিলিসের মা, যিনি ছেলেকে ট্রয়ের তীরে প্রথম নৌকো ভিড়োতে বারণ করেন (প্রথম যে নৌকো ভিড়বে তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল মৃত্যু)। —৩০

নিক বট্ম — শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইট্স ড্রিম' কমেডির একটি চরিত্র। —৭২

পল — বাইবেলের কথা অনুসারে খ্রীষ্টের অন্যতম অ্যাপস্টল। —১২

ব্যাকেস্ — প্রাচীন রোমানদের মদ ও ফুর্তির দেবতা। —৭৫

রবিন গুডফেলো — ইংরেজ লোককথা অনুসারে কাল্পনিক লোক যে মানুষের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করে; শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' কমেডির অন্যতম প্রধান চরিত্র। —১৩৫

শুফ্‌টার্লে এবং স্পিগেলবের্গ — শিলারের 'দস্যু' নাটকের চরিত্র, কোনরকম নৈতিক মান বর্জিত লুঠেরা আর হত্যাকারী। —৭৩

শ্লেমিল, পিটার — শামিসোর 'পিটার শ্লেমিলের অত্যাশ্চর্য ঘটনা' গল্পের নায়ক, যিনি নিজের ছায়া বদল করেছিলেন যাদুর থলির সঙ্গে। —৪০

সার্সি — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে এইয়া দ্বীপের মায়াবিনী; ইউলিসেসের সাথীদের শুয়োরে রূপান্তরিত করেন এবং তাকে এক বছর ধরে নিজের দ্বীপে আটকে রাখেন; আলঙ্কারিক অর্থে — মনোমুগ্ধকারিনী। —১১৭

স্যামুয়েল — বাইবেলের কথা অনুসারে প্রাচীন ইহুদী পয়গম্বর। —৯, ৫৪

হ্যাবেকুক — বাইবেলের পয়গম্বর। —১৪

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন,
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!